আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৪৯ || সোমবার || ভাদ্র ২৭ || ১৪৩০ || সফর ২৬ || ১৪৪৫ || Vol. 27 || Issue 49 || September 11 || 2023 || USA. FREE in NY,

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউইয়র্কের আইসক্রিমে মরণঘাতি সংক্রামক

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ স্বাস্থ্য বিভাগ ভীষণ উদ্বিগ্ন। আইসক্রিমে পাওয়া যাচ্ছে মরণঘাতি সংক্রামক জীবানু। আর সেই আইসক্রিম নিউইয়র্ক জুড়ে ফ্রিজে ফ্রিজে মজুদ। আইসক্রিম হাউজগুলো তাদের সব আইসক্রিম ও ডেইরি প্রোডাক্টস তুলে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



গ্রিনকার্ড আবেদনের পাহাড় যুক্তরাষ্ট্রে সরাতে লাগবে ১৩৪ বছর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশনে ধীর গতি চরম রূপ নিয়েছে। বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও অনেকেরই মিলছে না কাঙ্খিত গ্রিন কার্ড কিংবা নাগরিকত্ব। ইমিগ্রেশন বিভাগে জনবলের ঘাটতিকেই এর মূল কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। একটি খবর বলছে, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এদেশে থাকার জন্য গ্রিন কাডের্র আবেদন করেছেন এমন ৪ লাখ মানুষ কার্ড হাতে পাওয়ার আগে মৃত্যুবরণও করতে পারেন। কোভিড-১৯ প্যানডেমিক শুরু হওয়ার পর যে ব্যাকলগ শুরু হয় তা থেকে উত্তরণতো হচ্ছেই না, বরং **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

অভিবাসীদের চাপ সামলাতে খরচ কমানোর নির্দেশ মেয়রের

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস তার নতুন নির্দেশনায় বলেছেন, সিটির সবগুলো এজেন্সিকে তাদের খরচ কমাতে হবে। **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কে বিমানের ফ্লাইট চালু করতে বাধা নেই : এমডি

মুজিব মাসুদঃ রাষ্ট্রীয় ক্যারিয়ার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে যোগ হচ্ছে ফ্রান্সের তৈরি নতুন ১০ এয়ারবাস। বাংলাদেশে সফররত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর উপস্থিতিতে আজ সোমবার এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হওয়ার কথা। ফ্রান্সের উড়োজাহাজ নির্মাতা কোম্পানি এয়ারবাসের সঙ্গে বিমানের এই এমওইউ হবে। বিমান এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বাড়ছে কোভিডের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে সামার শেষ এখন ফল শুরু হয়েছে। আর সময় যত গড়াচ্ছে কোভিড-১৯ ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। প্রতিদিনই বাড়ছে নতুন নতুন আক্রান্তের হার। আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, আবারও কি আগের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে কোভিড-১৯। বিশেষ করে এবারের ফলে কি কোভিড গত কয়েক বছরের মতোই বেড়ে যাবে? **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বাইডেনের সঙ্গে 'সেলফি' যা বললেন ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সেলফি' এই আওয়ামী লীগ সরকারকে রক্ষা করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তোলা সেলফি প্রসঙ্গ টেনে রোববার দুপুরে এক আলোচনা সভায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল এই মন্তব্য করেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'এত ব্যানক্রাফট, এত দেউলিয়া, এত **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

করোনায় আক্রান্ত জিল বাইডেন



বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। হোয়াইট হাউস সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৭২ বছর বয়সী জিল বাইডেনের শরীরে করোনার মৃদু উপসর্গ রয়েছে। তবে করোনা পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আক্রান্ত নন। এর আগে গত বছরের আগস্টে তিনি করোনায় **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক আসছেন ১৭ সেপ্টেম্বর

বাংলাপত্রিকা রিপোর্টঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন। জাতিসংঘের এটি ৭৮তম অধিবেশন। যাতে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে সরকার। এদিকে গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশন। যার মূল বিতর্ক পর্ব শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে। যাতে অংশ নেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবছরের মতো এবারও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে তার। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনার দেবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। অধিবেশন ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

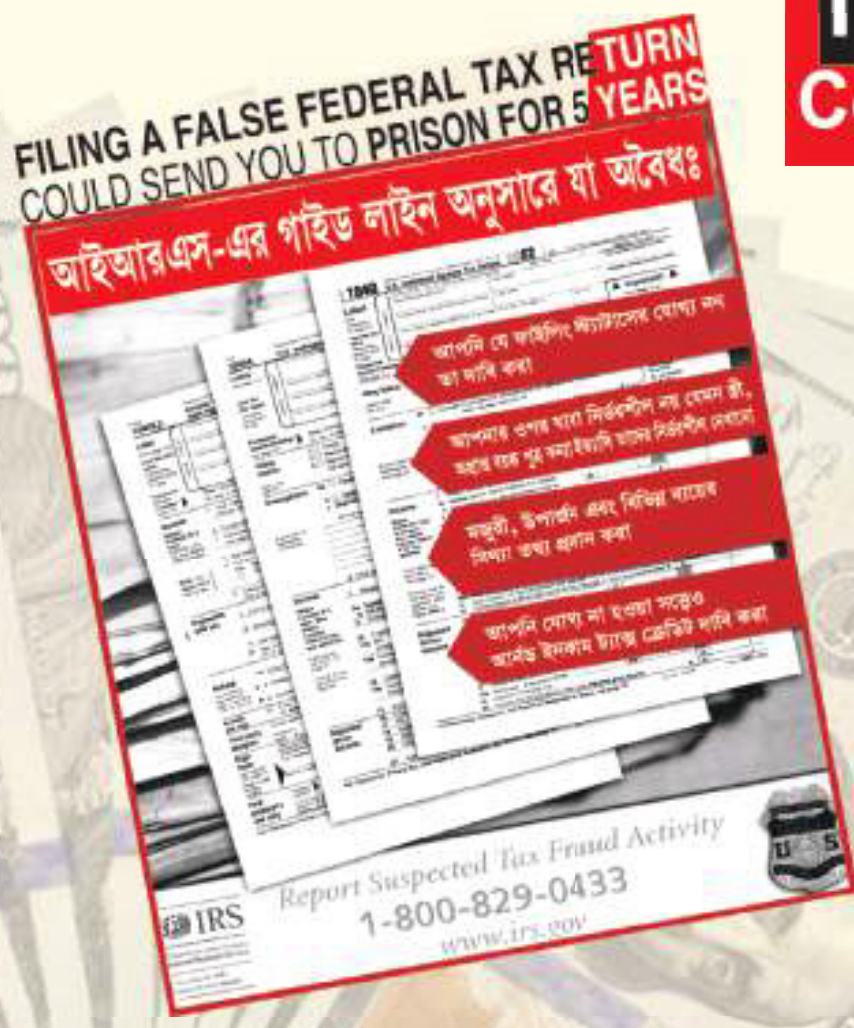
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 11 // 2023

কার্ড ছাপিয়ে খুনের বিজ্ঞাপন

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর : রীতিমতো নিজের ছবি, ফোন নম্বর দিয়ে মানুষকে খুন করার জন্য 'সুপারি কিলিং'-এর বিজ্ঞাপন আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে এলাকায় পোস্টারিং করে প্রচার চালানোয় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং এলাকায়। এ ঘটনার খবর জানতে পেরেই ক্যানিংয়ের ধর্মতলা গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে মোরসেলিম মোল্লা ওরফে বুলেট নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা যায়, ক্যানিংয়ের ধর্মতলা গ্রামের মানুষজন এই ভিজিটিং কার্ড হাতে পেয়েছেন। তাতে লেখা-'পথের কাঁটা সরাতে হবে? চিন্তার কিছু নেই। সঠিক দাম পেলেই কাজ হবে।' আবার লেখা-'মানুষ হাফ ও ফুল মার্ডার করা হয়।' সেই ভিজিটিং কার্ডে নিজের নাম, মোবাইল নম্বর এমনকি নিজের ছবি দিয়ে সুপারি কিলিংয়ের বিজ্ঞাপন করা হয়। এই কার্ড হাতে পেয়েই ক্যানিং থানায় খবর দেয়া হয়। তদন্তে নেমে গ্রেফতার করা হয় মোরসেলিম মোল্লা ওরফে বুলেটকে। তার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি দেশী বন্দুক ও দু'রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহিত

বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে ডিজিটাল প্লাটফর্মের সঠিক ব্যবহারের আহবান





নিউইয়র্ক: 'বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রচার এবং বিভিন্ন সমসাময়িক ইস্যুতে সুস্থ বিতর্ক উৎসাহিত করার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ডিজিটাল মিডিয়ার শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি'। গত ৩১ আগষ্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ক বাংলাদেশের ফ্ল্যাগশীপ রেজুল্যুশনের উপর অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের ফোরামে বক্তব্য প্রদানকালে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

সভাটি আহবান করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরোসি। এর উদ্বোধনী অধিবেশনে আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিসি, ইউনেস্কোর নিউইয়র্ক অফিসের পরিচালক এবং আইটিইউ-এর জাতিসংঘ বিষয়ক প্রধানসহ অনেক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে 'ডিজিটাল যুগে শান্তির সংস্কৃতির প্রচার' থিমের অধীনে একটি প্যানেল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যার সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত কাতারের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আলেয়া আহমেদ সাইফ আল-থানি। এতে সদস্য রাষ্ট্র, পর্যবেক্ষক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রযুক্তি দূত, শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (University for Peace) রেক্টর এবং গুগলের প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন।

শান্তির সংস্কৃতির প্রচারে বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে সাধারণ পরিষদের সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন যে, ডিজিটাল যুগে শান্তির সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অনলাইন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যা সম্মান ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করবে; ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং বৈষম্যের মোকাবিলা করবে এবং নতুন প্রযুক্তির অপব্যবহারের ঝুঁকি মোকাবেলা করবে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত তার স্বাগত বক্তব্যে চলমান বিভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শান্তির সংস্কৃতি লালন করার অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দেন। 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন- 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে রয়েছে।' বঙ্গবন্ধুর এই উদ্ধৃতি তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন যে, জাতির পিতার এই শান্তির দর্শনই পরবর্তীতে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গঠন করে এবং ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘে শান্তির সংস্কৃতির রেজুল্যুশন প্রবর্তন করতে অনুপ্রণিত করে।

এই বছরের থিমের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন যে, ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন জ্ঞানরাজ্যে আমাদের অভূতপূর্ব প্রবেশাধিকার দিয়েছে এবং অবারিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমনি এটি বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য, ঘৃণাত্মক বক্তব্য, অসহিষ্ণু এবং বিভাজনমূলক আখ্যানের একটি স্রোতও উন্মোচন করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মিয়ানমার থেকে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের উৎখাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, এসময়ে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যপকভাবে ব্যহার করা হয়েছিল। এই পটভূমিতে তিনি ডিজিটাল প্লাটফর্মে বিশেষ করে তরুণদের জন্য সাবধানতা অবলম্বনের উপর জোর দেন। কারন হিসেবে তিনি বলেন যে, এমন সাবধানতার অভাব সারাবিশ্বে আমাদের সম্প্রীতি অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিপন্ন করে দিতে পারে।

কান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টার উপর ডিজিটাল বিভাজনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সকলের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশিধাকার নিশ্চিত করার এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরতার ওপর জোর দেন। তিনি টেকসই উন্নয়ন ও শান্তির জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত অনলাইনে নারী ও মেয়েদের চ্যালেঞ্জগুলিও তুলে ধরেন এবং সকলের জন্য একটি নিরাপদ এবং প্রবেশযোগ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জেন্ডার ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণের আহবান জানান।

অবশেষে ডিজিটাল প্লাটফর্মের সম্ভাব্য অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার পাশাপাশি শান্তি-নির্মাণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন স্থায়ী প্রতিনিধি।

সভাটিতে বিপুলসংখ্যক সদস্যরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তঃ-সরকারি সংস্থা এবং সুশীলসমাজের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন এবং তারা সবাই শান্তির সংস্কৃতি প্রচারে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

Not-for-profit Tax Exempt under IRS Section 501(c)(4). EIN: 20-5160921

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইন্‌ক

CHURCH MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.

14th Brooklyn Street Fair

BROOKLYN POTHO MELA 2019 • CMBBA •

নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলীন ১৪তম পথমেলা ২০২৩



র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ
আরও অনেক আকর্ষনীয় মূল্যবান পুরস্কার

স্টল বরাদ্দ চলছে আজই
যোগাযোগ করুন:
জাহাঙ্গীর আলম:
(347) 422-4963
আনোয়ারুল আহমেদ
(646) 261-4386
ড্রেডর লাইসেন্স
স্টল বুকিং এর জন্য
এর কপি জমা দিতে হবে

তারিখঃ শনিবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৩
McDonald Ave (Bet. Church Ave & Ave C)

সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশী ও প্রবাসের শিল্পীবৃন্দ

Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914

Moinul Alam Bappy
Member Secretary
(347) 459-4538

Abdur Rob Chowdhury
President
917-975-1264

Rafiqual Islam Patwary
General Secretary
917-217-5040

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

হাসিনা-মোদি বৈঠক অমীমাংসিত বিষয়গুলোর আশু নিষ্পত্তি কাম্য

বিশ্বের শিল্পোন্নত ও বিকাশমান অর্থনীতির জোট জি-২০-এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের আমন্ত্রণে নয়াদিল্লি গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত দেড় ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠকে দুই নেতা উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সম্পর্ক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি একে আরও এগিয়ে নিতে একমত হয়েছেন। বৈঠকের আগে দুদেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারকও সই হয়েছে। সেগুলো হলো কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনপিসিআই-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক। তৃতীয় চুক্তিটির ফলে আশা করা যায় টাকা ও রুপির মধ্যকার লেনদেন আরও সহজ হবে।

জানা যায়, অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত দুই নেতার ওই বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বৈঠকের পর টুইটারে (বর্তমানে এক্স) পোস্ট দিয়ে নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। গত ৯ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক। এবারের আলোচনায় কানেক্টিভিটি, বাণিজ্যিক সংযুক্তি এবং আরও অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের ফলে নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টিও চূড়ান্ত হতে পারে। নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রিড ব্যবহারে দিল্লির সম্মতি দরকার বিধায় এক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় (বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল) চুক্তির প্রয়োজন। এছাড়া বিদ্যুৎ আমদানিতে শুল্ক নির্ধারণের অমীমাংসিত বিষয়টিরও নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। নেপাল শুল্ক আরোপের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ও অমীমাংসিত শুল্ক হার-এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আজ (রোববার) বৈঠকে বসছে এ সংক্রান্ত 'মন্ত্রিসভা কমিটি'। এ বিষয়টি আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে এ কারণে যে, চুক্তি অনুযায়ী নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি হলে সেটি হবে অপেক্ষাকৃত সস্তা। কারণ নেপালে উৎপাদিত বিদ্যুৎ হচ্ছে জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে ভারতের অবস্থান এবং অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। নানা ক্ষেত্রে দুদেশের সম্পর্ক দৃঢ় হলেও তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি, সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধের মতো কিছু বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আশার কথা, দুই দেশের শীর্ষ নেতার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তিস্তাসহ অমীমাংসিত ইস্যুগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা তিস্তার পানিবণ্টন, সীমান্তে হত্যা বন্ধ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (ভারত থেকে যে কোনো পরিস্থিতিতে জরুরি পণ্য আমদানি) বিষয়ে আশানুরূপ অগ্রগতি হবে, এটাই প্রত্যাশা।

প্রকৃত গণতন্ত্র আসতে পারে যেভাবে

॥ গোলাম শফিক ॥

রাজতন্ত্রে রাজার উত্তরাধিকারী ছেলে বা মেয়ে রাজা হয়। সিংহাসনে আরোহণ করলে জ্যেষ্ঠ রাজ-তনয়াকে 'রানী' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে মনে করা হয় রাজা। রাজদন্ড যার হাতে থাকে, তিনি হয়ে যান শৌর্যবীর্য ও পৌরুষের প্রতীক। এ সংস্কৃতিতে বংশই প্রধান বিষয়। রাজার বংশ মানেই কৌলীন্যের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। না হলে সম্রাট আকবর ১৪ বছর বয়সে সম্রাট হতেন না, যাকে সম্রাট হতে সহায়তা করেছিলেন উজির বৈরাম খাঁ।

এশিয়ার বিপ্লবের সূতিকাগার চীনের তথ্যটি পিলে চমকে দেওয়ার মতো। সেখানকার শেষ সম্রাট পুয়ি রাজা হয়েছিলেন দুই বছর বয়সে (১৯০৮ সালে); কারণ, সে ছিল রাজার ছেলে। কিন্তু এশিয়ার বিপ্লব যে উত্তরাধিকারের রাজনীতি বা নয়া রাজতন্ত্র ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে তা নয়। উত্তর কোরিয়াতেও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। রাষ্ট্রটি ক্রমান্বয়ে এক সন্ন্যাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেখানে কিম ইল সুং-এর তৃতীয় প্রজন্মের রাজত্ব চলছে এখন। বর্তমান শাসক কিম জং উন-এর পিতা কিম জং ইলও উত্তর কোরিয়ার 'রাজা' ছিলেন পার্টি সচিব পদবির আড়ালে। তাকে বলা হতো প্রথম 'সুপ্রিম লিডার'। উত্তর কোরিয়ার রাজনীতিতে এ সুপ্রিমেসি এখনো অব্যাহত আছে। সুপ্রিম লিডারের পুত্র উন ৩০ বছর বয়সে পার্টিপ্রধান হয়ে বাদশাহ আকবরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এখন তার মৃত্যু হলে হামেশাই তার সঙ্গে কিম জু-এ নামের যে কন্যাটিকে হাঁটতে দেখা যায়, সে-ই হবে উত্তর কোরিয়ার 'রাজা'। কারণ, রাজতন্ত্রে (!) সবই সম্ভব। এটি সম্ভব হয় পরিবারের বাইরে কাউকে বিশ্বাস না করার কারণে এবং ভোগের অভিপ্রায় থেকে। তাছাড়া অতীত কৃতকর্মের বিচারের ভয় তো থেকেই যায়। উত্তরাধিকারের রাজতন্ত্রে রাজ-পরিবারবহির্ভূত কাউকে শত যোগ্যতার পরও রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিধান বা সংস্কৃতি আগেও ছিল না, আজও নেই। ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা রাজ-পরিবারে সীমাবদ্ধ।

এ রকমই অলিখিত রাজতন্ত্রের ছায়া দেখা যায় এশিয়ায়, বিশেষত উপমহাদেশে। সার্কভুক্ত ৮টি স্বাধীন দেশের মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান রাজতন্ত্রমুক্ত। ভুটান ও নেপালে বিদ্যমান ছিল প্রকৃত রাজতন্ত্র। এর বাইরে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা-এ চারটি দেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান থাকলেও রাজনৈতিক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অভ্যাস, চর্চা ও মনস্তত্ত্ব রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পপুলিজম বা জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির উর্বরভূমি এসব দেশে স্বজনের লাশ কাঁধে নিয়ে সহজেই জনপ্রিয়তা ও সহানুভূতি অর্জন সম্ভব হয়। রাজনীতিতে এ প্রবণতা প্রকৃত সম্ভাবনাময় নেতৃত্বকে প্রস্ফুটিত হতে দেয় না। এভাবে জাতিসমূহ নতুন নতুন, ভিন্নমাত্রিক, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

ভারতের উত্তরাধিকারের রাজনীতিতে এক নম্বর স্থানটি দখল করে আছে কংগ্রেস। দলটির ছয় নেতার মধ্যে তিনজন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন নেহরু পরিবারের সদস্য-জওহর লাল নেহরু, তদীয় কন্যা ইন্দিরা গান্ধী ও দৌহিত্র রাজীব গান্ধী। এ পরিবার দেশ শাসন করেছে ৩৯ বছর। তবে মতিলাল নেহরু থেকে রাহুল গান্ধী ও তদীয় মাতা সোনিয়া গান্ধীর রাজনীতিতে সচল থাকার সময় যুক্ত করলে তাদের সংশ্লিষ্টতার প্রকৃত পরিধি আরও বিস্তৃত।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভুট্টো পরিবারের আধিপত্য দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুর পর তার কন্যা বেনজীর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর স্বামী আসিফ আলী জারদারি হয়েছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। এখন তাদের পুত্র বিলাওয়াল ভুট্টো দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বেনজীরের শাসনামলে তার মাতা নুসরাত ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এ পদের জন্য মা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করা যায়নি। বেনজীরের ভ্রাতা গোলাম মর্তুজা ভুট্টোও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্রীলংকার ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী সোলোমন বন্দরনায়েকের মৃত্যুর পর তার কন্যা চন্দ্রিকা বন্দরনায়েক কুমারাতুঙ্গা হয়েছিলেন দেশটির ৫ম রাষ্ট্রপতি ও ১১তম প্রধানমন্ত্রী। চন্দ্রিকার শাসনামলে (রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন) বন্দরনায়েক পরিবারের শ্রীমাভো বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। চন্দ্রিকারই অধীনে মাহিন্দো রাজাপাকসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তরাধিকারের রাজনীতির মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে শ্রীলংকাকে বানানো হয়েছিল দুর্নীতির আখড়া ও দেউলিয়ানার রাজত্ব, সে সংক্রান্ত বিতর্ক এখনো অব্যাহত আছে। তবে তার মতো এত পদ এ দেশের শেরেবাংলাও অলংকৃত করতে পারেননি। ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট, ত্রয়োদশ প্রধানমন্ত্রী, দ্বাদশ বিরোধীদলীয় প্রধান, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, হাইওয়েজ, ক্রীড়া ও নৌমন্ত্রী, আইন ও শৃঙ্খলা মন্ত্রী, মৎস্য ও জলজসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, শ্রম ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মন্ত্রী-কী ছিলেন না তিনি? তার ভাই চমল রাজাপাকসে হয়েছিলেন পার্লামেন্টের স্পিকার, অন্য দুভাই গোতাবায়া রাজাপাকসে রাষ্ট্রপতি ও বাসিল রাজাপাকসে অর্থমন্ত্রী। এজন্য শ্রীলংকার একটি জনপ্রিয় কৌতুক হচ্ছে 'রাজাপাকসে কি তোমাদের দেশের মানুষের একমাত্র শেষ নাম?'

শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে ষষ্ঠবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাকে ছাড়া শ্রীলংকা প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আর কাউকে খুঁজে পায়নি। তিনিও এক উত্তরাধিকারের লেজুড়, ইতঃপূর্বে এক দশকেরও বেশি সময় রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা জুনিস জয়বর্ধনের তিনি ভাইপো। যে উত্তরাধিকারীদের দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে শ্রীলংকা নামের সচ্ছল একটি দেশ হয়েছে সর্বস্বান্ত, সেখানে রনিলকেই তাদের জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে বেছে নিল। গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে এমনই হয়। আর রনিল সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিলেন ছেলেবেলার বন্ধু দীনেশ গুণবর্ধনকে। শ্রীলংকার ক্ষেত্রেই বোধহয় জিওভানি জেনটাইল (ইতালীয় দার্শনিক ও ফ্যাসিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্থপতি) প্রদত্ত ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে সবকিছুকে লাকড়ির মতো বান্ডিল বানিয়ে প্যাঁচিয়ে কুড়ালের নিচে রেখে দেওয়া। অথচ শ্রীলংকায় জরুরি অবস্থা জারি করে বিক্রমাসিংহে বিক্ষোভকারীদের 'ফ্যাসিবাদী' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের রাজনৈতিক প্রবণতা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তার কন্যা শেখ হাসিনা সংকটময় মুহূর্তে দলীয়প্রধানের পদ গ্রহণ করে পরবর্তীকালে হন প্রধানমন্ত্রী। ক্রমান্বয়ে তার মেয়াদকাল প্রলম্বিত হয়েছে এবং শেখ পরিবারের অনেকেই দলীয় ও সরকারি পদ লাভে সক্ষম হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে তার স্ত্রী খালেদা জিয়া হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, যার কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই ছিল না, বলা হয়ে থাকে তিনি ছিলেন রসুইঘরের মানুষ। তদীয় পুত্র তারেক রহমানকে যখন দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচন করা হয়, তখন তিনি দলের 'সিনিয়র' কেউ ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু উত্তরাধিকারের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে, তাই তাকে আগেভাগেই টেনে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যার যৌক্তিক অনুক্রমে তিনি এখন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। কোনো পদবির আগে 'সিনিয়র' শব্দটি কখন জুড়ে দেওয়া হয়? যখন সেই ব্যক্তিটি প্রকৃতপক্ষেই দেশের একজন অভিজ্ঞ ও সিনিয়র সিটিজেন, যেমন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মশিউর রহমান যাদু মিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় 'সিনিয়র মন্ত্রী'র পদ দান করেছিলেন, যখন যাদু মিয়ার বয়স ছিল ৫৪ বছর। তারেক রহমানের পদবির সঙ্গে 'সিনিয়র' তকমা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল তার ৩৪ বছর বয়সকালে।

বাংলাদেশে এক দল কর্তৃক আরেক দলকে 'স্বৈরাচারী', 'স্বেচ্ছাচারী', 'কর্তৃত্ববাদী', 'ফ্যাসিবাদী', 'একনায়কতান্ত্রিক' বলার সুযোগটি তৈরি হয়ে যায় বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে। আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার সুযোগটি তৈরি হয় রাজতন্ত্রের খোলসে গণতন্ত্রের অধীনেই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সাধারণত দলীয় প্রধানরাই হন সরকারপ্রধান। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে সরকারপ্রধান নির্বাচন করা হয় অনেক ভেবেচিন্তে। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় সক্ষম সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের মনোনীত করে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমেরিকায় ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির বর্তমান প্রধান (চেয়ারম্যান) জেইম হেরিসন এবং ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান (চেয়ারম্যান) গ্রেগ হ্যান্ডস। যে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের একসময় আমরা অংশ ছিলাম, সেই ভারতেও ট্রেন্ড পরিবর্তনের কারণে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপির প্রধান (সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা) রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে আছেন। এ ধরনের চর্চার জন্য তারা কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছেন? **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাংলাদেশে এক দল কর্তৃক আরেক দলকে 'স্বৈরাচারী', 'স্বেচ্ছাচারী', 'কর্তৃত্ববাদী', 'ফ্যাসিবাদী', 'একনায়কতান্ত্রিক' বলার সুযোগটি তৈরি হয়ে যায় বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে। আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার সুযোগটি তৈরি হয় রাজতন্ত্রের খোলসে গণতন্ত্রের অধীনেই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সাধারণত দলীয় প্রধানরাই হন সরকার প্রধান।

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টেম্বর	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ফজর	৫.১৫	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২১	৫.২২
সূর্যোদয়	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৭
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫১	১২.৫১
আসর	৫.২৩	৫.২১	৫.২০	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৪
মাগরিব	৭.১৪	৭.১২	৭.১১	৭.০৯	৭.০৭	৭.০৬	৭.০৪
এশা	৮.৩১	৮.২৯	৮.২৭	৮.২৬	৮.২৪	৮.২২	৮.২০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ড. ইউনূস ও বাঙালীর রসবোধ

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

বাঙালীর রসবোধ হাল আমলে ড. ইউনূসকে নিয়ে যেভাবে উপচিয়ে পড়ছে অমনটি গত ১০০ বছরে ঘটেনি। আর ঘটবেই বা কী করে! আমাদের দেশে তো ড. ইউনূসের মতো কোনো ছেলে সন্তান ইতঃপূর্বে জন্মাননি আর তার মতো করে কেউ তো নোবেল পুরস্কারও পাননি। তার খ্যাতি-সফলতা ও লড়াই করে ৮০ বছরের বেশি সময় বেঁচে থাকার রেকর্ডও দ্বিতীয়টি নেই। ফলে তার শত্রুরা অনায়াসে বলতে পারে যে- লোকটির লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই। তা না হলে এতদিন কেউ বেঁচে থাকে আর বুড়ো বয়সী একটি শরীর নিয়ে কেউ দুনিয়া চষে বেড়ায়! তিনি যদি শুধু চষে বেড়াতেন তা না হয় সহ্য করা যেত কিন্তু ক'দিন পরপর তিনি যে দুনিয়া কাঁপানো কান্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলেন তা আর কাহাতক সহ্য করা যায়!

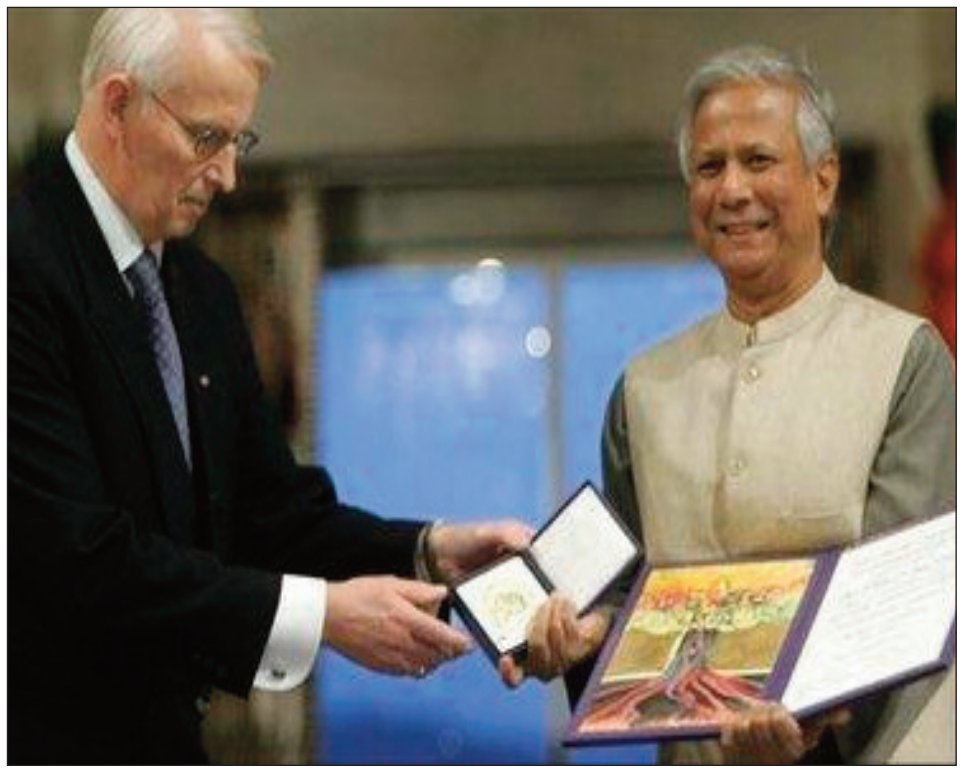
হাল আমলে ড. ইউনূসের কর্মকান্ড বিশেষ করে ১৮৩ জন বিশ্ববরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক ও নোবেল লরিয়েটের কাছ থেকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিবৃতি এনেছেন বলে তার প্রতিপক্ষরা যেভাবে হইচই করছেন তার মধ্যে আবহমান বাংলার জমিনে লুকিয়ে থাকা বাঙালী চরিত্রের অসাধারণ রসের হাঁড়ি উন্মোচিত হয়েছে। বাঙালীর রস বলতে আমরা গোপাল ভাঁড়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে বুঝি। গত শতাব্দীতে সারা দুনিয়ার রসের হাঁড়ি বলতে আমরা চার্লি চ্যাপলিনকে বুঝতাম। চলমান শতকে মিস্টার বিন কিংবা থ্রি স্টুজেজের কীর্তিকলাপ দুনিয়ার মানুষকে হাসায়। কিন্তু বাঙালী ওসবের ধার ধারে না। তারা গোপাল ভাঁড় কিংবা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে শতভাগ বাঙালী সংস্কৃতিতে নির্মিত রসঘন চিত্রনাট্য ছাড়া কিছুতেই রঙতামাশা করতে রাজি নয়। ফলে পশ্চিমা দুনিয়ার রসবোধ মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটিয়ে তাদের ক্রমেই অধিকতর সভ্যতার দিকে চালিত করে। আর অন্য দিকে আমাদের রঙ রস উল্টো বিবর্তন ঘটিয়ে দেশ-কাল-জাতিকে রসের সাগরে ভাসিয়ে রসাতলে ডুবিয়ে নিত্যনতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

ড. ইউনূসকে নিয়ে হাল আমলে কী সব রসাত্মক ঘটনা ঘটছে তার কিছু নমুনা পেশ করলেই বোঝা যাবে। পত্রিকায় এসেছে, তার বিরুদ্ধে এ যাবৎকালে মোট ১৬৩টি মামলা করা হয়েছে। ৮৩ বছর বয়সে ড. ইউনূসের শরীরে কতটুকু তেল আছে তা পরীক্ষা করার জন্য যে আয়োজন চলছে সেখানে বাঙালীর বিবেক বুদ্ধি-ন্যায়নীতি, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, কথা বলার শক্তি সামর্থ্য, সাহস প্রদর্শনের অনীহা, ভয়-দ্বিধা-সঙ্কোচের অপূর্ব মহড়া ও সর্বোপরি তামাশা দেখার রসায়নগুলোর মধ্যে অদ্ভুত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে তিনি ৮৩ বছরের বৃদ্ধ শরীর নিয়ে শ্রম আদালতের ছয়তলার সিঁড়ি বেয়ে কিভাবে উঠেন-কিভাবে অস্বস্তিকর প্রচন্ড গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদালতে দাঁড়িয়ে থাকেন তা দেখার জন্য এবং বোঝার জন্য নাকে নস্যি লাগিয়ে দাঁত বের করে কিলকিলিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে গড়াগড়ি দেয়ার মতো রসিক মানব-মানবী এই মুহূর্তে অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া না গেলেও গাঙ্গেয় বদ্বীপে যে ওসব প্রাণীর অভাব নেই তা কিন্তু দিব্যি দিয়ে বলা যাবে না।

বাঙালীর মেধা ও মননশীলতা যে কোন পর্যায়ের তা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি গ্রাম-বাংলার চ্যাংড়া পোলাপানের কান্ডকারখানা দেখে। তারা বর্ষাকালে উদোম শরীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটে এবং বড় হয়ে ভাবতে থাকে তাদের মতো সাঁতারু দুনিয়ায় নেই। তালপাতার বল খেলে তারা ম্যারাডোনার চেয়েও বড় ফুটবল তারকার ভাব নিয়ে চলাফেরা করে। তারা হাডুডু-গোল্লাছুট-দাঁড়িয়াবান্দা-ডাংগুলি এবং কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে প্রশ্ন করে মোহাম্মদ আলী ক্লে কেন সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ হবেন!



এ দেশের লেখকরা মনে করেন তাদের সাহিত্যে নোবেল না দিয়ে সুইডিশ নোবেল কমিটি মারাত্মক ভুল করে চলছে। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ মনে করেন আব্রাহাম লিঙ্কন, উইনস্টন চার্চিল, জন অ্যাডামসরা যদি বাংলাদেশে রাজনীতি করতেন তবে ডাব্বা মারতেন সকালে ও বিকেলে এবং অতঃপর ব্যর্থ হয়ে উন্মাদের মতো কিছু দিন ঘুরে পাবনার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতেন। বাঙালী চিত্রকররা পাবলো পিকাসো, লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি অথবা ভিনসেন্ট ভ্যানগগ-রেমব্রন্ট-গিলবার্ট স্টুয়ার্ড প্রমুখ চিত্রকরের চিত্রকর্ম নিয়ে পৃথিবীবাসী কেন এত নাচানাচি করে তা ভেবে হরহামেশা মেজাজ হারিয়ে ফেলে। বাঙালী সাংবাদিকরা ভাবে টাকা হলে সব সম্ভব। বৃদ্ধ কামুক রুপার্ট মারডকের সিএনএন-ফক্স নিউজ, দ্য টাইমস অব লন্ডন, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রভৃতি পত্রিকায় চাকরি করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে নিবন্ধ লেখা মানায় না। ইহুদিবাদের ইকোনমিস্ট কিংবা আরবি রাজতন্ত্রের হাতিয়ার আলজাজিরায় প্রকাশিত কোনো খবর বিশ্বাস করা যে অপরাধ তা প্রমাণ করার জন্য সুবে বাংলার ভাড়াটিয়া সাংবাদিকরা যেভাবে ছুটোছুটি করেন সেই দৃশ্যের মধ্যে যে রসের হাঁড়ি খুঁড়ে পাওয়া যায় তা চার্লি চ্যাপলিনের কোনো সিনেমাতেও দেখা যায় না। বাঙালীর আত্মতুষ্টি এবং হামবড়া ভাব নিয়ে দেশের ১৭ কোটি মানুষ যেভাবে দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিদিন ধৈর্য-সহ্য ও সংযমের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তাতে করে ড. ইউনূসের মতো কয়েক হাজার প্রবীণ বিশ্বমানের সম্মানিত মানুষকে যদি প্রকাশ্য রাজপথে দোররা মারা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি শিশু নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয় তবুও কেউ দাঁতের পাটি খুলে জিহ্বা নেড়ে হালকা শব্দে উহ্ উচ্চারণ করার পরিবর্তে ক্ষমতার পক্ষে খিস্তিখেউড় করবে না- এমন নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না। ফলে এই মুহূর্তে ড. ইউনূসকে নিয়ে যা কিছু হচ্ছে তার মধ্যে অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখছি না; বরং বাঙালির প্রত্যয়-সাহস ও যোগ্যতা দেখে রীতিমতো শিহরিত হচ্ছি।



আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম যে, বিশ্ববরেণ্য ১৮৩ জন মহামানব ড. ইউনূসের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। তাদের সেই বিবৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলাদেশের ৫০ জন সম্পাদক এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই সম্পাদকরা মনে করছেন ১৮৩ জন মহামানব আসলে কিছুই বোঝেন না। তারা নাবালক অথবা বেকুবের মতো ড. ইউনূসের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন যে, ড. ইউনূসের টাকা খেয়ে ওরা ১৮৩ জন এক মঞ্চে হাজির হয়ে বাংলাদেশের পুরো সিস্টেম নিয়ে যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকেছেন সেই প্রশ্নের দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার হিম্মত সারা দুনিয়ার মধ্যে কেবল সেই সব সম্পাদকের রয়েছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিনটন, আল গোর, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুনসহ শতাধিক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে চরম অর্থকষ্টের কারণে ড. ইউনূসের পোষ্য তাঁবেদার অথবা ক্রীড়নক হিসেবে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন এমন যুগান্তকারী চিন্তাবিদ, মহামানব-অতি মানবরা যে বাংলার জমিনে পয়দা হয়েছেন তা ভেবে আত্মতুষ্টিতে জমিনের সব প্রাণী খুশিতে গড়াগড়ি করছে।

৫০ কৃতী সম্পাদকের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য রাজভোগপ্রত্যাশী বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বুদ্ধিজীবী রীতিমতো দৌড় শুরু করেছেন। ড. ইউনূসের পক্ষে বিবৃতিদাতারা কত টাকা নিয়েছেন- কিভাবে নিয়েছেন- কেন নিয়েছেন এসব নিয়ে গবেষণা এবং জরিপকর্ম যুগপৎভাবে চালানোর জন্য রাজভোগের দোকানদারের কাছে ভোগীরা ভিড় করে চলেছেন। বিবৃতিদাতারা কী ভুল করেছেন এবং তাদের নৈতিক অধঃপতন কোন পর্যায়ে তা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল দিন-রাত অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমুচা ও সিঙ্গারার মধ্যে পার্থক্য কী! সিঙ্গারার মধ্যে কেন আলু থাকে- বিহারে কেন লালু থাকে- এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কিছু লোক বারাক ওবামা ও হিলারি ক্লিনটনের নৈতিক অধঃপতনের কারণ বের করার জন্য অশ্ব-মেধ-যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন।

ড. ইউনূসের পক্ষে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তাদের মধ্যে যারা ইয়েল-হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দুনিয়ার সেরা উকিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তারা কেন ইউনূসের টাকা খেয়ে আইন ভুলে গেলেন তা নিয়ে রাজভোগী আইনজ্ঞরা মহা চিন্তায় পড়ে গেছেন। অনেকে বলার চেষ্টা করছেন, ওরা কোনো আইনই জানে না। টাকার কাছে বিবেক বন্ধক রেখে মানুষ এ জঘন্য কর্ম করতে পারে তা বাংলাদেশের নীতিবাগীশ রাজভোগীদের যার-পরনাই সংক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ-বিরক্ত ও অস্থির করে তুলেছে। ফলে ইউনূসবিরোধীরা অস্থিরতার কবলে পড়ে এমন সব রসের হাঁড়ি হররোজ দেশবাসীকে উপহার দিচ্ছেন যা গত ১০০ বছরেও বঙ্গবাসী দেখেনি।

উল্লিখিত বাৎচিতের রসের হাঁড়ির তান্ডবে আমার মন-মস্তিষ্কের সাধারণ মানবীয় শক্তি ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। আমি হয়তো অনাগত দিনে অনেক কিছু ভুলে যাবো। তাই বিদেয়বেলায় শুধু একটি প্রশ্ন রেখে যাই, টাকা দিয়ে বিবৃতি কেনা ড. ইউনূসের টাকার জোর বেশি নাকি ইউনূসবিরোধীদের টাকার জোর বেশি। ড. ইউনূসের পক্ষে বিবৃতিদাতারা যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন তার পরিমাণ বেশি নাকি যারা তার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন তাদের আর্থিক মানদন্ড বেশি!

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



শাসনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি

॥ মইনুল হোসেন ॥

আমরা কোনো দল ও নেতার পক্ষে বা বিপক্ষে নই। যে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বর্তমান সরকারের ভিত্তি, সেই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের উদ্যোগেই প্রণয়ন করেছিলেন এবং জাতীয় পরিষদে সেই শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল।

আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে ইংল্যান্ডে পাঠালেন তাদের শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে জাতি সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র পেয়েছিল। ১৯৭২ সালের সেই শাসনতন্ত্রের অধীনে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে নির্বাচনও অনুষ্ঠান করেছিলেন।

দেশের অবস্থাও কঠিন ছিল। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য সরকার বিভিন্নমুখী ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিল। তাকে বোঝানো হলো নিজের হাতে সর্বক্ষমতা নিলেই সরকার সফল হবে। বিপ্লবী চরিত্রের একদলীয় শাসনব্যবস্থা তথা বাকশাল চালু করা হলো। ১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলনের পর গঠিত বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগের সহায়তায় ১৯৭২ সালের গণতান্ত্রিক সেই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা শুরু করে। আওয়ামী লীগও এই শাসনতন্ত্রের অধীনে একাধিকবার সরকার গঠন করেছে।

আমরা এ কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহযোগিতা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও বিকাশমান গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। আমাদের সাহায্য দরকার। এই বার্তাই আমরা গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আমরা মনে করি, শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়নের পক্ষে আছে। আমরা নতুন কোনো শাসনতন্ত্রের দাবি করছি না। সরকার গৃহীত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ কার্যকর করতে চাচ্ছি। সরকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকবে, কিন্তু জনগণের অধিকারবিষয়ক অংশবিশেষ চাপা রাখবে, তা হতে পারে না।

এজন্য যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি কয়েকজন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার শীর্ষ অফিসারদের ওপর আরোপ করা হলো, তখনই তাদের কঠিন স্বভাব নমনীয় হতে শুরু করল। সরকারি অফিসাররা (public servants) ভালো করেই জানেন যে, জনগণের সেবায় কী তাদের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু মুষ্টিমেয় অফিসার তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে আনন্দ পান। জনগণ যে তাদের কাছে কতটা অসহায় সেটাই তাদের ফুটানির বিষয়।

গুপ্তহত্যা ও জোরপূর্বক অপহরণ সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সাহস জোগানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি আমরা যে কতটা কৃতজ্ঞ, সেকথা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই আমাদের।

আমাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সাহস এসেছে এই ভেবে যে, ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের প্রাপ্ত মর্যাদা নিয়ে বাঁচার নিশ্চয়তা থাকবে।

মনে মনে এটাও ভেবেছি যে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, দূরত্ব আর দূরত্ব নেই। কোনো দেশের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার সুযোগ নেই। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তথা জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় কোনো দেশই সে অর্থে একা থাকার কথা নয়। মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তারা এখন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে যাতে সন্ত্রাসী রাজনীতি বন্ধ হয়।



সরকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অস্বীকার করছে না। বাংলাদেশে গুপ্তহত্যা এবং জোরপূর্বক গুমের শাসন চালাতেও অসুবিধা হয়নি। বিদেশি সরকার বিশেষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতেও অসুবিধা হয়নি। তাই দোষ শুধু আমাদের একার নয়।

জনগণ প্রদত্ত সংবিধানের অধীনেই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শপথ নিয়ে শুধু নির্বাচন পদ্ধতির ব্যাপারে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করেছে। মূল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অপরিবর্তিত রেখেছে, অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসহ ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষিত আছে। খুন-গুমের সন্ত্রাসী রাজনীতির কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবাদ করাও সম্ভব ছিল না। এভাবেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভয়ভীতির মধ্যে অসহায় অবস্থায় রাখা হলো।

কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কিত শাসনব্যবস্থায় এমন সংশোধনী আনা হলো, যাতে জনগণের ভোট ছাড়াই সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় নির্বাচনে বিজয়ী হতে আওয়ামী লীগের কোনো বাধাই থাকল না। বিদেশিদের বোঝাতে চাইলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব জনপ্রিয়তার জন্যই জনগণ তাকে বারে বারে নির্বাচনে বিজয়ী করছে। ঘরে-বাইরে কিছু সরকারি কর্মকর্তা ভাবলেন সরকার আমাদের হাতের পুতুল। রাষ্ট্রীয় বাড়তি সুযোগ-সুবিধা তো তাদেরই প্রাপ্য। আমরা অবাক হই, কেমন করে এদেশে এত হীন ও নীচ হুকুম তামিল করার জন্য আমাদের নিজেদের শিক্ষিত লোকেরা এতটা নিষ্ঠুর ও দাসসুলভ আচরণ করতে পারে!

আওয়ামী লীগের নেতারাও অবাধ নির্বাচনের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন এবং সহজভাবেই বলে যাচ্ছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। মূল শাসনতন্ত্রের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবিধান এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে, সরকার সংশোধিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকারই ক্ষমতায় থাকবে। সংসদেরও অবলুপ্তি হবে না।

গুপ্তহত্যা ও গুমের সন্ত্রাসী তৎপরতার ভয়ে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাস্তবে অকার্যকর হয়ে গেছে। সরকার শাসনতন্ত্র দেখিয়ে বলতে পারছে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ রক্ষার শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন। কিন্তু কত আগ্রহ নিয়ে তিনি সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন, তা অনেকেরই জানা।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কেবল অবাধ নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্র বিনির্মাণে আমাদের আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার হবে। প্রচলিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

সর্বস্তরে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তৃতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবাধ সুবিধা গ্রহণ করার ফলে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট সংকট সৃষ্টি হয়। রাজনীতিবিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে বিত্তবান হওয়ার ব্যবসায় পরিণত হওয়ার কারণে রাজনীতি দূষিত হয়েছে মারাত্মকভাবে।

আমরা তাই কোনো দল বা নেতার সমর্থক নই। আমরা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চেয়েছি।

আগে কখনো জনগণ এত নিরাপদে ব্যাংক ডাকাতি ও অর্থ পাচার হতে দেখেনি। নিঃস্বার্থ হতে না পারলে রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। তাই দলীয় রাজনীতিতে স্থান তারাই পাবেন, যারা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গড়বেন। জন্মগতভাবে কেউ রাজনৈতিক নেতা হতে হলে তাকে প্রথমেই নিঃস্বার্থবাদী হতে হবে। তার সরকারি দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে।

আওয়ামী লীগের জন্য গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো একজন নেতা পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি তরুণদের দলীয় রাজনীতিতে পেশিশক্তি হিসাবে দেখতে চাননি। তরুণদের পেশিশক্তি হিসাবে ব্যবহার করা কোনো রাজনৈতিক দলের উচিত নয়।

সরকার যে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ক্ষমতায় আছে, আমরা সেই শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। বিপদ দেখা দিয়েছে সরকারের নির্বাচন চুরির তথ্যফাঁস হওয়ার কারণে। এখন সরকারের শাসনতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্নই উঠেছে। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে খুন-গুমের শাসন তো চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র নির্বাচন চুরির বৈধতা দিতে পারে না। সরকার শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করেছে। দেশে এখন কোনো শাসনতন্ত্রসম্মত সরকার আছে কি না, এর উত্তর সরকারকেই দিতে হবে।

সংকটের গভীরতা অনেক বিলম্বে হলেও সরকার বুঝতে পেরেছে। তাই তাদের বলতে হচ্ছে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সরকার যে জনসমর্থনহীন সে কথাই বলা হয়েছে।

আমাদের বিশ্লেষণে সরকার এখনো শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজতে পারে। সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে পারে।

পরিবর্তন যে আসছে তা সরকারের কাছে অজানা নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সংকট উত্তরণের সদিচ্ছা থাকতে হবে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও গণজাগরণের আশঙ্কা থেকে যাবে। পরিবর্তন হতেই হবে। জনগণের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চলানো হয়েছে। তারা এখন দুঃসহনীয় আর্থিক সংকটে রয়েছে। ধৈর্যের সীমাও শেষ হয়েছে।

আমরা এই মিথ্যা ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না যে, বাংলাদেশ একটি অবিবেচনাপূর্ণ মানুষের দেশ-যেখানে বিচার নেই, যেখানে জ্ঞানী-গুণীদের কোনো কদর নেই। ড. ইউনূস নিজেও স্বীকার করবেন যে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণির মানুষ তাকে নিয়ে গর্বিত।

লেখক: ব্যারিষ্টার, আইনজীবী, আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা মূলধন ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেলশনীয় মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হচ্ছে

॥ তারেকুল ইসলাম ॥



সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান চাঁনকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ভাইভায় উপস্থিত শিক্ষকদের সামনে নেকাব খুলতে অসম্মতি জানালে এক শিক্ষার্থীর ভাইভা নেয়া হয়নি এবং অন্য আরেক শিক্ষার্থীকে জোর করে নেকাব খুলে ভাইভা নেয়া হয়। বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর ওই ভাইভা বোর্ডের প্রধান ড. ওয়াহিদুজ্জামান ওই দুই নারী শিক্ষার্থীকে 'উগ্রবাদী' দলের সদস্য হিসেবে অপবাদ (ভিকটিম ব্লেমিং) দিয়ে বলেন, 'যারা পর্দা করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে বাসায় থেকে পড়াশোনা করা উচিত।' এর প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে একদল ঢাবি শিক্ষার্থী বিক্ষোভ সমাবেশ করে এবং ড. ওয়াহিদুজ্জামানের বিচার চেয়ে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি দেয়।

পরীক্ষা ও ভাইভায় শিক্ষার্থীদের পরিচয় শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই জরুরি বিষয়। পর্দাশীল নারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষিকা বা নারী কর্মচারীদের দিয়ে চেক করার মাধ্যমে বিষয়টির সহজ সমাধান সম্ভব। তা ছাড়া এই ডিজিটাল যুগে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় তা আরো সহজ। কিন্তু এমন সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও পরিচয় শনাক্তকরণের অজুহাতে পর্দার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং পর্দাবিরোধী কথাবার্তা বলা ইসলামবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে করে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত লাগে। ওয়াহিদুজ্জামানের বক্তব্য অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক। কারণ তিনি অন্যের ধর্ম পালনের অধিকার ও স্বাধীনতায় বাধা দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি পর্দার বিধানকে উগ্রবাদ মনে করেন, যা ইসলামের প্রতি তার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের নামান্তর। পর্দা ইসলামে ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়। এটি মুসলিম নারীদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ধর্মীয় কর্তব্য। ধর্মীয়ভাবে এর রেফারেন্স খুব শক্তিশালী এবং অথেনটিক। এমনকি পর্দার বিষয়টি নিছক পোশাকের ইস্যুও নয়। তাই ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকারের ইস্যু হিসেবে এটিকে দেখতে হবে। নামাজ-রোজায় যেমন বাধা দেয়ার সুযোগ নেই, তেমনি কারো পর্দা পালনের অধিকারকেও অস্বীকার করা যেতে পারে না। ব্যক্তিজীবনে কে কতটুকু ধর্ম পালন করল এর চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে, অন্যের ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু গত মে মাসের শেষদিকে হাইকোর্টের আপিল বিভাগ ঢাবির বাংলা বিভাগের একটি বিতর্কিত নোটিশ সমর্থন করে বলেন, 'শিক্ষকরা পিতার সমতুল্য। সে জন্য পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য তারা ছাত্রীদের মুখমন্ডল দেখতে পারেন।' ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হলে এ ক্ষেত্রে কোনো সমাধান আসার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। ফলে আপিল বিভাগের বক্তব্যের পর ইস্যুটি এখন আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি অতীব স্পর্শকাতর ইস্যু। এমনকি সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের কোনো কোনো প্রদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও হিজাব-নেকাব-বোরকা নিষিদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে এবং তা নিয়ে দেশটিতে তুলকালাম কান্ড ঘটে গেছে, যদিও এর পেছনে হিন্দুত্ববাদীদের নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল বলে ধারণা করা হয়। অন্য দিকে, ইউরোপের ডজনখানেক দেশেও নানা অজুহাতে আইন করে হিজাব-নেকাব ব্যান্ড করা হয়েছে এবং সেটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময়ে সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছে। ২০১৪ সালে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত এক রায়ে নেকাবের ওপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা দিলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে সতর্ক করে বলেছিল, 'এই রায় ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক এবং গভীরভাবে ক্ষতিকর। রায়টি এই বার্তা দেয় যে, জনসমক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নারীরা স্বাধীন নয়।'

ফ্রান্সে নেকাব ব্যান্ড করার ক্ষেত্রে কথিত 'জননিরাপত্তা' ছাড়াও আরেকটি যুক্তি দেয়া হয়েছিল যে, মুসলিম মেয়েদের হিজাব-নেকাব পরতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দাবি করেছে, তাদের গবেষণায় জোরজবরদস্তির এমন কোনো প্রমাণ ফ্রান্সের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়নি (১ জুলাই-২০১৪, সংস্থাটির ওয়েবসাইট)। নেকাব নিষিদ্ধকরণে ফ্রান্স সরকারের আরেকটি যুক্তি ছিল, ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক সমাজের অখন্ডতা ও সহাবস্থান উন্নত করা। কিন্তু ফ্রান্সের যুক্তিসমূহ প্রত্যাখ্যান করে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটি এই মত দেয় যে, 'নেকাবের ওপর ফ্রান্সের নিষেধাজ্ঞা ধর্মীয় কারণে নেকাব পরিহিত নারীদের অধিকার দলন করে।'

এ ছাড়া, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি স্পষ্ট করে বলেছে, ধর্মীয় প্রার্থনা বা ইবাদতের ধারণার মধ্যে ধর্মীয় চিহ্নের প্রদর্শন এবং সেসব চর্চার মধ্যে স্বতন্ত্র পোশাক ও হেডকভারিংও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী জাতীয় বিদ্যাপীঠে নেকাব পরার স্বাধীনতা খর্ব করার প্রবণতা খুবই উদ্বেগজনক। পর্দা কোনোভাবেই মানুষের চাপিয়ে দেয়া বিধান বা সংস্কৃতি নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামের ফরজ বিধান। তাই এটি ধর্মীয় স্বাধীনতা বা ধর্মীয় অধিকার চর্চার ডিসকোর্সের মধ্যে পড়ে। কেউ যদি ধর্মীয় বিধান মেনে পর্দা করতে চায়, তার সে সুযোগ পাওয়াটা তার ধর্মীয় স্বাধীনতারই অংশ। আপিল বিভাগ শিক্ষকদের 'পিতার সমতুল্য' বললেও এমন কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা নিজ ছাত্রীদের যৌন নিপীড়ন করে বিকৃতমনস্কতার পরিচয় দেন। শিক্ষক কর্তৃক যৌন নিপীড়নের অসংখ্য অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে এসেছে। সে কারণে গায়রে মাহরাম হিসেবে শিক্ষকদের সামনেও পর্দা করার গুরুত্ব রয়েছে। আর হিজাব-নেকাব পরার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য নারী শিক্ষার্থী তাদের কোনো না কোনো শিক্ষকের কটূক্তি ও অপমানজনক কথাবার্তার শিকার হয়েছেন। এই লেখকের স্ত্রীও ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষার পর ভাইভাতে কলা অনুষদের তৎকালীন ডিন (বর্তমানে ভিসি) অধ্যাপক আখতারুজ্জামান সাহেবের কটাক্ষের শিকার হন, শুধু বোরকা পরার কারণে। পরিচয় শনাক্তকরণই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বোরকা ও পর্দা নিয়ে বারবার তির্যক মন্তব্য কেন!

বাস্তবতা হচ্ছে, শুধু পর্দা বা হিজাবই নয়, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় আচার ও সংস্কৃতিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর সেক্যুলারের গাত্রদাহের কারণ। অথচ এ অঞ্চলের গরিব চাষাভুষা মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির লক্ষ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকরা সাম্প্রদায়িক এলিট হিন্দুদের নানা ষড়যন্ত্র ও বাধা ডিঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনে সক্ষম হন। অথচ আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন; বাঙালি জাতিবাদী সেক্যুলারিজমের আড়ালে ইসলাম খেদানোর প্রবণতা দেখা যায়। তবে বাংলায় রেনেসাঁ ও সেক্যুলারিজমের নামে 'ইসলাম খেদাও' নীতি আজকে নতুন নয়, এর শিকড় প্রোথিত উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষিত বাংলার হিন্দু রেনেসাঁসের গর্ভে!

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সেপ্টেম্বর ২০২৩ ভিসা বুলেটিনঃ
পরিবার ভিত্তিক অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী/ সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তানেরাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৮।

বি. (এফ-২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সী) অবিবাহিত পুত্র -কন্যাঃ সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ জানুয়ারী ০৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

নিউইয়র্ক থেকে আমিনুল হকের প্রশ্নঃ

আমি আজ আমার এক বন্ধুর হয়ে এ চিঠিটি লিখছি। যেমন কোন ইউএস'র কোম্পানীর নিয়োগের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পওয়া সম্পর্কে। এই ভাবে গ্রিনকার্ড পেতে হলে নিয়োগ কর্মকর্তাকে স্পন্সর করতে হয় এবং তার রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি হতে হবে?

এ ব্যাপারে আপনর পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকব।

আমিনুল হকের প্রশ্নের উত্তরঃ
কর্মকর্তার স্পন্সরকৃত গ্রিনকার্ড

ইউএসএ'তে বিদেশি নাগরিকদের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট (গ্রিনকার্ডধারী) হওয়ার অনেক পথ রয়েছে। কিছু বিকল্প আছে, যেখানে ব্যবসার জন্য অর্থ বিনিযোগ করে পার্মানেন্ট হওয়া যায়। আবার কিছু পন্থা আছে অব্যবহিত আত্মীয়দের মাধ্যমে। আরও কিছু উপায় আছে যার মাধ্যমে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া যায়। যেমন কোন ইউএসএ'র কোম্পানির নিয়োগের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়া যায়। কর্মের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে হলে কোম্পানীকে বিভিন্ন ধরনের ফরম পূরণ করতে হয় আপনার পক্ষে ইউএসসিসআইএস বরাবরে। এর আগে আমরা এমপ্লয়ার ভিত্তিতে (ইবি) গ্রিনকার্ড এর বিষয়ে লিখেছি। এই নিবন্ধে নিয়োগকর্তার স্পন্সরকৃত গ্রিনকার্ড লাভের বিষয়ে আপনাদের জানতে চাওয়ার ভিত্তিতে আলোচনা করব।

নিয়োগকর্তার শর্তঃ



ইউনাইটেড ষ্টেটের নিয়োগকর্তা। চাকরি লাভের প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী শর্ত হচ্ছে- আপনার নিয়োগকর্তার ব্যবসায়িক স্থাপনা ইউএসএ'তে হতে হবে এবং চাকরি অবশ্যই ইউএসএতে হতে হবে।

স্থায়ীপদে চাকরি হতে হবে। আর সার্বক্ষণিক সময় বলতে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ৩৫ ঘন্টার কাজ হতে হবে এবং এই সময়কাল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে হবে। স্থায়ীভাবে কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না। আইনসম্মত কর্মসম্ভাবনা হতে হবে- যে কাজের জন্য প্রস্তাব দেয়া হবে তাকে বৈধতারকর্ম সম্ভাবনাময় হতে হবে।

এই শর্তের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (ডিওএল) নিশ্চিত হতে চায় যে চাকরির পদটি প্রকৃত পদ হতে হবে যা নিয়োগ কর্মকর্তা নিশ্চিতভাবে মনে করতে চায় এটা চাকরির দরখাস্ত করার জন্য উপযুক্ত (উদ্দেশ্যে বিদেশিদের ইমিগ্রেশন লাভের উদ্দেশ্য নয়)।

লেবার বিভাগের সার্টিফিকেশনের আবদনে নিয়োগকর্মকর্তাকে যেসব শর্ত সংযুক্ত করতে হবেঃ

চাকরিটি ফুল টাইম চাকির হতে হবে;

কর্ম সুযোগে কোন রকম বৈষম্যের বিষয় থাকবে না;

চাকরির পদটি ইউএস'র ওয়ার্কারদের জন্য থাকতে হবে;

নিয়োগ কর্মকর্তাকে ঐ পদে বর্তমান বেতন ঠিক রাখতে হবে;

বিদেশী কর্মীদের দেয়ার মত যথেষ্ট আর্থিক সংগতি থাকতে হবে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ যে, নিয়োগ কর্মকর্তার উপযুক্ত আমেরিকান শ্রমিককে নিয়োগদানের সততা থাকতে হবেঃ

স্টেট ওয়ার্কফোর্স এজেন্সিকে (এসডব্লিউএ) ৩০ দিবস সময়ের মত জব ওপেনিং অর্ডার জানাতে হবে:

সাধারণ সাকুলেশন কোন সংবাদপত্রে ২ রোববার সময় পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

উপসংহারঃ সুতরাং রিকোয়ারমেন্ট কোম্পানিকে অবশ্যই ইউএসএ'তে থাকতে হবে এবং নতুন কর্মচারিকে বেতন দেয়ার মত যথেষ্ট আয় উপার্জনও থাকতে হবে। এছাড়াও নিয়োগ কর্মকর্তার অবশ্যই কর্মীর প্রয়োজন অর্থাৎ চাহিদা থাকতে হবে। যদি চাকরিতে কাজের প্রয়োজন না থাকতে তবে তার আয় যথেষ্ট পরিমানে থাকলেও নিয়োগ শর্ত কাউকে চাকরি দিতে পারবেন না।

নিউইয়র্ক থেকে আবুল হাই এর প্রশ্নঃ

গত সপ্তাহে এই বিভাগের এ মাসের ভিসা বুলেটিন দেখলাম, তাতে আগের মাসের মতই একই অগ্রাধিকার রয়েছে। কিন্তু আমি যখন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখতে পাই, তখন আমি পরিবার ভিত্তিক ক্যাটাগরির ২টি ভিন্ন চার্ট দেখতে পাই। আর তাতে ২টি পৃথক অগ্রাধিকার তারিখ রয়েছে। আমি অনেকটা বিভ্রান্ত যে কোনটি অনুসরণ করবো।

আব্দুল হাইএ'র প্রশ্নের উত্তরঃ

গত কয়েক বছর ধরে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক (একটি) এবং চাকরি ভিত্তিক (২টি) ক্যাগরিতে কাট অফ'র তারিখের পৃথক পৃথক স্টেসহ ২টি চার্ট প্রকাশ করে যাচ্ছে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (সাধারণত প্রথম চার্টটিকে চার্ট এ বলা হয়)। এই চার্টটিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পওয়া যায়। আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সাক্ষাতকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইল করার লক্ষে (এই চার্টটিকে সাধারণতঃ চার্ট বি বলা হয়)।

প্রকৃতপক্ষে এটাই আসাল তারিখ যখন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা কনস্যুলারের ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সুতরাং ফাইনাল এ্যাকশন চার্টে দেয়া অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তারিখ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বা গ্রিনকার্ড অনুমোদন করার।

চার্ট বি ভিসা আবেদন ফাইল করার ইঙ্গিত দেয়। ভ্রান্তি দূর করার লক্ষে আমরা সাধারণত কেবল চার্ট 'এ' অর্থাৎ ফাইলের এ্যাকশন ডেট ফর ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার কেসগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

তিস্তাপারের করুণ বৃত্তান্ত, সরকার কবে মুখ তুলে তাকাবে

॥ তুহিন ওয়াদুদ ॥



বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক এবং নদী বিষয়ক সংগঠক ও গবেষক সম্প্রতি তিস্তার ভাঙন দেখতে কুড়িগ্রামের কয়েকটি এলাকায় গিয়েছিলাম। অনেকেই সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে ঘরের অবশিষ্টাংশে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও বাস করছেন।

রাজারহাট উপজেলার খেতাব খাঁ মৌজার বড় দরগায় হারুন অর রশিদের পরিবারের একর দুয়েক জমি দুই বছরে নদীতে বিলীন হয়েছে। কয়েক দিন আগে বৃষ্টিমুখর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন, একটি ঘর ছাড়া সবই নদীর পেটে চলে গেছে। ঘুমিয়ে থাকলে স্ত্রীসন্তানসহ তাঁর সলিলসমাধি হয়ে যেত। পরিবার নিয়ে তীর ঘেঁষে ঘরের অবশিষ্টাংশে থাকেন এখন। আগেও একবার তাঁদের বাড়ি খেয়েছে নদী। তখন বাবাভাইয়েরা বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছেন। তিস্তা ঘেঁষে একমাত্র ঘরটিতে থাকতে ভয় হয় কি না–এমন প্রশ্নের উত্তরে হারুনের স্ত্রী জাহানারা বেগম বলেন, 'ভয় কল্লে আর কী করমো। উপায় তো নাই। টাকা নাই বাড়ি করার।'

বাড়ি ভেঙে গেলে এনজিওর কিস্তি দিতে হয় কি না–এমন প্রশ্নের উত্তরে সবাই একবাক্যে বললেন, কিস্তি দিতেই হবে। একজন বলেন, 'বাপ মরি গেইলেও কিস্তি দেওয়া নাগবে।' যাঁদের বাড়ি ভেঙে যায়, তাঁদের সরকার বাড়িঘর-জমির ব্যবস্থা করে দেয় কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁরা সমস্বরে বলেন, 'কোনো দিন নদীভাঙা মানুষের বাড়ি সরকার করে দেয় না।'

‡তাজাম্মেল হকের বড় সুপারিবাগান ছিল। লাখ লাখ টাকার সুপারি বিক্রি হতো এক বছরেই। সেই বাগান এখন নদীতে বিলীন। ছয়টি ঘর ছিল, এখন একটির অবশিষ্ট আছে। ছেলে পার্শ্ববর্তী একটি জমিতে নতুন ঠিকানা গড়েছেন। তোজাম্মেলের ঘরের অবশিষ্টাংশের পাশে ইউসুফের বাড়ি। তাঁর চারটি ঘরের মধ্যে একটির অবশিষ্ট আছে। ইউসুফ ঘর ছেড়ে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ঢাকা চলে গেছেন।

বাড়ি ভাঙলে উদ্বাস্তু মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ আছেন, যাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। অধিকাংশই চরম বিপদে পড়েন। কেউ অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হন। কেউ জমি কিনে ঘর তোলেন। কেউবা জমি ভাড়া নেন। জানলাম, বাড়ি ভেঙে একজন বাস্তুহারা ৯ শতক জমি ৭৫ হাজার টাকায় ৫ বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছেন। সুদ কারবারির কাছে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ভাড়ার টাকা পরিশোধ করেছেন। বছরে সুদ বাবদ তাঁকে ১০ মণ ধান দিতে হবে। ধান দিতে না পারলে ওই ১০ মণ ধানের মূল্য নির্ধারণ করে সেটি পরের মৌসুমের জন্য সুদযোগ্য বলে গণ্য হবে।

বাড়ি ভেঙে গেলে এনজিওর কিস্তি দিতে হয় কি না–এমন প্রশ্নের উত্তরে সবাই একবাক্যে বললেন, কিস্তি দিতেই হবে। একজন বলেন, 'বাপ মরি গেইলেও কিস্তি দেওয়া নাগবে।' যাঁদের বাড়ি ভেঙে যায়, তাঁদের সরকার বাড়িঘর-জমির ব্যবস্থা করে দেয় কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁরা সমস্বরে বলেন, 'কোনো দিন নদীভাঙা মানুষের বাড়ি সরকার করে দেয় না।' তিস্তা রেলসেতুর কয়েক শ গজ ভাটিতে বছর দশেক আগে সড়কসেতু হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, অপরিকল্পিত মাপের এই সেতুর কারণে নদীর উত্তর দিকে ভাঙন বেড়েছে।

বর্ষা মৌসুম মানেই তিস্তায় বন্যা আর ভাঙন। সরকার কখনোই ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রতিবছর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্রে জানা যায়, ভাঙনপ্রবণ ৩২ কিলোমিটার এলাকায় জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন রোধ করতে মাত্র ৬০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। সিসি ব্লক ফেলে সেই খরচ হবে এক হাজার কোটি টাকা। এই টাকা তিস্তা সুরক্ষায় কখনোই বরাদ্দ দেওয়া হয় না।

২০১৬ সালে এক চীনা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় দেখা যায়, সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা হলে তিস্তা সুরক্ষায় স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এর পর থেকে শুনে আসছি, সরকার এই টাকা ব্যয় করে সমীক্ষা ধরে প্রকল্প গ্রহণ করবে। সমীক্ষার পর ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিস্তার দুপাড়ে অন্তত সাত লাখ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অথচ মাত্র সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এখন নিশ্চয়ই সেই খরচ আরও বেড়ে গেছে।

দেশের যখন আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল, তখনই এই টাকার সংস্থান সম্ভব হয়নি। এখন এই টাকা একটিও আবার রংপুর বিভাগে নেই। অনেকেই মনে করেন, রংপুরের জন্য সরকার এত বড় প্রকল্প গ্রহণ করবে না। এ প্রকল্পকে ঘিরে আছে ভূরাজনৈতিক সংকট। ফলে তিস্তাকেন্দ্রিক এত বড় প্রকল্প শিগগিরই আলোর মুখ দেখবে–এ ভরসা করা কঠিন।

সরকার ঘোষণা দিয়েছে, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে রংপুরবাসীর মনে সংশয় তৈরি হয়, এ ঘোষণা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি? সেটি যদি হয়ও, প্রতিবছর লাখো কোটি টাকার ক্ষতি, তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি? মাত্র এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করলেই তিস্তা নদীর ভাঙন অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব। বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'মহ-াপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের আগে তিস্তার ভাঙন-বন্যা রোধেও ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

সরকারি উদাসীনতায় তিস্তাপারের মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর কষ্টের রেখা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ভাঙন-বন্যা কেবল তিস্তায় নয়, রংপুর অঞ্চলের বড় সব কটি নদীতে একই অবস্থা। ভাঙন ও বন্যা রোধ শতভাগ সম্ভব না হলেও সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

লেখক:বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং নদী রক্ষাবিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপলের পরিচালক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডিজিটাল যুগে সাক্ষরতাকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে

॥ মাছুম বিল্লাহ ॥

৮ সেপ্টেম্বর ছিলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত এ বছর সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'পরিবর্তন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার'। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৭৬ দশমিক ০৮ শতাংশ।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এ হার ছিল ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আর এক যুগ আগে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৫১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের যে সংবিধান প্রণীত হয় তার ১৭নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

সাক্ষরতার বিস্তারে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদ্যাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় ঠাকুরগাঁওয়ে। ওইদিন ঠাকুরগাঁওয়ের কচুবাড়ি-কৃষ্টপুর গ্রামকে বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষদের সাক্ষরতাদানের উদ্দেশ্যেই প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ৮ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলনে। ১৯৬৬ সালে দিবসটি ইউনেস্কো প্রথম উদ্যাপন করে আর আমরা সেটি পালন করা শুরু করি ১৯৭২ সালে। ১৯৯১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ।

এ সময় দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বা ইনফেপ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এরপর ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পটি ২০১৪ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতা লাভ করানো এর উদ্দেশ্য।

তবে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সেকেন্ড চান্স হিসাবে ১০ লাখ শিশুকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেখানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৭ সালে পাইলটিং হিসাবে ছয় উপজেলার এক লাখ শিশুকে এর আওতায় আনা হয়েছে। পরবর্তীকালে ২৫০ উপজেলা ও ১৫টি শহরের পর্যায়ক্রমে আরও ৯ লাখ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। এগুলো সবই শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের প্রচেষ্টারই অংশ। বিশ্বের ১৮৫টি দেশের ১৫৪ কোটি ২৪ লাখ ১২ হাজার শিক্ষার্থী করোনা মহামারির কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি ১৮ মাস, যার প্রভাব তাদের জীবনে এখনো প্রতীয়মান। এ তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দেশে ভার্চুয়াল ক্লাস অর্থাৎ বিকল্প উপায়ে পাঠদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, যদিও এটি কোনোভাবেই সরাসরি পাঠদানের বিকল্প নয়। ব্র্যাক তার নিজস্ব উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এভাবে কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করছে।

জেনেভাভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে, চীনের প্রায় ১২ কোটি শিক্ষার্থী সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচার থেকে বাড়িতে বসেই তাদের শেখার উপাদানগুলো পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের একটি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষামূলক উদ্ভাবক মিনার্ভা প্রজেক্টের কর্মকর্তা গ্লোরিয়া ট্যাম বলেছেন, 'করোনাভাইরাসের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তগুলো লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে অস্থায়ী হোম স্কুলিংয়ের পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে। বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও ইরানের মতো প্রবল আকারে ভাইরাস প্রভাবিত দেশগুলোকে। এ পরিবর্তন অবশ্যই কিছুটা অসুবিধার কারণ হয়েছে, তবে শিক্ষার নতুন এ উদ্ভাবনকে আমরা উৎসাহিত করছি।'

বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের ডিজিটাল অ্যাকসেস ছিল, যা ডিজিটাল শিখন প্রক্রিয়ার বড় বাধা; কারণ, ৪০ শতাংশকে আমরা ছুঁতে পারিনি, অর্থাৎ ডিজিটাল শিখনের আওতায় আনা যায়নি। বর্তমানে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে ডিজিটাল অ্যাকসেসের ক্ষেত্রে। আর করোনার ভয়াবহতা তো বিদায় নিয়েছেই। কিন্তু সে অনুযায়ী কি আমরা সাক্ষরতাসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে এগোতে পেরেছি?



বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সাক্ষরতার ভূমিকা ব্যাপক, এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার। ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণযোগ্য। শিক্ষার সুযোগের বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে সাক্ষরতার ওপর। সাক্ষরতা হচ্ছে মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি। ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা দিলেও প্রতি দশকেই এ সংজ্ঞা পালটাতে হয়েছে। এটিই স্বাভাবিক। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে যে, ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোট বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোট বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে।

কিন্তু এ সংজ্ঞাটিও এখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এর প্রমাণ আমরা কোভিড পরিস্থিতিতে পেয়ে গেছি। একজন ব্যক্তি ভালোভাবে বাংলা পড়তে পারলেন, সাধারণ যোগ-বিয়োগ করতে পারলেন; কিন্তু বর্তমান যুগের ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর সঙ্গে পরিচিত নন, ব্যবহার করতে জানেন না-তাকে আমরা এ পরিস্থিতিতে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলব কি না, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

একজন মানুষকে সাক্ষর বলা মানে তাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা যে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তিনি তাল মেলাতে পারছেন। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তিনি পারছেন না, কাজেই সাক্ষরতার সংজ্ঞা পালটে যাবে। আমাদের জীবন পালটে গেছে; শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিও অনেকটাই পালটে গেছে। আরও একটি বিষয় এখানে চলে আসে।

সেটি হচ্ছে, বৈশ্বিক এ প্রেক্ষাপটে শুধু নিজের দেশের ভাষায় যদি একজন লোক সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাতে কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজের নাগরিক হিসাবে প্রকৃত অর্থে তিনি সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নন; কারণ, যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত-তা স্বাস্থ্য সম্পর্কিতই হোক আর নিরাপত্তা সম্পর্কিতই হোক-তাকে কিন্তু তা জানতে হচ্ছে আর এটি জানার জন্য একটি গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজের সঙ্গে পরিচিত তাকে হতে হচ্ছে। যেমন এখন ফেসবুক, ইউটিউব, মেসেঞ্জার প্রভৃতি সামাজিক মাধ্যমে যা কিছু শেয়ার করা হয়, তা কিন্তু মূলত ইংরেজিতেই করতে হয়। শুধু বাংলায় করলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কিংবা রিজিয়ন কিংবা দেশের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই সাক্ষরতার সংজ্ঞা এখন ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে বাধ্য।

গোটা পৃথিবীতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশের বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংযুক্ত। তরুণদের মধ্যে এ হার আরও বেশি, প্রায় ৯০ শতাংশ। বাংলাদেশে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তাদের ৮০ শতাংশের রয়েছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। ১৩ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশির অন্তত একটি সামাজিক যোগাযোগ প্রোফাইল রয়েছে। তারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করে।

ছাত্র-শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিশু-কিশোর, গৃহিণী, পেশাজীবী-তাদের বেশির ভাগেরই এখন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইউটিউব ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা ১৫০ কোটির বেশি, হোয়াটসঅ্যাপ ১২০ কোটির বেশি, আমরা ফেসবুক ব্যবহার করছি কেন? এর উত্তর খুব সহজ। অলস দেহে সোফায় বসে কিংবা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে, ফ্যানের বাতাসে কিংবা এসির মধ্যে অথবা শীতের রাতে কাঁথা-কম্বলের মধ্যে লুকিয়ে ফেসবুকে চাপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার কোন বন্ধু কী করছেন, সেখানকার আবহাওয়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আমেরিকায় রাস্তায় কী হচ্ছে ইত্যাদি থেকে শুরু করে দেশের কোন জেলায় কী হচ্ছে, রাজধানীর কোন এলাকায় কী হচ্ছে, কোন সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে, কীভাবে ধরা পড়েছে, কোন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের কী কী সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ এসেছে। সবই এখন হাতের মুঠোয় ফেসবুকের কল্যাণে। এ বিষয়গুলোকে সাক্ষরতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ধরে নিলে সাক্ষরতার হার কত হবে, সে হিসাব নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও সেভাবে নেই।

সাক্ষরতা হচ্ছে সেই সোনালি অস্ত্র, যার মাধ্যমে একজন মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সামর্থ্য অর্জিত হয়। নাম লিখতে পারার, নিজের সম্পর্কে লিখতে পারার মধ্যে সাক্ষরতা আর আটকে নেই। ডিজিটাল সভ্যতার এ যুগে সাক্ষরতাকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, তা না হলে বৈশ্বিক অগ্রগতি সমতালে তো নয়ই, বরং বহু ব্যবধান নিয়ে এগোবে। ডিজিটালি পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। গ্লোবাল বিশ্বে সাক্ষরতার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাক্ষরতা একজন মানুষকে ক্ষমতায়িত করে, জীবনমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং এটি টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস মানবকেন্দ্রিক পুনরুদ্ধারের শক্ত ভিত গড়তে অবদান রাখে। সাক্ষরতা ও ডিজিটাল দক্ষতা এখন প্রয়োজন নিরক্ষর যুবক ও তরুণদেরও। প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সাক্ষরতা কাউকে বাদ দিয়ে নয়। বৈশ্বিক খাদ্যব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শিশুদের প্রভাবিত করছে। ইতালির রোমে এ বছরের ২৪ থেকে ২৬ জুলাই হয়ে যাওয়া ফুড সিস্টেম সামিটে যে চিত্র উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। সামিটে বিশ্বব্যাপী শিশুরা যে অপুষ্টিতে ভুগছে, তা দূর করার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্কুল মিল কর্মসূচি চালু করা হয় এবং মূলত এর সফলতার দিক বিবেচনায় নিয়ে দেশে বিস্তৃতভাবে এটি চালু করার জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

পূর্ববর্তী সামিটে স্কুল মিল চালু করা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি স্কুল মিল কোয়ালিশন গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্কুল মিলস কোয়লিশনের ৮৫তম সদস্যরাষ্ট্র। বর্তমানে তিনশ কোটি মানুষ নিম্নমানের খাবার গ্রহণ করছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় অর্ধেকেরও বেশি কিশোরীর প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। সামিটের তথ্য অনুযায়ী, আমরা আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর শিক্ষা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

নিম্ন-আয়ের দেশগুলোয় ১০ বছর বয়সিদের প্রায় ৭০ শতাংশ একটি সাধারণ বাক্য পড়তে বা লিখতে পারে না এবং এসব দেশের প্রায় ৭ কোটি ৩০ লাখ স্কুলছাত্রী ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্কুলে যায়। আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে এ দুটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শুধু আলোচনা, আর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে দিবসটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কোনোটিই বাস্তবায়িত হবে না।

লেখক: সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক

'শতভাগ সাক্ষরতা' এখনো গেল না আঁধার

॥ মাহফুজুর রহমান মানিক ॥

আধুনিক এই সময়ে বিশ্বের সামর্থ্যবান প্রায় সব দেশ শতভাগ সাক্ষরতার দিকে যাচ্ছে। এমনকি পূর্ব আফ্রিকার দেশ যে উগান্ডাকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রল হয়, সেই দেশটিও সাক্ষরতায় আমাদের চেয়ে এগিয়ে। তবে এতদিনে আমাদেরও শতভাগ সাক্ষরতা অর্জিত হওয়ার কথা!

বাংলা গানের কথা আমরা জানি- 'হায়রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ'। নিরক্ষর মানুষেরও একই দশা। যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই; সত্যিকার অর্থে চোখ থাকার পরও তারা অন্ধ। আমরা ভাষার গৌরব করি। একজন লেখক খেটেখুটে সর্বোচ্চটা দিয়ে একটা লেখা লিখলেন। এটা কারও জন্য মহাসম্পদ হলেও অক্ষরজ্ঞানহীনের কাছে নিছক আঁকিবুঁকি ছাড়া কিছু নয়! তাঁর কপাল মন্দ; তিনি অক্ষরজ্ঞান পাননি। আমাদের পোড়া কপাল, আমরা তাদের আলোকিত করার গুরুত্ব সেভাবে অনুভব করছি না।

হতবাক হওয়ার কিছু নেই, এই নিরক্ষর মানুষ একজন-দু'জন নয়; দেশের প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ মানুষেরই সাক্ষরতা নেই। অর্থাৎ আলোহীন প্রায় ৪ কোটি মানুষের অভিশাপ আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার কাজটি কঠিন কিছু নয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমরা দুই বছর আগেই উদযাপন করেছি; কিন্তু এই সহজ কাজটি আমরা করতে পারিনি সেভাবে অগ্রাধিকার দিইনি বলে। এক যুগ আগে ফিরি। ২০১০ থেকে ২০১২ সালে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হতো, ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করা হবে। এমনকি সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারি প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েবসাইট খুললেই তখন নজরে পড়ত-'উই আর কমিটেড টু এনশিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিটারেসি বাই ২০১৪'; অর্থাৎ ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর পেছনের কারণটি অবশ্য স্পষ্টই ছিল। আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ঘোষণা দেয়। সরকার গঠনের পর এর আলোকে তারা দুটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। তিন হাজার কোটি টাকার ওই দুটি প্রকল্প শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে পাস হয়নি বলে জানা যায়। ফলে ওই সময়ের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জিত হয়নি। এমনকি তার ৯ বছর পরও আমরা দেখছি, এখনও এত মানুষ নিরক্ষর। এতে প্রশ্ন জাগছে, বর্তমানে শতভাগ সাক্ষরতার বিষয় সরকারের কতটা অগ্রাধিকার রয়েছে?

আমরা দেখছি, সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়নাধীন আরও অনেক মেগা প্রকল্প। কিন্তু দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এক যুগ আগে নেওয়া সরকারের মাত্র তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প কেন বাস্তবায়ন হলো না? তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, তখন এ নিয়ে যতটা তোড়জোড় ছিল, এর পর কেন সব থেমে গেল? ওই সময় সাক্ষরতার বিষয়টা যতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, সেই অগ্রাধিকার বজায় থাকলে এতদিনে আমরা হয়তো শতভাগের কাছাকাছি পৌঁছে যেতাম।

গত কয়েক বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, বছরে প্রায় ১ শতাংশ করে সাক্ষরতার হার বাড়ছে। এই হারে বাড়লে শতভাগ সাক্ষরতা হতে আরও ২৫-৩০ বছর লেগে যাবে। তাহলে আমাদের এসডিজির কী হবে? ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হবে। এই গতি দিয়ে সেই লক্ষ্যের কাছে পৌঁছানো কীভাবে সম্ভব?

এরই মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করা ২০২২ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয়শুমারিতে আমরা দেখছি, দুই বছরে ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও সেগুলো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তার পরও বিষয়টি শতভাগ সাক্ষরতার পথে একটা ধাক্কা। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সবাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছে কিনা, সেই তথ্য যদিও নেই। তারা যাতে ঝরে না পড়ে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। মনে রাখতে হবে, এখনও প্রায় ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া বন্ধ করা এবং ঝরে পড়া কিংবা বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে নিরক্ষরতার হারও বেড়ে যাবে। এবারের সাক্ষরতা দিবসের শ্লোগান 'পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার'।

বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজে শান্তি আনার ক্ষেত্রেও যখন কাউকে বার্তা দেবেন, তখন পড়ার উপকরণ দিতে হয়। অথচ অক্ষরজ্ঞানহীনরা পড়তে পারে না। সে জন্যই সাক্ষরতার প্রসার এবং শতভাগ সাক্ষরতা জরুরি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এ বছরের সাক্ষরতার হার ৭৬ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। তবে জুলাইয়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, প্রায়োগিক সাক্ষরতার হার প্রায় ৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সাক্ষরতার হিসাব করলে হারটি আরও কমে যাচ্ছে। যারা পড়তে পারেন, লিখতে পারেন, বুঝতে পারেন ও গণনা করতে পারেন তাদেরই প্রায়োগিক সাক্ষরতা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অর্জন কম নয়। এমনকি এ সময়ে সাক্ষরতার হারও অনেক বেড়েছে। কিন্তু সাক্ষরতা শতভাগ হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে এর গুরুত্ব যেভাবে অনুধাবন করেছিল, এখন কেন সেভাবে করছে না?

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কিছু তৎপরতা আমরা দেখছি। এর সঙ্গে ধীরে চলো গতিতে চলছে দুটি প্রকল্প। এভাবে দিবস ও প্রকল্পনির্ভর সাক্ষরতার মাধ্যমে শতভাগ সাক্ষরতা কত দিনে অর্জিত হবে-সেটাই প্রশ্ন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমে দেশের সাক্ষর মানুষ এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানোর পরামর্শ অনেকেই দিয়েছেন। সরকার পরিকল্পিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, দৈনিক সমকাল

বিজ্ঞপ্তি বিশেষ নির্বাচন

২৭ নম্বর অ্যাসেম্বলী ডিসট্রিক্ট - কুইন্স কাউন্টি

মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

ভোট-কেন্দ্রগুলো সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে
এই নির্বাচনে কেবলই যোগ্য নিবন্ধিত ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন

আপনি ভোট দিতে পারবেন কি না জানতে, আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে অথবা একটি নমুনা ব্যালটের জন্য, দেখুন:

vote.nyc

অথবা টোল- ফ্রি: **(866) 868-3692** • টিটিওয়াই: **(212) 487-5496**

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে, দেখুন: **nyc.electiondayworker.com**

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office, 32 Broadway, 7TH Floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Simon Shamoun - প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Frederic M. Umane

বিজ্ঞপ্তি আগামীকাল বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

২৭ নম্বর অ্যাসেম্বলী ডিসট্রিক্ট - কুইন্স কাউন্টি

মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

ভোট-কেন্দ্রগুলো সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে
এই নির্বাচনে কেবলই যোগ্য নিবন্ধিত ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন

আপনি ভোট দিতে পারবেন কি না জানতে, আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে অথবা একটি নমুনা ব্যালটের জন্য, দেখুন:

vote.nyc

অথবা টোল- ফ্রি: **(866) 868-3692** • টিটিওয়াই: **(212) 487-5496**

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে, দেখুন: **nyc.electiondayworker.com**

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office, 32 Broadway, 7TH Floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Simon Shamoun - প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Frederic M. Umane

সুষ্ঠু নির্বাচন অবশ্যই করা সম্ভব

॥ মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী ॥

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসছে। এই নির্বাচন আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু এটি এখন আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সেই সুযোগটি কে করে দিয়েছেন কিংবা সেটি শুধু এই সময়ের সমস্যা এমন প্রশ্ন তুলে বিতর্ক করা যাবে, একে অন্যের ঘাড়ে চাপালে কেউ একচুলও ছাড় দেবে না। কিন্তু সমস্যাটি আমাদের অভ্যন্তরীণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর দায়ও আমাদেরই। রাজনীতিবিদরা সমস্যার সমাধান করার কত পথ উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু কোনোটিই সুফল দেয়নি। এর কারণ হচ্ছে দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ব্যাপক ঘাটতি ও দুর্বলতা রয়েছে। এটি অনেকেই স্বীকার করতে চান না।

গণতন্ত্রে আমরা ৫২ বছরেও খুব বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। না পারার যথেষ্ট বাস্তব কারণ রয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর বেশির ভাগই গণতান্ত্রিক আদর্শের চর্চা খুব একটা করে না। যদিও মুখে মুখে সবাই গণতন্ত্রের কথাই বলেন। কিন্তু গণতন্ত্র রাজনীতির একটি পাঠশালা। সেখানে গণতন্ত্রকেই প্রতিনিয়ত জানতে হয়, বুঝতে হয়, শিখতে হয়, চর্চা করতে হয় এবং প্রয়োগ করা ব্যতীত এর ধরনটি নিজ দেশে কতটা সফল হচ্ছে সেটি বোঝা যাবে না। সে কারণে বলা হয়ে থাকে, গণতন্ত্র প্রতিটি দেশ ও জাতির জন্য কোনোভাবেই এক ধরনের শাসন নয়।

নিজস্ব সমাজ ও বাস্তবতার আলোকে এর বীজ বপন করতে হয়, চারা পরিচর্যা করতে হয় এবং নানা সমস্যাকে অতিক্রম করেই এর সুফল রাষ্ট্রীয় জীবনে ভোগ করতে হয়। এ জন্যই এটি একটি উদ্ভাবনী সংস্কৃতিও বটে। ব্রিটেন যা করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই তা করেনি, ইউরোপের অন্য দেশগুলোও অন্য দেশের মতো হুবহুভাবে গণতন্ত্র দাঁড় করায়নি। এই অভিজ্ঞতা প্রতিটি দেশের নিজস্বতা। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্ব তাদের নিজ নিজ জাতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় এনেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো দাঁড় করিয়েছে। সেখানকার শাসনতন্ত্র, সংসদ, ভোট, আইন, বিচার এবং নির্বাহী ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূল চেতনার সঙ্গে সংগতি রেখেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। সুতরাং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মোটেও গলাবাজির রাজনীতির মধ্যে দেখলে হবে না। বরং এর জন্য চাই গণতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখার মতো শিক্ষা, দেশ ও জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মতো মানসিকতা। সেখান থেকেই বেড়ে ওঠা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে। এককভাবে কেউ পরিপূর্ণ গণতন্ত্র রাতারাতি তৈরি করে দেয় না। এটি রিলে রেসের মতো ধারাবাহিক বিকাশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বটে।

সুষ্ঠু নির্বাচন অবশ্যই করা সম্ভবআমাদের দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক এবং আদর্শ ও চেতনাগত অনেক সমস্যার অন্যতম একটি হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচনব্যবস্থা কার্যকর করা। এর জন্য আমরা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর অনুসৃত ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে অনির্বাচিত কিছু ব্যক্তিকে এনে একটি নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেটি শেষ পর্যন্ত নতুন জটিলতার ফাঁদে দেশকে ফেলে দিয়েছিল। এর পেছনেও ছিল রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক এবং দেশি-বিদেশি নানা অপশক্তির ভূমিকা। গণতন্ত্রের অনুসৃত ধারায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার পর প্রথম নির্বাচনটি ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। দ্বিতীয় নির্বাচনটি অব্যবস্থাপনায় বিতর্কিত হয়। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য, আস্থাহীনতা, আদর্শগত দূরত্ব, ইগো ও মতাদর্শিক বিরোধ প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এর ফলেই দেশের নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে বিদেশিদের সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশিদের ওপর এক পক্ষের আস্থা, অন্য পক্ষের



বিরোধিতা আখেরে কারো জন্যই সুখের কিছু বয়ে আনবে না। যতই এ নিয়ে বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং আন্দোলনের অবস্থা তৈরি করা হোক কিংবা করতে দেওয়া হোক না কেন, তা মোটেও জনগণের কাছে যেমন কাম্য নয়, দেশের জন্যও কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

দেশে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা সব সময় ছিল, এখনো একচুলও কমেনি। এই বাস্তবতা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো ব্যত্যয় মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ নিয়ে নদীর জল অনেক ঘোলা করা হয়েছে, সেই দায় কার কতটা সেটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, বিসংবাদ করে কারো কোনো ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। বরং সব পক্ষই এখন সমানে সমানে অবস্থান করছে। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করা কারো জন্যই সুখকর হবে না। অতীতে নির্বাচন নিয়ে যে অনাস্থা, অবিশ্বাস সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা কারো অজানা নয়। পুরনো ব্যবস্থায় যেমন ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি গোঁ ধরে থাকাটাও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সহায়ক নয়। বুঝতে হবে ১১ ঘর থেকে ১১ জনকে এনে দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক জটিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা অতীতেও সুখের হয়নি, ভবিষ্যতেও হওয়ার নয়। তাতে দেশ সংকটের একই বৃত্তে ঘুরপাক খাবে। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলো এ নিয়ে শক্তির অপচয় কম করেনি। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। অথচ গণতন্ত্রের অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে মেধা, দেশপ্রেম এবং প্রয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবনীতে সবার চিন্তাশক্তির প্রয়োগ ঘটানো। সে কাজটি আমরা অতীতে সুচিন্তিতভাবে খুব বেশি করতে পারিনি বলে নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাই বড় হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত, ব্যর্থতার পথে হেঁটে কোনো লাভ নেই। বরং গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা মাথায় রেখে দেশের সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থায় কিভাবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সব পক্ষের বাস্তব পরামর্শ বিবেচনায় নেওয়া যায়, সেটি নিয়েই ভাবা উচিত। এ নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও আমাদের অতীতে কম হয়নি। আবার আন্দোলন-সংগ্রাম ছেড়ে দিতে হবে এমনটিও নয়। বিষয়টি হলো কখন কোন আন্দোলনটি করা গেলে সফল করা যাবে সেটি বোঝার মতো অবস্থা আন্দোলনকারী দল ও নেতৃত্বের থাকতে হবে।

১৯৯০ সালের অভিজ্ঞতা ছিল এক রকম। তখন সব পক্ষই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য কয়েকজনকে এনে সেটির তাৎক্ষণিক সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। তৎকালীন সরকার যে নির্বাচনটি করিয়ে নিয়েছিল সেটিকে বিরোধী দল প্রতিহত করতে যায়নি, জ্বালাও-পোড়াও কোনো কর্মসূচিও দেয়নি। তার পরও সরকার জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই একটি সংসদ নির্বাচন করার পর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকেই আন্দোলন একটা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। সেখান থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি আইন পাস করিয়ে সংসদের বিলুপ্তি ঘটানো হয় ও সরকারও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নির্বাচন-পূর্ববর্তী এবং নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়টি আন্দোলনের একটি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। সে কারণেই এই মুহূর্তে যেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক ধরনের বাস্তবতা বিরাজ করছে, সেটিকে উপেক্ষা করা কোনো পক্ষেরই ঠিক হবে না। এর জন্য প্রয়োজন আগামী নির্বাচন থেকে দেশে নির্বাচনব্যবস্থাটি যেন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয় তার একটি কর্মপন্থা প্রণয়ন করা। এটি মোটেও অসাধ্য কোনো ব্যাপার নয়। শুধু প্রয়োজন উভয় পক্ষকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার বাস্তবতা মেনে নেওয়া। নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনকে কিভাবে সব ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করতে পারবে সেই কর্মযজ্ঞ ঠিক করা, তাতে যদি রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকর কোনো প্রস্তাব থাকে সেগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রয়োগের জন্য বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

আমাদের নির্বাচন কমিশনের হাতে সংবিধান এবং আরপিও রয়েছে। তার বাইরেও শক্তভাবে আইন, বিধি-বিধান এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির যেসব অতিরিক্ত করণীয় গ্রহণ করা প্রয়োজন সেসবের ব্যবস্থা করতেই হবে। এখানে সব পক্ষেরই মতামত থাকতে হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভোট গণনা, ফলাফল প্রকাশ এবং এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। কোনো পক্ষই নির্বাচনের কোনো কাজে কাউকে বাধা প্রদান কিংবা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা যাতে না করে, করলে আইন ও বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু নেই। এমন দৃঢ় অবস্থানই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল ঘোষণার পর পর্যন্ত কার্যকর থাকতে হবে। কেউ যাতে নির্বাচনটি বিতর্কিত করতে না পারে সে ব্যাপারেও আইন, বিধি ও বিচারিক ব্যবস্থাকে আগে থেকেই সচল করতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় কোনো পক্ষ ঘটালে তা মোটেও গোপন থাকবে না। সরকারের দায় যদি বেশি থাকে, তাহলে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক দলগুলোর ঝুলিতে থাকবেই। সেটির যথাযথ প্রয়োগ তারা ঘটাতে পারলে জনগণ নিশ্চয়ই তাতে সায় দিতে পারে।

আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। রাজনৈতিক মহল এ বিষয়টি নিশ্চিত করলে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধানই হওয়া সম্ভব। নির্বাচন আমাদেরকেই সুষ্ঠু করতে হবে, বিদেশিরা এসে তা কোনো দিনই করে দিতে পারবে না। বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে থেকে আসলে আমরা নিজেদের নির্বাচনব্যবস্থাকেই পঙ্গু করে দিচ্ছি।

লেখক: ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলো ও সাবেক অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অতুলনীয় শাইখ সিরাজ

॥ ইমদাদুল হক মিলন ॥



শাইখ সিরাজ আমার খুবই প্রিয় বন্ধু। যখনই তার সঙ্গে দেখা হয় কিংবা তার কথা ভাবি, তখন পেছনে ফেলে আসা অনেক দিনের অনেক স্মৃতি মনে আসে। আমরা 'চাঁদের হাট' নামে একটি সংগঠন করতাম। সেই সংগঠন করতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল ফরিদুর রেজা সাগরের সঙ্গে।

ধীরে ধীরে নিবিড় বন্ধুত্ব হলো। সাগরের কল্যাণেই পরিচয় হলো শাইখ সিরাজের সঙ্গে। বোধ হয় পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর সাল হবে। সাগর আর শাইখ মিলে 'খাবার দাবার' রেস্টুরেন্টটি চালাত।

তখন বোধ হয় 'খাবার দাবার' নামটির সঙ্গে 'পিঠাঘর' নামটিও যুক্ত ছিল।

এই 'খাবার দাবার' ঘিরে আমাদের একটি আড্ডার চক্র গড়ে উঠল। 'চাঁদের হাট' করা বন্ধুরা আমরা সবাই সেখানে একত্র হই। অভিনেতা আফজাল হোসেন, সাইফুল আলম (এখন যুগান্তরের সম্পাদক), ছড়াকার আবদুর রহমান, দিদারুল আলম, আলীমুজ্জামান প্রমুখ।

চাঁদের হাটের বাইরে অভিনেতা হুমায়ুন ফরীদি, ফটো সাংবাদিক পাভেল রহমান, লেখক সিরাজুল ইসলাম ও মুহম্মদ জুবায়ের এ রকম অনেকেই সেই আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। সাগর আর শাইখ পালা করে 'খাবার দাবার' চালাত। দুজনেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে জড়িত। সাগর অনেক রকমের অনুষ্ঠান করে টেলিভিশনে। শাইখও কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

সাগর অনুষ্ঠান করতে বিটিভিতে চলে গেলে শাইখ চালায় 'খাবার দাবার', শাইখ চলে গেলে চালায় সাগর। ধীরে ধীরে 'খাবার দাবার' জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। 'খাবার দাবার'-এর খিচুড়ি খুব জনপ্রিয়। জিলাপিও খুব জনপ্রিয়। ওই রেস্টুরেন্টের ভেতরেই সাগরের ছোট্ট সুন্দর একটি রুম ছিল। সেই রুমের দেয়াল ভর্তি সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের ছবি। ১৯৬৭ সালে সাগর একটি ছবির কিশোর নায়ক হয়েছিল। সাগরের বাবা ফজলুল হক সাহেব চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। সাগরের মা রাবেয়া খাতুন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। সাগর আর শাইখ নটর ডেম কলেজে পড়াশোনা করত। সেখান থেকেই তাদের বন্ধুত্ব।

পরিচয়ের প্রথম দিক থেকেই আমি শাইখকে লক্ষ করতাম। সে অত্যন্ত কর্মঠ যুবক। বুকের ভেতর আগুন আছে। কিছু একটা করার জন্য সারাক্ষণ ছটফট করছে শাইখ। কৃষিতে ব্যাপক আগ্রহ তার। টেলিভিশনে ছোটখাটো কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান করে। এ ক্ষেত্রে বড় কিছু করার জন্য সারাক্ষণই ছটফট করছে। লেখালেখির দিকেও আগ্রহ।

১৯৭৮ সাল। সাপ্তাহিক 'রোববার' প্রকাশিত হলো। পত্রিকার দায়িত্বে রফিক আজাদ, আমি সেই পত্রিকায় জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিয়েছি। আমি তখন জ্বলছি সাহিত্যের আগুনে। উন্মাদের মতো লেখালেখি করি। 'রোববার' পত্রিকায় একটি কলাম লিখতাম, 'আশেপাশে' নামে। বছরখানেক রোববারে কাজ করার পর '৭৯ সালের অক্টোবরে তখনকার পশ্চিম জার্মানিতে চলে গেলাম। যাওয়ার আগে শাইখ আমাকে বলল, "তুইতো ঢাকা শহরের অলিগলি ঘুরে ঘুরে 'আশেপাশে' কলামটা লিখিস। এই কলামটা আমি লিখতে চাই।" অর্থাৎ আমার জায়গায় কলামটি সে লিখবে। রফিক আজাদকে বলে সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি জার্মানিতে চলে গেলাম। দুই বছর পর ফিরে এসে দেখি, লেখালেখির পাশাপাশি বিটিভিতে 'মাটি ও মানুষ' নামে শাইখ একটি কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান করছে। অনুষ্ঠানটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। একটানা ১৪-১৫ বছর শাইখ সেই অনুষ্ঠানটি করে গেল। অন্য কোনো দিকে তার মনোযোগ নেই। চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা নিয়ে। একদিকে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান করছে টেলিভিশনে, অন্যদিকে এই বিষয় নিয়েই লেখালেখি করছে। একটির পর একটি বই বেরোচ্ছে কৃষিবিষয়ক। সেই যে মধ্য সত্তরে কৃষিক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছিল শাইখ, লেখালেখি শুরু করেছিল। এই জগৎ থেকে সে আর মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। তার ধ্যান-জ্ঞান-প্রেম সব এই দুটি ক্ষেত্রে। ধীরে ধীরে শাইখ হয়ে উঠল কৃষিক্ষেত্রের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এ ক্ষেত্রের কিংবদন্তি আমার বন্ধু শাইখ সিরাজ।



'চ্যানেল আই' তৈরি হলো। এখানেও সাগর আর শাইখ। সঙ্গে তাদের ইমপ্রেস গ্রুপের অন্য বন্ধুরাও আছেন। চ্যানেল আইয়ে নতুন করে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান শুরু করল শাইখ সিরাজ। চ্যানেল আইয়ের স্লোগান 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'। শাইখ তার অনুষ্ঠানের নাম দিল 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'। এই অনুষ্ঠানের সৌরভ বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে পৌঁছে গেল। কৃষিজীবী মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিল। এই অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল শাইখ। 'কৃষকের ঈদ আনন্দ' নামে বাংলায় কৃষকদের নিয়ে একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান শুরু করল প্রত্যেক ঈদে। সেই অনুষ্ঠান গ্রামীণ খেলাধুলায় ভর্তি। একেবারে নিরেট আনন্দ আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের তারকা কৃষিজীবী মানুষ। প্রতিবছর দেশের বাজেটের সময় কৃষিবিষয়ক একটি বাজেটও তৈরি করে শাইখ সিরাজ। চ্যানেল আইয়ের বার্তা বিভাগের প্রধান সে। সাংবাদিকতার কাজও করেছে। সব মিলিয়ে শাইখকে আমার বিস্ময়কর মানুষ মনে হয়। আমার সময়কার একজন মানুষ, আমারই প্রিয় বন্ধু একা এত কাজ করছে! শাইখের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানের জন্য টিম নিয়ে আফ্রিকার কোনো দেশে চলে যাচ্ছে শাইখ। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। ২০০৪ সালে টোকিওতে শাইখের সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি সেখানে গিয়েছি জাপানপ্রবাসী বাঙালীদের আমন্ত্রণে। শাইখ গিয়েছে সে দেশের কৃষিব্যবস্থার ওপর অনুষ্ঠান করতে। আমরা একই হোটেলে ছিলাম। সেই সময় লক্ষ করলাম, শাইখ কিভাবে সময় মেনে চলে। ওর যদি ভোর ৫টায় কোনো কাজ থাকে, তাহলে তার আধাঘণ্টা আগে সে তৈরি হয়ে থাকবে। কাঁটায় কাঁটায় ৫টায়ই কাজটা সে শুরু করবে। আমার মনে হয়, এভাবে সময় মেনে চলার ফলেই জীবনে এত এত অর্জন তার।

দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কারে সম্মানিত আমার বন্ধু শাইখ সিরাজ। রাষ্ট্রীয় একুশে পদক পেয়েছে খুব অল্প বয়সে। তারপর পেয়েছে স্বাধীনতা পুরস্কার। তবে এই সব পুরস্কার ছাপিয়ে গেছে দেশের বিশাল কৃষি সমাজের মানুষ তাকে যে ভালোবাসা আর সম্মান দিয়েছে সেসব। এই ভালোবাসা ও সম্মান অতুলনীয়।

৭ সেপ্টেম্বর ছিলো শাইখ সিরাজের জন্মদিন। জন্মের এই শুভলগ্নে আমি তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আরো বহু বছর কর্মঠ থেকে সে যেন বাংলাদেশের কৃষিতে ব্যাপক অবদান রেখে যেতে পারে। তার আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয় বাংলাদেশের কৃষিজগৎ। শুভ জন্মদিন, প্রিয় বন্ধু শাইখ সিরাজ।

লেখক : প্রধান সম্পাদক, কালের কণ্ঠ, একুশে পদকপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক

নীরবে গণতন্ত্র ধ্বংস, না সুষ্ঠু নির্বাচন?

॥ কামাল আহমেদ ॥

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নানামুখী জল্পনার মধ্যে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ২ সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যাতে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যদের কী ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার একটি বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের একাধিক পত্রিকা অনলাইনে নিউইয়র্ক টাইমস-এর ওই প্রতিবেদনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

ইত্তেফাক-এর অনলাইনে শিরোনামটির বাংলা করা হয়েছে 'নীরবে ধ্বংস করা হচ্ছে একটি গণতন্ত্র'। মূল শিরোনামের একটি অংশ অনুবাদে বাদ পড়েছে, যাতে ছিল অযুতসংখ্যক (মিলিয়নস) বিচারের মুখোমুখি। বিএনপিকে উদ্ধৃত করে তারা বলেছে, দলটির ৫০ লাখ সদস্যের আনুমানিক অর্ধেকই মামলার আসামি। কেউ কেউ ডজনখানেক, আবার কেউ কেউ এমনকি কয়েক শ মামলার আসামি। তাঁদের দিন কাটে আদালতের বারান্দা অথবা কাঠগড়ায়। প্রতিবেদনে বেশ কয়েকজনের অভিজ্ঞতার বিবরণও রয়েছে।

এর ঠিক চার দিন পর ঢাকার পত্রিকা সমকাল 'পুরোনো মামলা চাঙা, যোগ হচ্ছে নতুনও' শিরোনামের প্রতিবেদনে লিখেছে, বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার এবং এগুলোর আসামির সংখ্যা ৪৯ লাখ ৪০ হাজার ৪৯২। সংখ্যাটা নিউইয়র্ক টাইমস-এর উল্লেখ করা ২৫ লাখের দ্বিগুণ। তারা লিখেছে, গত মাসেও নতুন মামলা হয়েছে ৩৩১টি, যাতে আসামি সংখ্যা ৪ হাজার। অনেক ক্ষেত্রেই তারা জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান দিয়েছে, যার সূত্র বিএনপি।

এসব সংখ্যা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল বা সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে বলে চোখে পড়েনি। দলের সমর্থকেরা বিচ্ছিন্নভাবে এসব পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও অতি উৎসাহী এবং দলীয় আনুগত্যের কারণে সুবিধাভোগী পুলিশ কর্তাদের অনেকে শত শত এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাজার হাজার অজ্ঞাতনামা আসামি করায় এ রকম অস্বাভাবিক সংখ্যাস্ফীতি একেবারে অসম্ভব নয়।

বিএনপির পক্ষ থেকে অবশ্য এখন কেউ যে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এসব তথ্যের প্রমাণ দেবে, সেই পথও বন্ধ। বিএনপির গ্রেপ্তার হওয়া সদস্যদের নামের তালিকা করতেন যিনি, সেই নাসির জামশেদকে পুলিশ গত ১৯ আগস্ট মধ্যরাতে দলীয় কার্যালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে যাত্রাবাড়ীর এক মামলায় আসামি করেছে বলে খবর দিয়েছে নিউ এজ পত্রিকা।

দুই পত্রিকার আসামি সংখ্যায় ফারাক যত বড়ই হোক না কেন, ন্যূনতম সংখ্যাটিও কম উদ্বেগজনক নয়। আর নির্বাচন সামনে রেখে মামলাভুক্ত আসামিদের বিচার ত্বরান্বিত করতে পুলিশ যে নির্দেশিত হয়েছে এবং আদেশ প্রতিপালনে তৎপর, সেই খবর সম্প্রতি একাধিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। পুলিশ, সরকারি কৌঁসুলি এবং আদালতের কার্যক্রমে পরিষ্কার ইঙ্গিত মেলে যে নির্বাচনের আগেই অনেক মামলার শুনানি শেষ হবে এবং আসামিদের আশ্রয় হবে কারাগার।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশগুলোর মধ্যে আছে ১৪ বছরের শাসনকালে পুলিশ, আদালতসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুগতদের দ্বারা পরিপূর্ণ করে সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা। এরপর পত্রিকাটি বলেছে, ভিন্নমত দমনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা ও বিশ্লেষকদের উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি লিখেছে যে দেশটিকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করারচেষ্টা চলছে। বলেছেন। তাঁর কথায়, 'নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরদের আইনি হয়রানি বাংলাদেশের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারচর্চার জন্য উদ্বেগজনক লক্ষণ।'

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানির কোনো উদ্দেশ্য সরকারের নেই, বরং শুধু অপরাধ দমনের প্রয়োজনেই এসব মামলা—সরকারের এমন যুক্তি যে ইতিমধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে, এসব বিবৃতি ও প্রতিবেদনে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এর কারণ প্রধানত দুটি—মামলা ও আসামির বিস্ময়কর সংখ্যা এবং একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলার আধিক্য। এগুলো বিচারিক হয়রানির লক্ষণ হিসেবেই গণ্য হচ্ছে। আইনি বাধা তৈরির কারণে প্রধান

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নানামুখী জল্পনার মধ্যে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ২ সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যাতে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যদের কী ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার একটি বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের একাধিক পত্রিকা অনলাইনে নিউইয়র্ক টাইমস-এর ওই প্রতিবেদনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাইলে তার জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা হতে হবে। সেই সমঝোতা নিজেদের উদ্যোগেই হোক অথবা অন্য কারও মধ্যস্থতায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি যে কোনো সহজ কাজ নয়, তা-ও অনস্বীকার্য। আমাদের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের এত মাথাব্যথা কেন—এমন প্রশ্ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও মন্ত্রিসভার অনেকেই করে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে, তাঁরা পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে চান না।

মানবাধিকার, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অধ্যাপক ইউনূসের পক্ষে দাঁড়ানো নোবেলজয়ী ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখা ১৮১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁরাও তাঁদের বিবৃতিতে আইনের শাসন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্কও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিচারিক হয়রানির কথা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সম্ভাবনাময় প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে বারিত করার সম্ভাব্য কৌশল এবার আদৌ কাজে আসবে কি না, সেটাই সম্ভবত একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

রাজনীতিতে বিএনপির জায়গায় জাতীয় পার্টিকে বিকল্প বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ক্ষমতাসীন দল এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় যে কোনো ঘাটতি ছিল না, তার প্রমাণ গত এক দশকে বহুবার দেখা গেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে নানা রকম আনুকূল্যের আকর্ষণে তাদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য বজায় রাখার যে রেকর্ড জাতীয় পার্টি গড়েছে, তাতে দলটির অস্তিত্বই এখন হুমকির মুখে।

এখনো দলটির নেতা কার আমন্ত্রণে ভারত সফর করলেন, কার সঙ্গে কথা বললেন, কী আলোচনা হলো, তা প্রকাশ করার মতো স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার অধিকারী নন। গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন উপনির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে তারা এখন দেশের তৃতীয় প্রধান দলের অবস্থানেও নেই। রাজনৈতিক সংকট কোন দিকে গড়ায়, সে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা দলের অবস্থান ঠিক করবেন বলে তাঁদের যে সিদ্ধান্ত, একে রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও সুবিধাবাদিতা ছাড়া আর কিছু বলার অবকাশ কই?

বাস্তবতা হচ্ছে, একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাইলে তার জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা হতে হবে। সেই সমঝোতা নিজেদের উদ্যোগেই হোক অথবা অন্য কারও মধ্যস্থতায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি যে কোনো সহজ কাজ নয়, তা-ও অনস্বীকার্য। আমাদের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের এত মাথাব্যথা কেন—এমন প্রশ্ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও মন্ত্রিসভার অনেকেই করে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে, তাঁরা পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে চান না।

১৯৯৬ সালে তাঁরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, তখনো বিদেশিরা মধ্যস্থতার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। তখনো কূটনীতিকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ঢাকার তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিল এবং ওয়াশিংটনে সে কথা জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নিকোলাস বার্নস। তখন খালেদা জিয়া সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা বলে ১৫ ফেব্রুয়ারীর একতরফা নির্বাচন করেছিলেন।

সেই নির্বাচনের পরও পর্দার অন্তরালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে আলোচনা হয় এবং তাতেও কূটনীতিকেরা ভূমিকা নেন। তখন ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য বিল রিচার্ডসন, যিনি পরে নিউ মেক্সিকো রাজ্যের গভর্নর হয়েছিলেন। তিনি দুই নেত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। তিনি ঢাকা ছাড়ার পরও পশ্চিমা কূটনীতিকেরা দূতিয়ালি অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে আইন করে নতুন নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।

বিল রিচার্ডসন অবশ্য দূতিয়ালি করে বাংলাদেশে মাদক পাচারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আমেরিকান তরুণী এলিয়েদা ম্যককর্ডের দণ্ড মওকুফ ও মুক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন। পরে শেখ হাসিনার প্রথম মেয়াদের সময় ১৯৯৮ সালে বিল রিচার্ডসন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী হয়েছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর বিল রিচার্ডসনের মৃত্যুর পর তাঁর বাংলাদেশের সফরের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহিংস আন্দোলন এবং তা থেকে উত্তরণের ঘটনাবলির কথা সামনে চলে আসে। সেই একই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে কেন তাহলে রাজনীতিকেরা অতীত থেকে শিক্ষা নেবেন না?

লেখক: সাংবাদিক



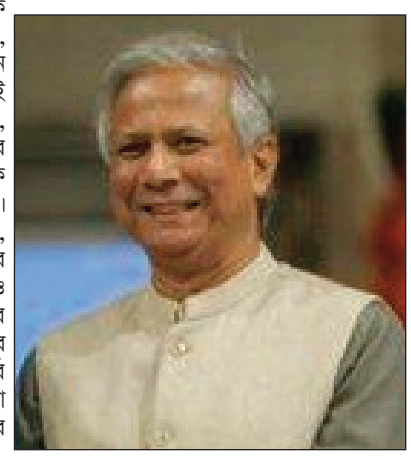
ড. ইউনূসকে অপমানে কার কী লাভ?

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অপমান-অপদস্তের একরত্তিও অবশিষ্ট রাখছে না সরকার। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন মহলের উষ্মা-বিরক্তি ওপেনসিক্রেট। মামলা-মোকদ্দমার সমান্তরালে নোংরা-কদাকার যত কথাবার্তারও শিকার তিনি। ডালপালা ছড়িয়ে এতে আরো নানা বিষয়আশয় যোগ হয়ে পড়েছে। বিশ্বে ড. ইউনূস নোবেল লরিয়েট, সোশ্যাল বিজনেস তত্ত্বের পুরোধাসহ আরো অনেক কিছু হলেও সরকার ও সরকারি দলের লোকদের কাছে তিনি স্রেফ একজন সুদের কারবারি। কর খেলাপি, দেশবিরোধীও। তাকে নোবেল দেয়া ঠিক হয়নি- এমন অভিযোগের সাথে অর্থনীতির লোক শান্তিতে নোবেল পান কেন-এ প্রশ্ন করে যাচ্ছেন তারা। এসব অভিযোগ ও সমালোচনা নিম্নমানের ভাষায় ঠাসা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীসহ নানা শ্রেণী-পেশাকে তার বিরুদ্ধে একাকার করে দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের চলমান মামলা স্থগিত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে খোলা চিঠি দেয়া বিভিন্ন দেশের নোবেলজয়ী, রাজ-নীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা নীতি-জ্ঞান বিবর্জিত বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান।

তার নোবেল পুরস্কার নিয়ে টানাটানিও বাদ যাচ্ছে না। তার নোবেল পুরস্কার স্থগিত রাখতে নোবেল কমিটির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী। এসবের বিপরীতে তার পক্ষ নিয়েছেন বিশ্বের নামি-দামি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনার বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ড. ইউনূসকে আইনি প্রক্রিয়ায় 'নিরবচ্ছিন্ন হয়রানি' করা হচ্ছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকারের উদ্বেগভরা বিবৃতি ছাড়াও জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি ও মার্তা হুরতাদো এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশে সুশীল সমাজের নেতারা, মানবাধিকারকর্মী এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের আইনি প্রক্রিয়ায় হয়রানি করা হচ্ছে যা উদ্বেগজনক লক্ষণ। এতে বলা হয়- 'এই মামলাগুলো বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার বিভাগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা'। হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেন, 'অধ্যাপক ইউনূস প্রায় এক দশক ধরে হয়রানি ও ভয়ভীতির মুখোমুখি। তিনি বর্তমানে দু'টি বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন যেগুলোতে তার কারাদন্ড হতে পারে, একটি শ্রম আইন লংঘনের অভিযোগ এবং দ্বিতীয়টি দুর্নীতির অভিযোগ।'

তাকে জেল খাটিয়ে ছাড়ার সরকারি আয়োজন ও তৎপরতা অনেকটা স্পষ্ট। ইউনূস প্রশ্নে সরকার নাছোড় বান্দা। শ্রমিকদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় আরো ১৮টি মামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই ১৮টিসহ তার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্তত ১৬৮টি। সর্বশেষ, ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে গ্রামীণ টেলিকমের ১৮ জন শ্রমিক বাদি হয়ে আলাদা আলাদা মামলাগুলো করেন। বিষয়টি উপলব্ধি করে ১০০ জনেরও বেশি নোবেলবিজয়ীসহ ১৬০ জনেরও বেশি বিশ্বনেতা চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে। এতে স্বাক্ষর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস-হোর্তা



প্রেসিডেন্ট, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন, জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুনের মতো ব্যক্তিত্ব। ওই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের একজন, রেজাল্টস অ্যান্ড সিভিক কারেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ডেলি-হ্যারিস এক বিজ্ঞপ্তিতে চিঠিটি প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের তাগিদও দেয়া হয়েছে। এ নিয়েও তীব্র উষ্মা সরকারের। ড. ইউনূসের পক্ষে এক শ' নোবেল বিজয়ীর বিবৃতিকে দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদকের আইনজীবী দিয়ে।

এর আগে, ৪০ জনের বিবৃতির সাথে এবারেরটির কিছু তফাৎ লক্ষণীয়। এতে কেবল ইউনূসকে রক্ষা নয়- বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সঙ্কট, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সরকারের বৈধতার ঘাটতির কথাও এসেছে। এমন ব্যাপক পরিসরে আগে আর কখনো তিনটি বিষয় একসঙ্গে আনা হয়নি। কান টানতে গিয়ে মাথা কাটার এ অবস্থা সরকারের জন্য বিরক্তিকর। অ্যালার্মিংও। এসব মামলায় ড. ইউনূসকে আর হয়রানি না করতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠির শুরুতে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা' সম্বোধন করে বেশ কয়েকবার 'আমরা' উল্লেখ করে লেখা হয়েছে : আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, নির্বাচিত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের নেতার পাশাপাশি বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে লিখছি।

'ড. ইউনূসকে টার্গেট করা হয়েছে'-মন্তব্য করে বলা হয়েছে 'এতে আমরা উদ্বিগ্ন। এটা ক্রমাগত বিচারিক হয়রানি'। এ ধরনের বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ সরকারের জন্য বিষের মতো। তার ওপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা রাখার সুযোগসহ বাংলাদেশ থেকে 'নিরপেক্ষ বিচারকদের' একটি প্যানেল দ্বারা অভিযোগের পর্যালোচনা করার কথাও বলা হয়েছে। চিঠির সমাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশাবাদে বলা হয়েছে- আসছে দিনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন এবং সব ধরনের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করবেন। সামনের দিনগুলোতে কীভাবে এসব বিষয়ের সমাধান করা হয় তা ঘনিষ্ঠভাবে নজরে রাখার জন্য আমরা বিশ্বের লাখ লাখ উদ্বিগ্ন নাগরিকদের শিবিরে যোগ দেবো'। এসব ভাষা সরকারকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি। স্বাভাবিকভাবেই তা সরকারের জন্য অসহ্যের। এ ছাড়া চিঠিটিতে ড. ইউনূসের নানা প্রশংসা তো আছেই।

এ সময়টাতেই টাইম বোমা ফাটিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। এর শিরোনামটিও মারাত্মক-'নীরবে বিলীন করা হচ্ছে একটি গণতন্ত্রকে, বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে'। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, এ প্রকাশিত শিরোনামে বলা হয়েছে, 'দেশের ক্ষমতাসীন দলের সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা কয়েক ডজন, এমনকি শত শত, প্রতিটি আদালতে মামলার মুখোমুখি হয়ে আছেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে বিরোধী দলকে পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে। মামলার চার্জ সাধারণত অস্পষ্ট থাকে এবং প্রমাণ থাকে সবচেয়ে কম, তবুও মামলা চলে। রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়, প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পাঁচ মিলিয়ন সদস্যের প্রায় অর্ধেক রাজনৈতিকভাবে আদালতের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় জর্জরিত। উত্তেজনাপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণ বা গভীর রাতে কৌশল নির্ণয় করার পরিবর্তে আইনজীবীদের চেম্বার, আদালতের খাঁচা এবং ঢাকায়, শামুক-গতির নির্মম যানজটের মধ্যে আটকে যায় সব কিছু।

সম্প্রতি বা কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশ নিয়ে এ ধরনের রিপোর্টের আর নজির নেই যা নোবেল, ড. ইউনূস, সরকার, বাংলাদেশ বা বিশ্বনেতা-কারো জন্যই সম্মানের নয়। এতে সরকার বা দেশ কার কী লাভ হচ্ছে?- এ প্রশ্নের জবাব এখনই মিলবে না। তবে নগদে ক্ষতি বা ইমেজ যে নষ্ট হচ্ছে তা করার অপেক্ষা রাখে না। সরকারের ভেতরের অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। বাতাসও ঘুরছে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে 'বিবৃতিতে' সই না করে বাড়তি বোমা ফাটিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান। তিনি গণমাধ্যমকে বলেই ফেলেছেন, ড. ইউনূস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার সম্মানহানি করা হচ্ছে এবং এটা বিচারিক হয়রানি'। আবার ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিফতরের পক্ষে আইনি লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন দুদকের সিনিয়র আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। পরে তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আয়ত্তে আনা হয়েছে। এগুলো সরকারের জন্য সুখকর হলো না। তার চেয়েও বড় কথা, ইউনূসের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আচরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে বিশ্বনেতারা প্রধানমন্ত্রীকে এই খোলাচিঠি দিলেও এটির মর্মার্থ পানির মতো পরিষ্কার।

চিঠিতে তারা স্বচ্ছভাবে বলেছেন, 'আগের দু'টি জাতীয় নির্বাচনে বৈধতার অভাব ছিল'। তার মানে, একই কৌশলে নির্বাচনের নতুন চেষ্টাকে তারা কোনোক্রমেই সমর্থন করবেন না। একই সাথে বিশ্ব নেতারা আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়া এবং নির্বাচনে প্রশাসন দেশের সব বড় দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে পাশ কাটিয়ে একদলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করার বিষয়টিকে তারা নিরুৎসাহিত করছেন। চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে তারা বলেছেন, 'সামনের দিনগুলোতে কীভাবে এসব বিষয় সমাধান করা হয়, তা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা বিশ্বের লাখ লাখ উদ্বিগ্ন নাগরিকদের সাথে যোগ দেবো'।

এগুলো বাতকে বাত বা বটতলার কথা নয়। এ ছাড়া চিঠিতে স্বাক্ষর দেয়া ব্যক্তিরা আমাদের কথিত বিবৃতিজীবী নন। উগান্ডা-কঙ্গো, পাকিস্তান-আফগানিস্তানের কেউও নন। শুধু নিজ দেশের সম্মানিত নাগরিক নন; বিশ্বজুড়ে নন্দিত-গ্রহণযোগ্য। তাদের অভিমত-অভিযোগ-অনুযোগের জের না থেকে পারে না। সেই জের কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারে-এ প্রশ্নও ঘুরছে চারদিক!

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ড. ইউনূস, নোবেল বিজয়ী-রাষ্ট্রনেতাদের উদ্বেগ ও কিছু কথা

॥ জিয়াউদ্দিন চৌধুরী ॥

প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। আমি তখন কাজ করি এক আন্তর্জাতিক সংস্থায়, ওয়াশিংটনে। সংস্থার কাজে আমাকে প্রায়ই বাইরে অন্যান্য দেশে যেতে হতো। ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখন বিশ্বজোড়া নাম পেয়েছেন তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য। যদিও তখনো তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের কথা পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেবার আমি এক দেশে সংস্থার কাজ সেরে ফেরার পথে প্যারিস ছিলাম দুই দিন।

এক সকালে ট্যাক্সি নিলে আফ্রিকান ট্যাক্সিচালক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ভারতীয় কি না? আমি যখন তাঁকে বললাম, 'না, আমি বাংলাদেশী।' তিনি হেসে বললেন, 'তাহলে আপনি ইউনূস সাহেবের দেশের লোক?' তখন তিনি নিজে থেকেই বললেন, কীভাবে ইউনূস সাহেবের গ্রামীণ ব্যাংক তাঁর দেশ ক্যামেরু‡ন কাজ করছে। তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালোভাবে জেনেছেন দেশে থাকতেই। আমার গর্বে বুক ভরে গেল। তাঁকে আমি আর বলতে গেলাম না, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা আমার কত পরিচিত আর তাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্ম যেখানে, সেখানে আমি গিয়েছি, আর খুব কাছ থেকে প্রথম গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ দেখেছি।

সেদিন কেন, তার বহুদিন আগে থেকে অধ্যাপক ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক আর তাঁকে নিয়ে বহু সেমিনার, আলোচনা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি গিয়েছি, তাঁর সম্বন্ধে বহু পান্ডিত্য এবং গবেষণামূলক আলোচনা থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক সমালোচনাও শুনেছি। তবে সব আলোচনা আর সব সময় সমালোচনার শেষ কথা এই ছিল যে গ্রামীণ ব্যাংক শুধু গ্রামের দরিদ্র নারীদের অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে দেয়নি, এটি একটি দেশের দারিদ্র্য মোচনের একটি অভিনব পন্থা।

এটি এমনই একটি পন্থা, যা শুধু পৃথিবীর দরিদ্র দেশ নয়, উন্নত দেশগুলোও গ্রামীণ ব্যাংকের উদাহরণ নিয়ে তাদের অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে কাজ শুরু করে। এমনটিই করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, যখন তিনি আরকানসাস রাজ্যের গভর্নর ছিলেন। তিনি আরকানসাস রাজ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প শুরু করেন গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে। আজ সে প্রচেষ্টা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুক্তরাষ্ট্র গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের নামে ছড়িয়ে পড়েছে, যার বীজ বপন করেন অধ্যাপক ইউনূস।

বিশ্বের নেতারা এবং নোবেল বিজয়ীদের এই আবেদনের প্রতি আমাদের নেতাদের এবং এক শ্রেণির সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া ছিল আশ্চর্যজনক। এই আবেদন তাঁরা আমলে না নিয়ে একে তাঁরা অনাহূত এবং দেশের আইনের প্রতি অবজ্ঞার সমতুল্য করলেন। কেউ মন্তব্য করলেন যে এসব আবেদনকারী আংশিক কথা শুনে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, যেন তাঁরা জানলে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে তাঁরাও কয়েকটি মামলা ঠুকে দিতেন।

অধ্যাপক ইউনূস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি শুধু তাঁদের কাজের প্রতি সম্মাননা ছিল না, ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে এটি বেশি ছিল তাদের কাজে বিশ্বের দারিদ্র্য মোচনে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি। তাঁদের সম্মান করা আমাদের বাংলাদেশকে সম্মান করা। আজকে বাংলাদেশি হি‡সবে ইউনূসকে নিয়ে যত না গর্ব বোধ করি, তার চেয়ে বেশি গর্ব করি আমাদের দেশের নারীদের নিয়ে, যাঁদের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক এত সফলতা পেয়েছে।

যাঁদের কারণে আজ বাংলাদেশে ৪০টি জোনে আড়াই হাজারের বেশি গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা আর ব্যাংকটির সদস্য ৯০ লাখের বেশি–যার মধ্যে ৯৬ শতাংশই নারী। আজ তাই

প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। আমি তখন কাজ করি এক আন্তর্জাতিক সংস্থায়, ওয়াশিংটনে। সংস্থার কাজে আমাকে প্রায়ই বাইরে অন্যান্য দেশে যেতে হতো। ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখন বিশ্বজোড়া নাম পেয়েছেন তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য। যদিও তখনো তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের কথা পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেবার আমি এক দেশে সংস্থার কাজ সেরে ফেরার পথে প্যারিস ছিলাম দুই দিন।

অধ্যাপক ইউনূসের সফলতাকে আমরা দেশের মেহনতি নারীদের সফলতার চোখে দেখি। এটা একটা গর্বের বিষয়, কোনো ঈর্ষা বা হিংসার বিষয় নয়। অধ্যাপক ইউনূস বা তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেলপ্রাপ্তি তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর্যায়ে আনেনি, কিন্তু এটা এনেছে বাংলাদেশিদের জন্য সম্মান। বিশ্বদরবারে আমাদের একটি পরিচিতি। এই সম্মান যাঁরা এনেছেন, তাঁদের হেনস্তা করা বা অবমাননা করা প্রকারান্তরে তা আমাদের নিজেদেরই অবমাননা করা।

কিন্তু এততসত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে প্রায় ১৬৬ দেওয়ানি মামলা আর দুটি ফৌজদারি মামলার শিকার হয়েছেন অধ্যাপক ইউনূস। তাঁদের কোনো কোনো অভিযোগ গ্রামীণ সংস্থার অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ফোনের সাবেক কর্মীদের আনীত, কোনো কোনোটি দুর্নীতি দমন কমিশনের আনা, কোনো কোনোটি আয়কর বিভাগ কর্তৃক আর শেষ একটি শ্রম আইন আদালতে আনীত।

মোদ্দাকথা, অধ্যাপক ইউনূস একের পর এক মামলার সম্মুখীন হচ্ছেন কয়েক বছর ধরে। হতে পারে কোনো আইন বা প্রতিশ্রুতি ভাঙার কারণে এই মামলা, বা হতে পারে এই সম্বন্ধে অধ্যাপক ইউনূস কিছু জানতেন না।

যাঁরা ব্যবসায় বা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের কোনো না কোনো মামলায় বিবাদী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অস্বাভাবিক সেসব ব্যক্তির জন্য যাঁরা আপাতদৃষ্টে অন্তত জন-সাধারণের চোখে রাজনীতি বা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন, তাঁরা যখন মামলার শিকার হন। তা-ও এক-দুটি নয়, ১৬৮টি মামলার বিবাদী হন। এটা কি স্বাভাবিক?

অধ্যাপক ইউনূসের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি একজন নোবেল বিজয়ী হিসেবে নন, একজন অভূতপূর্ব দারিদ্র্য মোচনের নতুন পথের দিশারি হিসেবে। তার অগণিত গুণগ্রাহীদের মধ্যে রয়েছেন পৃথিবীর অনেক নেতা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং পৃথিবী বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। তাদের মধ্যে যখন ১৭০ জনের ঊর্ধ্বে শীর্ষ ব্যক্তিরা অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে আনীত অস্বাভাবিক সংখ্যক মামলার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান মামলাগুলো সরিয়ে অধ্যাপক ইউনূসকে হয়রানি থেকে বাঁচানোর জন্য, তাঁরা আমাদের দেশের আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা জানাচ্ছেন না।

তাঁরা আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবজ্ঞা দেখাচ্ছেন না। তাঁরা তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে অধ্যাপক ইউনূস যেন কোনো রাজনৈতিক উষ্মার শিকার না হন। তাঁরা চাইছেন একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, যাতে ইউনূসের বিরুদ্ধে আনীত সব মামলা নিষ্পত্তি হয়। সরকার যেন তাঁকে হয়রানিমূলক প্রক্রিয়ায় না ফেলে একটার পর একটা মামলা এনে।

বিশ্বের নেতারা এবং নোবেল বিজয়ীদের এই আবেদনের প্রতি আমাদের নেতাদের এবং এক শ্রেণির সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া ছিল আশ্চর্যজনক। এই আবেদন তাঁরা আমলে না নিয়ে একে তাঁরা অনাহূত এবং দেশের আইনের প্রতি অবজ্ঞার সমতুল্য করলেন।

‡কউ মন্তব্য করলেন যে এসব আবেদনকারী আংশিক কথা শুনে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, যেন তাঁরা জানলে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে তাঁরাও কয়েকটি মামলা ঠুকে দিতেন।

কেউ বললেন, এই প্রতিবাদ আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ। তাঁরা এটা স্মরণে আনলেন না যে পৃথিবীতে যখনই কোনো মানবাধিকার বিঘ্নিত হয়েছে, তখন পৃথিবীর সব সচেতন মানুষ প্রতিবাদ জানিয়ে, যেখানে এসব ঘটনা ঘটেছে, সেখানের নেতা বা রাষ্ট্রনায়কের তা দৃষ্টিগোচর করে তার প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। যেমন হয়েছে মিয়ানমারের সু চি বরখাস্ত আর তাঁর কারাবন্দী করার বিরুদ্ধে, যেমন হয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির জন্য, যেমন হয়েছে সাম্প্রতিক কালে যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের পক্ষে। এই প্রতিবাদের ফলে হয়েছে প্রতিকার, যা একদিনে না হলেও পরে হয়েছে।

কাজেই আমাদের নেতাদের কাছে যখন বাইরের এসব সজ্জন ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে নেতার হস্তক্ষেপ কামনা করে চিঠি লিখেন, তা তাঁদের কোনো নিজস্ব স্বার্থে বা সে ব্যক্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে নয়। তাঁরা উদ্বিগ্ন হন, একজন বিশ্বব্যাপী খ্যাত ব্যক্তি যেন কোনো রাজনৈতিক উষ্মার শিকার না হন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রক্রিয়া যেন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া না হয়। তাঁরা চান একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, যা সবাই দেখতে পায়, আর বুঝতে পারে। এটি কোনো বাইরের ষড়যন্ত্র নয়, যা আমরা আজকাল বাইরের কোনো পরামর্শকে সেভাবে দেখি। অধ্যাপক ইউনূস কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নন, এবং এখন তাঁর কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ আছে কি না, আমরা জানি না। তবে ২০০৭ সালে দল গঠন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখন তাঁর কোনো ইচ্ছা আছে বলে শোনা যায় না, জানাও যায় না। থাকলে আমরা বহু আগে তা দেখতে পেতাম। তিনি একজন দেশের মানুষের সেবক। তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো তাই প্রমাণ দেয়। আমি আশা করব, সে হিসেবে আমরা সবাই তাঁকে দেখি এবং সম্মান করি।

লেখক: সরকারি ও বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মচারী

চিত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের কর্মী সভা





















টুইন টাওয়ার জ্বলজ্বলে স্মৃতি

(শেষের পাতার পর)

পক্তিগুলো। সে সময় দেশে থাকা স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তা উল্লেখ করেছিলাম। এর কিছুদিন পর ১৯৮৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে টুইন টাওয়ার থেকে এক ব্লক দূরে ১৪৪ নং ফুলটন স্ট্রীটে কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে কর্মস্থল দোকানটিকে নিজে ক্রয় করে অদ্যাবধী তা নিজেই পরিচালনা করছি। আমি বসবাস করি কুইন্সের এলমহার্স্টে। প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে আসতে যেতে একাধিকবার টুইন টাওয়ারের ভেতরে গিয়েছি। কোন বন্ধু অথবা নিকটজন নিউইয়র্কে নতুন করে এলেই টুইন টাওয়ার দেখাতে এবং এর ডেকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছি বহুবার। সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর একই দোকানে কর্মরত থাকায় পার্শ্ববর্তী টুইন টাওয়ারের কর্মরত বহুলোকই ছিলেন আমার নিয়মিত খরিদ্দার। এদের অনেকেই দিনে একাধিকবার বিভিন্ন কেনাকাটা করতে আমার দোকানে আসতেন। ওখানকার ৫নং ভবনে ছিল আই,আর,এস এর অফিস। সর্বশেষ ১০ই সেপ্টেম্বর আমি ব্যবাসায়িক কাজে সে অফিসে গিয়েছিলাম। ১১ই সেপ্টেম্বর (২০০১ ইং) সকাল ১০ টায় ৫নং ভবনে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ট্যাক্স রিটার্নের ফর্ম আনার জন্য। প্রতিদিনের মতো সেদিনও (১১ই সেপ্টেম্বর) সকাল আটটায় দোকান খোললাম। সাড়ে আটটার সময় পাশের ব্লকে অর্থাৎ জন স্ট্রীটের ম্যানহাটান মাফিন নামক দোকানে নাস্তা আনার জন্য গেলাম। নাস্তা নিয়ে ফেরার পথে জন স্ট্রীট এবং ব্রডওয়ের কর্নারে ফল বিক্রেতা এক বাংলাদেশী ভায়ের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছিলাম। ঠিক এমন সময় ডান দিক থেকে প্রচন্ড শব্দ, একটি বিমান আঘাত হানলো। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা বোধহয় ফ্রাইয়ার বিলি করার ছোট বিমানের অনিচ্ছাকৃত দূর্ঘটনা। খসে পড়া পাথরগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন বাতাসে কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে দূর্ঘটনাস্থলের দিক থেকে হাজার লোক চারদিকে দৌড়াতে শুরু করলো। আমিও দৌড়ে দোকানে আসলাম। এসে দেখি দোকান খালি, সহকর্মী শহিদুল, কবীর ও প্রসেনজিৎ দৌড়ে ছুটেছে ভয়ে, আতঙ্কে নাসার্ড স্ট্রীটের দিকে। কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো। দোকানে সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথম আঘাতে প্রজ্জলিত ভয়াবহ ও করুণদৃশ্য দেখছিলাম এমন সময় এলো দ্বিতীয় বিমানের হামলা। হিরোসিমা নাগাসাকি দেখিনি। ভয় ও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে একবিংশ শতাব্দীর লোমহর্ষক এক ঘটনার ঐতিহাসিক স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এমন সময় আমাদের দোকানের অপর পাশের ম্যারিন ব্যাংক ভবনে কর্মরত আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন সহপাঠী এস কে হান্নান দৌড়ে এলো, বললো দোকান বন্ধ কর। চল নিরাপদ যায়গায় ছুটে যাই। সাথে সাথে দোকান বন্ধ করে সবাই গিয়ে পেইচ ইউনিভার্সিটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেয়ে চেয়ে দেখলাম টুইন টাওয়ারের বিভিন্ন জানালা দিয়ে জীবন্ত মানুষ বাঁচার প্রচন্ড আকুতি নিয়ে হাত বাড়াচ্ছে, কাপড় দোলাচ্ছে এবং উপর থেকে কেউ কেউ লাফিয়ে পড়ছে। আগুন জ্বলছে, লোক দৌড়াচ্ছে, সবাই আতঙ্কিত। চারদিক ধোয়ায় আচ্ছন্ন করে একসময় টাওয়ারগুলো বিধ্বস্থ হলো। আর এর সাথে অসংখ্য সম্ভাবনাময় কর্মমুখর জীবনের কোলাহল ছাঁইচাপা পড়ে গেল।

অত:পর ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১ইং তারিখে অনেক ঘোরাপথ হয়ে নানা ধরনের পুলিশ অবরুদ্ধ ফুলটন স্ট্রীটে দোকানে পরিচয় পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করলাম। দোকানে মালামালের উপর তিন ইঞ্চি ভারী ছাইয়ের আস্তরন পড়ে আছে। রেডক্রসের লোকরা এসে গ্লোভস ও মুখোস দিয়ে গেল। তিনঘন্টা ধরে পরিষ্কার করে বাসায় চলে গেলাম। লোমহর্ষক ঘটনার টানা তিন সপ্তাহ পর স্বাভাবিকভাবে দোকান খোললাম। এরপর কর্তৃপক্ষ আক্রান্ত স্থানটির নাম দিলেন "গ্রাউন্ড জিরো"। গ্রাউন্ড জিরো দেখার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাদের দোকানের কাছাকাছি স্থানদিয়ে একটি বৃহৎ প্লাটফর্ম তৈরী করলেন। প্রতিদিন হাজার হাজার পরিদর্শক আসতে থাকলেন এবং আগামী দিনেও আসবেন। অনেককে দেখেছি নির্বাক চেয়ে আছেন, অনেকে কাঁদছেন। আর আমি দিনে যতবারই গ্রাউন্ড জিরোর দিকে তাকাই ততবারই চোখে ভাসছে আঘাৎ হানছে, আগুন জ্বলছে, মানুষ লাফিয়ে পড়ছে এবং বাঁচার জন্য মানুষ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা কি তাদের বাঁচাতে পেরেছি? এনে প্রশ্ন জাগছে, কেন এমন হলো? এর মূল কারণ কি?

লেখক: প্রাক্তন সভাপতি, শরিয়তপুর সমিতি ইউএসএ ইনক

বাড়ছে কোভিডের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট

(প্রথম পাতার পর)

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত করে কিছু বলছেন না, তারা একটা কথাই বলছেন, বাড়ুক কি না-ই বাড়ুক সকলকে সতর্ক থাকতেই হবে।

আর একটি বিষয় সকলের জানা দরকার নতুন যে ভ্যারিয়েন্টগুলো চারিদিকে ছড়াচ্ছে সেগুলোর উপসর্গগুলো পুরোপুরি আগের মতো নয়, ফলে বাড়তি সতর্কতার কথাই বলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, আত্মসুরক্ষাই এখন সবচেয়ে বড় জরুরি।

সবসময়ই কোভিডের নতুন কিছু স্ট্রেইন দেখা যায়। তবে সেগুলোর কোনোটিই কোভিডের প্রথম দুই বছরে যে ভ্যারিয়েন্টগুলো ছড়িয়েছিলো তার মতো অতটা মরণঘাতি কিংবা ততটা সক্রামক ছিলো না।.

নতুন যে ভ্যারিয়েন্টটি দেখা যাচ্ছে সেটির নাম ইজি.৫। ইরিজ নামেও চেনা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এখন কোভিড আক্রান্তের ২০ ভাগই এই ভ্যারিয়েন্টে হচ্ছে। এই ভ্যারিয়েন্টটি এসেছে আগে উচ্চমাত্রায় ছড়ানো ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট থেকে। বলা হচ্ছে এই ভ্যারিয়েন্টটি অন্য যেকোনোটির চেয়ে বেশি দ্রুত ছড়াচ্ছে।

আরেকটি নতুন স্ট্রেইন বিএ.২.৮৬। এটিও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের আরও কিছু দেশে দেখা যাচ্ছে। তবে এর সংক্রমণের হার কিছুটা কম। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এই ভ্যারিয়েন্টটির দিকে নজর রেখেছেন। সেন্টার ফর ডিজেস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলেছে, এই ভ্যারিয়েন্টটি আগে যারা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন কিংবা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদেরকেও আক্রান্ত করছে।

আমরা যতই ফল ও উইন্টারের দিকে এগুচ্ছি ততই নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলো তাদের সক্রমণ বাড়িয়ে চলেছে। এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই জানা জরুরি হয়ে উঠেছে, এই ভ্যারিয়েন্টগুলোর চরিত্র কি? হোক তার ইজি.৫ কিংবা বিএ.২.৮৬। কিভাবে এর সংক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাও জানা জরুরি।

কোন ধরনের উপসর্গ রয়েছে এই ভ্যারিয়েন্টগুলোর সংক্রমণে সেটাই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ইজি.৫ অনেকটা ওমিক্রনের মতো বলে এর উপসর্গগুলোয় মিল রয়েছে। তবে বিএ২.৮৬ এ উপসর্গে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। এ অবস্থায় ১৯টি উপসগ্রের কথা তুলে ধরেছে সিডিসি। এগুলো হচ্ছে, জ্বর ও ঠান্ডা, শ্বাসকষ্ট, সর্দি, কাশি, পেশিতে ব্যাথা, গলায় খুশখুশে ভাব, মাথাব্যাথা, বমি, ডায়রিয়া, শ্বাসখাটো হয়ে আসা, াবারের স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়া।

নিউয়র্ক ফ্লাইট চালু করতে বাধা নেই : এমডি

(প্রথম পাতার পর)

নির্মাতা কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে নতুন ১২টি উড়োজাহাজ ক্রয় করেছিল। বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে, আস্তে আস্তে তারা এয়ারবাস ও বোয়িংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী বহর তৈরি করতে চাচ্ছে।

বিমানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউল আজিম বলেন, প্রাথমিকভাবে একটি এমওইউ সই হবে। এরপর কীভাবে বিমানগুলো কেনা হবে, সে বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য দু'দেশের সঙ্গে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করবে। সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পরই চুক্তি হবে।

জানা যায়, যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে এয়ারবাসের কাছ থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কেনার প্রক্রিয়া বেশ আগেই শুরু করেছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এতদিন এ নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। ফ্রান্সের এই নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে এ৩৫০ মডেলের উড়োজাহাজ জি-টু-জি পদ্ধতিতে কেনা হবে। এ লক্ষ্যে বিমান কার্যালয় বলাকায় গত মাসের শুরুতে বিমানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এয়ারবাসের দক্ষিণ এশিয়া কার্যালয়ের কর্মকর্তারা।

বিমান সূত্র জানায়, এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ৩ মে অনুমোদন পেয়েছে। এরপর ৬ মে লন্ডনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে এ সংক্রান্ত যৌথ ঘোষণা সই হয়। পরে জানানো হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে এয়ারবাস থেকে আটটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ কিনবে বিমান। পরবর্তী সময়ে আলোচনা সাপেক্ষে আরও দুটি মালবাহী (কার্গো) উড়োজাহাজ কেনা হবে।

বৈঠক সূত্র জানায়, ২০২৬ সালে দুটি এয়ারবাস বহরে যুক্ত হবে। বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে আসবে। এখন ক্রয় পদ্ধতি, দাম, অর্থের উৎসসহ নানা কারিগরি বিষয় যুক্ত করে একটি প্রোফাইল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিমানের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, 'বহর পরিকল্পনা এবং কারিগরি ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে।' বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী সম্প্রতি বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে দুটি এয়ারবাস আনা হবে। আমরা পর্যায়ক্রমে ১০টি উড়োজাহাজ চেয়েছি। কারিগরি কমিটি এখন মূল্যায়ন করছে। এসব উড়োজাহাজ নতুন ও পুরোনো রুটে ব্যবহার করা হবে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি দেশের বিমানবহরে এয়ারবাস ও বোয়িং আছে। তবে আমাদের শুধু বোয়িং রয়েছে, একটিও এয়ারবাস নেই। এয়ারবাসের সঙ্গে সমঝোতা অনুযায়ী তারা এভিয়েশন খাতের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেও সহায়তা দেবে।'

বিমানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল আজিম আরও বলেন, 'এয়ারবাসের সঙ্গে আমাদের ইতোমধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে। উড়োজাহাজ ক্রয়ের বিষয়ে আমাদের কয়েকটি কমিটি আছে। এয়ারবাস যে প্রস্তাব দিয়েছে, তার ওপর আমরা আলোচনা করেছি। কমিটিগুলোর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের যেসব চাহিদা আছে, তাদের জানিয়েছি। আমরা কীভাবে এগোব, আর্থিকভাবে বিমান কীভাবে লাভবান হবে-এ বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

শফিউল আজিম বলেন, 'নতুন উড়োজাহাজ সরবরাহে কমপক্ষে দুই বছর লেগে যায়। উড়োজাহাজ এলে আমরা বিমানের নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ করব। জাপানে চালু হয়েছে। কানাডায় আরও ফ্লাইট বাড়ানোসহ গুয়াংজু, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি নতুন রুট চালুর সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে। এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনা আমাদের পরিকল্পনারই অংশ।' আগামী মাসের মধ্যে গুয়াংজু ফ্লাইট চালু হওয়ারও কথা রয়েছে বলে তিনি জানান। এমডি বলেন, বিমানের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট চালু করতে কোনো বাধা নেই। সিভিল এভিয়েশনের গ্রিন সিগন্যাল পেলে বিমান যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইট চালু করতে পারবে।

এয়ারবাস পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ উড়োজাহাজ প্রস্তুতকারী সংস্থা, যারা বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের নকশা, নির্মাণ ও বিপণন করে। ইউরোপভিত্তিক এবং ফ্রান্স, ব্রিটেন ও স্পেনে তাদের বড় অফিস ও সংযোজন কারখানা রয়েছে।

বর্তমানে বিমানবহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা ২১টি। এর মধ্যে বোয়িংয়ের ১৬টি এবং পাঁচটি ড্যাশ-৮। ১০টি নতুন উড়োজাহাজ যুক্ত হলে সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১টি। বিশ্বের প্রায় ৪২টি দেশের সঙ্গে বিমানের আকাশসেবার চুক্তি থাকলেও মাত্র ১৬টি দেশে এখন কার্যক্রম বিদ্যমান। বিমানবহরে নতুন এয়ারক্রাফটগুলো যুক্ত হলে বন্ধ রুটসহ নতুন নতুন রুট চালু হবে।

গ্রিনকার্ড আবেদনের পাহাড় যুক্তরাষ্ট্রে

(প্রথম পাতার পর)

প্রক্রিয়া ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি এটর্নি এম এ আজিজ বলছিলেন, বিষয়টি একটি প্রক্রিয়া মেনেই এগিয়ে যায়, কারো পক্ষে একজনকে উপেক্ষা করে আরেকজনের গুরুত্ব পাওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া যারা ইমিডিয়েট রিলেটিভ (স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে) তাদের ব্যাপারে কোনো সময় ক্ষেপণ হয় না। এবং তাদের জন্য ওয়েটিং পিরিয়ড বলেও কিছু নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। সে প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য একটা সময় প্রয়োজন হয়।

টাইম টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এই এটর্নি বলেন, ইমিগ্রেশন বিভাগে একটি নির্ধারিত সংখ্যক জনবল রয়েছে। এই সংখ্যা বাড়ছে না, কিংবা কেসের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তাছাড়া প্যানডেমিকের সময়ে অনেকে কাজ করতে পারেন নি। তাতে জনবলে ঘাটতিও পড়ে যায় এটাই এই অবস্থার মূল কারণ। একই কথা বলছে যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন নিয়ে পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা।

যাতে বলা হয়েছে দীর্ঘ দিনের অপেক্ষ করেও অনেকের ক্ষেত্রেই ঝুলে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাশী হওয়ার ভাগ্য। সমীক্ষা বলছে আর এই অপেক্ষা করতেই করতেই মারা যেতে পারেন আমেরিকার গ্রিন কার্ড পাওয়ার আশায় লাখ লাখ মানুষ।

ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, আমেরিকার গ্রিন কার্ড পাওয়ার যে অপেক্ষার তালিকা, তা দিনে দিনে দীর্ঘ হয়ে চলেছে। মাত্রা ছাড়িয়েছে তালিকায় থাকা বিভিন্ন দেশের অপেক্ষমান নাগরিকদের সংখ্যা। এতে বলা হয়েছে, যে গতিতে সমগ্র প্রক্রিয়া এগোচ্ছে, তাতে এই তালিকা সম্পূর্ণ হতে ১৩৪ বছর সময় লাগবে।

ক্যাটো ইনস্টিটিউটের ডেভিড জে বিষ্টারের ওই গবেষণায় উলেখ করা হয়েছে, গ্রিন কাডের অপেক্ষা তালিকায় নাম থাকা প্রায় চার লক্ষ ২৪ হাজার মানুষ অনুমতিপত্র হাতে পাওয়ার আগেই মারা যাবেন।

আমেরিকার অভিবাসন আইন অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রতিটি দেশের জন্য মাত্র সাত শতাংশ গ্রিন কার্ড বরাদ্দ থাকে। গ্রিন কাডের লাগামছাড়া চাহিদা এবং সীমিত বরাদ্দ সংখ্যার কারণেই অপেক্ষা তালিকায় নামের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

একই সঙ্গে, আমেরিকায় থাকা মানুষের সন্তানরা শীঘ্রই তাদের বাবা-মায়ের থেকে আলাদা হতে পারেন বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাবা-মা আমেরিকায় থেকে গেলেও আমেরিকা ছাড়তে হতে পারে সন্তানদের। সেই সংখ্যাও এক লক্ষেরও বেশি।

সমীক্ষা অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত শিশু বয়সে আমেরিকায় এসে আবেদন করলেও শিশুদের বয়স বেড়ে তরুণ কিংবা যুবক হয়ে উঠলেও তাদের গ্রিনকার্ড মিলছে না। ফলে যাদের বয়স ২১ পেরোবে তাঁদের ভিসা শেষ হয়ে যাবে। তখন তাদের নতুন করে আবেদন করতে হতে হবে।

কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষা তালিকার কারণে তারা তা না-ও পেতে পারেন। কিংবা প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। এ অবস্থায় নিজেদের আলাদা করে স্টুডেন্ট ভিসার আবেদন করতে হবে নয়তো যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে।

এ বিষয়ে এম এ আজিজ বলেন, এই ইমিগ্রেশন পদ্ধতির মূল ভাবনাতেই থাকে পরিবারের মানুষের সঙ্গে পুনর্মিলন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, উল্টো বিচ্ছেদের দিকেই যেতে হবে পরিবারগুলোকে।

নিউইয়র্কের আইসক্রিমে মরণঘাতি সংক্রামক

(প্রথম পাতার পর)

নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে এমন আইসক্রিম রয়েছে স্টলে স্টলে।

এফডিএর রিপোর্টে বলা হয়েছে, লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজিনস নামের জীবানু রয়েছে এসব আইসক্রিমে।

লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজিনস এমন এক ধরনের অরগানিজম যা শিশুদের ওপর মারাত্মক এমনকি মরণঘাতি সংক্রমণের কারণ হতে পারে। বড়দের ওপরও পড়তে পারে এর প্রভাব। এই আইসক্রিম খেলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হতে পাবে।

যাদের স্বাস্থ্য ভালো তাদের জন্য হয়তো এর প্রভাব সাময়িক হবে কিন্তু তারপরেও একবার সংক্রমিত হলে তারা উচ্চমাত্রায় জ্বর, মাথাব্যাথা, সর্দি, কাশি, তলপেটে ব্যাথা ও ডায়রিয়া হতে পারে।

এফডিএ বলেছে, লিস্টেরিয়া আক্রান্ত হলে গর্ভবতীদের গর্ভপাত হতে পারে।

যে প্রোডাক্টগুলো ফেরত নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশই রয়েছে ব্রুকলিনের আইসক্রিম হাউসসহ নিউইয়র্কের অন্যান্য সুপারমার্কেটে। রয়েছে নিউজার্সি ও ওহাইওর সুপারমার্কেটে রয়েছে অনেক আইসক্রিম।

দোকানগুলোর শেলফে দীর্ঘসময় আইসক্রিম তুলে রাখা যায়। তাছাড়া যারা ঘরে নিয়ে যায় তারাও দীর্ঘ সময় ফ্রিজে রেখে আইসক্রিম খায়। এ অবস্থায় ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম ফেলে দেওয়ার নির্দেশনাই দিয়েছে এফডিএ।

যে আইসক্রিমগুলো ফেরত নেওয়া হচ্ছে সেগুলো সফট সার্ভ হিসেবে পরিচিত। আরেকটি নাম রিয়েল কোশের আইসক্রিম।

রিয়েল কোশের আইসক্রিম খেয়ে এরই মধ্যে নিউইয়র্কে দুইজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত কারো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

অন্য প্রডাক্টটির নাম সফট সার্ভ অন দ্য গো। আরো নাম যেমন সফট সার্ভ অন দ্য গো ভ্যানিলা চকোলেট, সফট সার্ভ অন দ্য গো র্যাজল, সফট সার্ভ অন দ্য গো ক্যারামেল, সফট সার্ভ অন দ্য গো পারভে ভ্যানিলা চকোলেট, সফট সার্ভ অন দ্য গো সরবেট স্ট্রবেরি ম্যাংগো, সফট সার্ভ লাইট পিনাট বাটার।

করোনায় আক্রান্ত জিল বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

আক্রান্ত হয়েছিলেন জিল বাইডেন। আর ৮০ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত বছরের জুলাইয়ে করোনায় আক্রান্ত হন।

জিল বাইডেনের কমিউনিকেশন ডাইরেক্টর এলিজাবেথ আলেজান্দারের পাঠানো বিবৃতিতে জানানো হয়, জিল ডেলাওয়ারের রেহোবথ সৈকতে তাদের বাড়িতে থাকবেন। বাইডেন সোমবার সন্ধ্যায় ডেলাওয়ার থেকে একা ফেরন হোয়াইট হাউজে।

হোয়াইট হাউস জানায়, জিল বাইডেন করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ওই দিন সন্ধ্যায় বাইডেনেরও করোনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় বাইডেনের করোনা নেগেটিভ আসে।

ফার্স্ট লেডি করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বাইডেনের বিদেশ ভ্রমণে কোনো প্রভাব পড়বে কি না, তা স্পষ্ট করেনি হোয়াইট হাউস। তবে বাইডেনের সাপ্তাহিক সময়সূচির ঘোষণায় আগামী বৃহস্পতিবার তার নয়াদিলি সফরের উলেখ রয়েছে এবং রোববার হ্যানয়তে যাওয়ার কথা রয়েছে বাইডেনের।

জালালাবাদে এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি

(শেষের পাতার পর)

লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী । তিনি সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান বরাবর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন জানা গেছে। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এটর্নী মঈন চৌধুরীর পদত্যাগ প্রাপ্তির কথা নিশ্চিত করেছেন।

পদত্যাগের ব্যাপারে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, জালালাবাদবাসীর প্রিয় সংগঠন নিয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার উদ্ভব হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি অফিস তা তদন্ত করছেন। কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট ও নিরপেক্ষতার কথা বিবেচনা করে আমি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সভাপতি বরাবর পত্র পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন আর অর্থ নিয়ে যা ঘটলো তা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে এখনও সময় আছে উভয় পক্ষই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব। এতে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ঐতিহ্য রক্ষা পাবে।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

প্রকৃত গণতন্ত্র আসতে পারে যেভাবে

(৫ পাতার পর)

তারা মনে করেন, দলের হাল ধরে রাখা দলীয়প্রধানকে প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ/নির্বাচন করা হলে দলকে সময় দেবে কে, যে দল টিকে না থাকলে রাজনীতিই টিকবে না? উন্নত ও টেকসই গণতন্ত্রের দেশসমূহে এ ধরনের রাজনৈতিক শ্রমবিভাজনের বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। এতে ক্ষমতার ভারসাম্যও রক্ষিত হয়, কাউকে আর ফ্যাসিবাদী কিংবা স্বৈরতন্ত্রীতে পরিণত হতে হয় না।

বিরোধী দল হিসাবে বিএনপি কর্তৃক একটি ৩১ দফা সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়েছিল, যার কোথাও হেরিডিটারি পলিটিক্স নিরুৎসাহিত করা হবে, এ ধরনের কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাহলে মুক্ত গণতন্ত্রের ততধিক মুক্ত বাতাস আর কীভাবে বইবে? তাদের একটি প্রস্তাবে আছে-পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। প্রশ্ন হলো, যারা ইতোমধ্যেই তিন/চার টার্ম দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে সংস্কারের এ ধারাটি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে? যদি সত্যি সত্যিই সংস্কারের এ প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান সংশোধিত হয়, তবে বিষয়টি নির্দিষ্ট করা না থাকলে কারও কারও ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে টার্মের সংখ্যা হয়ে যেতে পারে পাঁচ/ছয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব ঘোষিত একটি সংস্কার প্রস্তাবে আছে-আস্থা ভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, এমন বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে। ভালো কথা। তবে দলটি এ বিষয়ে জাতিকে পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারত। কারণ, ৭০ অনুচ্ছেদ দীর্ঘ অনুভূত একটি ক্ষতচিহ্ন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব ঘোষিত একটি সংস্কার প্রস্তাবে আছে-আস্থা ভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, এমন বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে। ভালো কথা। তবে দলটি এ বিষয়ে জাতিকে পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারত। কারণ, ৭০ অনুচ্ছেদ দীর্ঘ অনুভূত একটি ক্ষতচিহ্ন। অতীতে রাজা-বাদশারাও অমাত্য ও পারিষদবর্গকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এ সুযোগ আদায় করে নিতে হচ্ছে।

অতীতে রাজা-বাদশারাও অমাত্য ও পারিষদবর্গকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এ সুযোগ আদায় করে নিতে হচ্ছে।

প্রকৃত গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সূচনা থেকেই লক্ষ করা গিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীদের এ ক্ষমতার কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায় (অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৬)। আর এজন্যই 'সংসদীয় স্বৈরাচার' এসব বিশেষণ বিরোধী দলগুলো আরোপ করার সুযোগ পায়, যেহেতু বাংলাদেশের পার্লামেন্ট প্রধানমন্ত্রীনির্ভর।

এদেশে প্রায়ই শোনা যায়-আর নেতা কোথায়, নেতা কোথায়? ধারণাটি সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। দেশের বর্তমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে অগণন সম্ভাবনাময় নেতা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, যারা সুযোগের অভাবে তাদের মেধার অবদান রাখতে পারছেন না। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সৎ-উদীয়মান বহু তরুণ রয়েছে, যারা স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ সভাপতির পদ অলংকৃত করে নিজেদের নেতৃত্ব-প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। কিন্তু এ দুটি রেজিমের অধীনস্থ দলীয় পরিচয়ধারীদেরই বারংবার এসব পদে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রকৃত গতিশীল ও কার্যকর নেতৃত্ব বিকাশের আকাঙ্ক্ষা চাপাই পড়ে থাকছে। আর রাজনীতি দুর্বৃত্তদের হাতে চলে যাওয়ায় অনেকেই রাজনীতি নামক ক্ষেত্রটিতে আসতে অনাগ্রহী। নেতৃত্বের অনেক ধরন আছে, গতানুগতিক নেতৃত্বের স্টাইলকে পরিহার করে যেগুলোর চর্চা হওয়া জরুরি। আমাদের দেশে উত্তরাধিকারের যে রাজনীতি প্রচলিত আছে সেটিও ছিল খুব একপেশে, এজন্য রাজনীতিতে মাহী বি. চৌধুরী ও সোহেল তাজের মতো ছেলেদের স্থান হয় না। তারাও ছিলেন যোগ্য ব্যক্তিদেরই সন্তান।

প্রত্যেককেই প্রজা বাৎসল্যের স্থলে নাগরিক বৎসল হওয়ার সুযোগ দেওয়া, দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বে শুদ্ধতা আনয়ন, বিবেকচালিত সমাজ গড়ে তোলা, ভৌত উন্নয়নের পাশাপাশি নৈতিক উন্নয়ন-এসবই একমাত্র নিশ্চিত করতে পারে প্রকৃত গণতন্ত্র, যেটির জন্য জনগণ এখনো জীবন দিচ্ছেন। জীবনের এ উৎসর্জন বন্ধ হোক।

লেখক: প্রাবন্ধিক, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us



মেসির দুর্দান্ত গোলে আর্জেন্টিনার জয়

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে ৯ মাস। এরইমধ্যে শুরু হলো পরবর্তী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার মিশনে ইকুয়েডরের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। অধিনায়ক লিওনেল মেসির একমাত্র গোলে লাতিন আমেরিকার বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচে ১-০ গোলের জয় পেয়েছে আলবিসেলেস্তেরা।

২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা বসবে ফুটবলের ২৩তম বিশ্বকাপ। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে আসন্ন টুর্নামেন্টটি। বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা পেতে বাছাইপর্বের প্রথম দিনে মাঠে নামে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বুয়েনস আইরেসের স্তাদিও মনুমেন্তালে শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় মাঠে গড়ায় ম্যাচটি।

কাতার বিশ্বকাপের পর চার ম্যাচ খেললেও এর সবই ছিল প্রীতি ম্যাচের অধীনে। সেই অর্থে, বিশ্বকাপ ফাইনালের পর এটাই ছিল আর্জেন্টিনার প্রথম বড় পরীক্ষা। তবে ঘরের মাঠে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভালোই পরীক্ষা নিয়েছে লাতিন আমেরিকান আরেক প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। যদিও বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল আর্জেন্টিনাই।

তবে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনার একটি শটও অন টার্গেট ছিল না। নিজেদের প্রতিরোধের দেয়ালও ধরে রাখতে সমর্থ হয় ইকুয়েডর। প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের গোলবারে ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে আরও ধার বাড়ায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ফলাফলও আসে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে। ৭৮তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে বিপজ্জনক জায়গায় লাওতারো মার্টিনেজকে ফাউল করে বসেন ইকুয়েডরের এক ফুটবলার। ক্যারিয়ারে অসংখ্যবার এমন পজিশন থেকে ফ্রি-কিকে গোল করেছেন মেসি। আজও জাল খুঁজে পেতে ভুল হলো না। মেসির দুর্দান্ত গোলে লিড নেয় স্বাগতিকরা। আর তাতে উল্লাসে মাতে পুরো বুয়েন্স আয়ার্স। আর এরই মধ্য দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্রথম গোল পেলেন মেসি।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার পরবর্তী ম্যাচ বলিভিয়ার বিপক্ষে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ২ টায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বও শুরু হবে এ বছরই, এশিয়ায় আগামী মাস থেকে ও আফ্রিকায় নভেম্বর থেকে। উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্ব শুরু হবে আগামী বছর। ইউরোপের বাছাইপর্ব শুরু হবে ২০২৫ সালে।

আফ্রিদি-রউফ-নাসিমদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শোয়েব আখতার

স্পোর্টস ডেস্ক: এশিয়া কাপের চলমান আসরে রীতিমতো উড়ছেন পাকিস্তানের তিন তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ এবং নাসিম শাহেরা। তাদের অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স দেখে মুগ্ধ দলটির সাবেক তারকা ক্রিকেটাররা। শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফদের পারফম্যান্স দেখে পাকস্তিানের সাবেক তারকা ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের স্মৃতিতে ভেসে উঠছে ওয়াসিম আকরাম ও ওয়াকার ইউনিসের ক্যারিয়ারের সেরা সময়গুলো।



এ ব্যাপারে স্টার স্পোর্টস আয়োজিত এক অনলাইন আলোচনায় ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুত গতির পেসার শোয়েব আখতার বলেন, 'এই তরুণেরা খুব, খুব মেধাবী। আমি খুশি পাকিস্তান বারবার এমন ফাস্ট বোলার তুলে আনতে পারে।'

ওয়াসিম আকরাম এবং ওয়াকার ইউনিসের পেস আক্রমণ একসময় বিশ্বের অন্যতম সেরা ছিল। গতি, রিভার্স সুইং দিয়ে প্রতিপক্ষের বুকে কাঁপুনি ধরাতে সিদ্ধহস্তই ছিলেন তারা। দুজন মিলে ওয়ানডেতে ৯০০-র বেশি উইকেট শিকার করেছেন।

শোয়েব আখতারের মনে পড়ে যাচ্ছে ওয়াসিম-ওয়াকারের সেসব দিন। তিনি বলেন, 'এই পেস আক্রমণ আমাকে পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় "টু ডব্লিউস (ওয়াসিম ও ওয়াকার)"-এর কথা। তারা আত্মবিশ্বাসী। উইকেট নেওয়ার মানসিকতা আছে।'

শোয়েব আখতার আরও বলেছেন, 'আমি বলব শাহিন শাহ আফ্রিদি এখন তার ক্যারিয়ারের চূড়ায় আছে। হারিস রউফেরও শাহিনের মতো উইকেট নেওয়ার মানসিকতা আছে।'

পাকিস্তানের ২০ বছর বয়সী তরুণ পেসার নাসিম শাহ প্রসঙ্গে শোয়েব আখতার বলেন, 'আমি শুধু নাসিমকে বলব উইকেট নেওয়ার মতো আরও ডেলিভারি করতে, অনেক স্টক ডেলিভারি করার মতো বোলার হওয়ার দরকার নেই। সে শাহিনের চেয়ে বলে বেশি সিম করালে আরও সুযোগ তৈরি করতে পারবে।'

এশিয়া কাপের চলতি আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হয় ভারত। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মারা ব্যাটিং করার পর পাকিস্তান ব্যাটিংয়ে নামার আগে শুরু হয় বৃষ্টি। যে কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। রোববার সুপার ফোরের ম্যাচে ফের ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট পেতে লাগবে ৫৭ লাখ রুপি!

স্পোর্টস ডেস্ক: আগামী ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে এই দুই প্রতিবেশী দেশের যেকোনো ম্যাচেরই আবেদন অন্য রকম। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা যে তুঙ্গে থাকবে তা অনুমেয়। কিন্তু এই দুই দলের ম্যাচের টিকিট নিয়ে যা হচ্ছে, তা রীতিমতো অকল্পনীয়। হাই ভোল্টেজ এই ম্যাচের একটি টিকিট কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে ৫৭ লাখ রুপিতে!

বিশ্বকাপ উপলক্ষে গত ২৫ আগস্ট থেকে টিকেট বিক্রি শুরু করেছে আইসিসি ও বিসিসিআই। বিশ্বকাপের অফিশিয়াল টিকেটিং পার্টনার বুকমাইশো।

অনলাইন টিকেট বিক্রির ওয়েবসাইটটিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য ছাড়া সব টিকেট ইতোমধ্যে বুক হয়ে গেছে। গত ২৯ আগস্ট ও ৩ সেপ্টেম্বর ছাড়া হয়েছিল ১৪ তারিখের ম্যাচ টিকেট। ছাড়ার অল্প সময়েই শেষ সব।

দর্শকরা বুকমাইশোর ওয়েবসাইটে ঢুকে হতাশই হয়েছেন। সেই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে ভারতের টিকেট বিক্রির সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট ভায়াগোগো। তাদের ওয়েবসাইটে সব ম্যাচেরই টিকেট পাওয়া যাচ্ছে।

মূলত, বুকমাইশো থেকে টিকেট কিনে তারা চড়া দামে বিক্রি করছে। যাতে টিকেটের দাম সর্বোচ্চ ৫৭ লাখ রুপিতে পৌঁছেছে।

শুধু যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট নিয়েই সমর্থকদের অসন্তোষ, তা নয়। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচের টিকিটও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। ভিয়াগোগো ওয়েবসাইটে ওই ম্যাচের টিকিটের দাম ৪১ হাজার থেকে ৩ লাখ রুপিতেও বিক্রি হচ্ছে। ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার রুপি।





ফিফা প্রীতি ম্যাচে আফগানিস্তানের সঙ্গে ১-১ গোলে বাংলাদেশের ড্র

স্পোর্টস ডেস্ক: প্রথম ম্যাচে ছিল গোল না করার ব্যর্থতা। সেটি কাটিয়ে উঠতে গোল করার দিকেই মনোযোগী ছিল বাংলাদেশ। আজ ফিফা প্রীতি ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় শেষ ম্যাচটিতে সেই খরা কাটানো গেলেও জয় থেকে গেলো অধরাই। কাঙ্ক্ষিত সেই গোল এসেছিল। তবে পিছিয়ে থাকার পর। দ্বিতীয়ার্ধে আফগানরা এগিয়ে গেলে শেখ মোরসালিনের গোলে সমতায় ফিরতে সময় নেয়নি বাংলাদেশ। তবে জিততে মরিয়া চেষ্টা করলেও ব্যবধান আর বাড়ানো যায়নি। তাতে দ্বিতীয় ম্যাচটিতে আফগানিস্তানের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছেড়েছে স্বাগতিক দল।

বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় গত ৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ দল আগের ম্যাচের একাদশ নিয়ে মাঠে নেমেছিল। বিপরীতে আফগানরা তিনজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করেছে। ম্যাচের শুরু থেকে আফগানরা কিছুটা চাপিয়ে খেলার চেষ্টা করে। তবে গোলকিপার আনিসুর রহমান জিকোর বড় পরীক্ষা নিতে পারেনি। তার মধ্যে ১৬ মিনিটে ডাগ আউটে দেখা দেয় উত্তেজনা। একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন বাংলাদেশ দলের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন ও আফগানদের হেড কোচ আব্দুল্লাহ আর মুতাইরি। মুতাইরিকে তো বাকিরা ধরে রাখতে পারছিলেন না। বার বারই স্বাগতিকদের টেন্টের দিকে তেড়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। এক পর্যায়ে নেপালের রেফারি এই দুই কোচকে লাল কার্ডে মাঠ ছাড়া করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বাংলাদেশ ৪-৪-২ ফর্মেশনে খেলে শেষের দিকে বলতে গেলে আক্রমণে গেছে। ৩৪ মিনিটে জামালের জোরালো শট ক্রস বারের অনেক দূর দিয়ে গেলে হতাশ হতে হয় তাদের। পরের মিনিট থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। ৬ মিনিট পর বাংলাদেশ প্রথম অন টার্গেট শট নেয়। সোহেল রানার পাসে রাকিব হোসেন বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শট নিলেও গোলকিপার দুই হাত প্রসারিত করে গোল হতে দেননি। যোগ করা সময়ে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সোহেল রানার কর্নারে জামালের জোরালো শট ক্লিয়ার করেন আফগান এক ডিফেন্ডার।

বিরতির পর শুরুতেই সাদ উদ্দিন চলে আসেন একাদশে। তবে আফগানরা আক্রমণ হেনে গোল করে এগিয়ে গেছে। ঢাকার মাঠে খেলা ওমিদ পোপালজাইয়ের কর্নারে জাবার সারজা দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে জোরালো হেডে বাংলাদেশের গোলকিপারকে পরাস্ত করেছেন। ৫৬ মিনিটে তৌফি সেকান্দারির জোরালো শট দূরের পোস্ট দিয়ে গেলে অতিথিদের ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি। পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ দারুণভাবে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে। ৬১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জামালের ফ্রি-কিক ক্রস বারের ওপর দিয়ে গেলে সুফল পাওয়া যায়নি। তবে পরের মিনিটে বাংলাদেশ ঠিকই ম্যাচে সমতা আনে। ডান প্রান্ত দিয়ে বিশ্বনাথ বক্সে ঢুকে দারুণ এক পাস দেন মোরসালিনকে। ৬ গজ দূরত্ব থেকে এই ফরোয়ার্ড ফাঁকায় আলতো টোকায় বল জালে জড়িয়েছেন। এ নিয়ে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে তৃতীয় গোল বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারের।

তার পর আক্রমণে চাপ ধরে রেখে একের পর এক সুযোগ তৈরি করে স্বাগতিকরা। ৬৮ মিনিটে আফগানদের একজনের হাতে বল লাগলে বাংলাদেশ পেনাল্টির জোরালো আবেদন করলেও রেফারি সেটি আমলে নেননি। ৭৮ মিনিটে মোহাম্মদ সোহেল রানার কাটব্যাক থেকে বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি মোরসালিন। ৮৫ মিনিটে কর্নার থেকে বিশ্বনাথের হেড এক ডিফেন্ডার ক্লিয়ার করলে আবার হতাশ হতে হয় তাদের। নাহলে ফল ভিন্ন হতে পারতো।

পরের মিনিটেও জামালের কাটব্যাকে বদলি নামা ফাহিম লক্ষ্যে শট নিতে পারলে জয় দেখতো পেতো বাংলাদেশ। যোগ করা সময়ে বেঞ্চ থেকে আফগানদের একজনকে লাল কার্ড দেখানো হয়। তবে তাতে ম্যাচের স্কোরলাইনে কোনও পরিবর্তন আসেনি।



ঢাকায় দৈনিক পূর্বাভাস'র নতুন কার্যালয় উদ্বোধন

ঢাকা ডেস্ক: সাবেক এমপি এ্যাডভোকেট হোসনে আরা আহসান বলেছেন দৈনিক পূর্বাভাস সমৃদ্ধ দেশ গড়ায় ভূমিকা রাখবে। ত্রিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী.....গণমাধ্যম.....দৈনিক পূর্বাভাস্থর নতুন কার্যালয় উদ্বোধনকালে তিনি এই কথা বলেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে ২৭/৭ তোপখানা রোডস্থ কার্যালয়ে প্রধান সম্পাদক আইয়ুব রানার সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোমিন মেহেদীর সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন অনলাইন প্রেস ইউনিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, দৈনিক পূর্বাভাস্থর সহ সম্পাদক সোনিয়া দেওয়ান প্রীতি, ওয়াজেদ রানা, মনির জামান প্রমুখ। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ডঃ অধীর চন্দ্র সরকার।

অনুষ্ঠানে এ্যাডভোকেট হোসনে আরা আহসান বলেন, মোমিন মেহেদীর হাত ধরে দৈনিক পূর্বাভাস এগিয়ে যাবে বহুদূর, আলোকিত হবে আগামীর সংবাদমাধ্যম। দেশ দুর্নীতিমুক্ত হলে সাধারণ মানুষ ভালো থাকবে। এ আয়োজনে প্রধান অতিথির হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন পূর্বাভাস পরিবার। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক পার্টির লেবার ডে'র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: গত ৩ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এস্টোরিয়াস্থ হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে জাতীয় শ্রমিক পার্টি লেবার ডে উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন আলীর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি ফেরদৌস আলম ভূইয়া, সদস্য হাজী আবুল খায়ের, সদস্য ওয়াজেদ আলী, সাইফুলইসলাম ও মনির আহমেদ।

সভায় বলা হয় যে, আমেরিকায় শ্রমিকদের অবদানের প্রতি সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার লেবার ডে উদযাপন করা হয়। সেই দিন শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। তারই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস ১৮৯৪ সালের এই দিনে ফেডারেল হলিডে ঘোষনা করে। এছাড়াও লেবার ডে'র দিনটিকে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রশাসনে সংস্কার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: আব্দুল হালিম

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর : দলীয়করণ বন্ধ করে প্রশাসনে সংস্কার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, উল্লেখ করে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এএসএম আব্দুল হালিম বলেছেন, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। কিন্তু রাষ্ট্রের মালিকানা এখন জনগণের হাতে নেই।

সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সুবিধা দিয়ে নিজেদের লোক বসিয়ে রেখেছে। নির্দলীয় সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভব নয় বলে জানান তিনি।

শনিবার 'সর্বব্যাপী দলীয়করণ ও সাজানো প্রশাসন- অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অন্তরায়' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন এএসএম আব্দুল হালিম। জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সেমিনারের আয়োজন করে পলিসি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি (পিএমআরএস)। পিএমআরএসের চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব মো. ইসমাইল জবিউল্লাহর সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এএসএম আব্দুল হালিম বলেন, বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় গণতন্ত্র ও বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক জনগণের ভোটাধিকার হরণ। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। কিন্তু রাষ্ট্রের মালিকানা এখন জনগণের হাতে নেই। বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়েই নানাবিধ চালাকি ও হীন কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে সর্বব্যাপী দলীয়করণের মাধ্যমে নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। অথচ নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ।



সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সুনামগঞ্জের ছাতকে দুর্গম হাওরাঞ্চলের পূণ্যভূমি আলীগঞ্জ বাজারে সংবর্ধনা সভায়

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ







■ ছাতকের অন্যতম সংগঠক, জননেতা কবীর মিয়ার উদ্যোগে বহু মনিষীর চরণস্পর্শে আলীগঞ্জ বাজারে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা তৃণমূল জনসাধারণের একাংশ। ১০ আগস্ট ২০২৩

“আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি, একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিজের কণ্ঠে বলছি, সিলেটে এই বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।”

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity 888-212-3237

CDPAP SERVICES

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH INC.

সাহিত্য সাময়িকী

খাইখালাসি মন্ত্র
কাজল চক্রবর্তী

অনেকটা ঠিক মেঘের মতন ভেলকি দেখায়, ওড়ে
পালক ছিঁড়ে সুড়সুড়ি দ্যায় গভীর সমুদ্দুরে
একেই বলে জন্মের সেবা পাছাপেড়ে ঠাঁট
নিজের আয়ে করে দেখাক, পেরিয়ে চৌকাঠ

চাঁদের ফাঁকে ধুকছে সবাই মিলবে খাদ্য-রুজি
মিত্রো চলো সবাই মিলে সাপের জ্যোৎস্না খুঁজি
সাপের খোঁজে বীণ বাজবে সামান্য দিন পরে
গণতন্ত্রের গর্তে সাপ, বাঁকানো নদীর ঘরে
ঢ্যারা বাজবে, বাজবে কাঁসর বাজবে আরো বাদ্যি
ভাবের ঘরে সিঁদ কেটে যায়, ভোট বিয়ানো দত্যি

মানুষ ছিল এখনো আছে থাকবে ভবিষ্যতেও
উদোম ঘণ্টি পালটি খাবে, লুকিয়ে থাকবে ম্যাঁও
এমন পরিস্থিতিতে এবার নাচবে গণতন্ত্র
তন্ত্র গিয়ে আসবে গণ, খাইখালাসি মন্ত্র

তুমি এক ব্যথার নাম
এইচ বি রিতা

সন্ধ্যা ছাড়া রাতের কোন দিন নেই-আলো নেই
প্রভাতী কিরণ
বিনয়ে নত হৃদয়
উষ্ণ ছোঁয়া-কিচ্ছু নেই ।

সন্ধ্যা ছুঁলেই রাতের কোলে ঢলে পড়ে-
এক সবুজ অরণ্য
আসমান এসে চুমু খায় জমিনে
চাঁদটা এখানেই থেমে যায়; রাতের জন্য ।

সন্ধ্যা-তুমি রাতের এক অমীমাংসিত প্রশ্ন
গায়ে লেগে থাকা সুখ
কখনো নিঃসঙ্গতার ছাপ,
পোড়া হৃদয়ে ক্ষত হওয়া এক ব্যথার নাম!

মাটি ও মানুষ
শ্যামল বণিক অঞ্জন

মাটি ও মানুষের সম্পর্ক অনন্ত কালের-
মানুষ মাটির তৈরী,
গ্রন্থ বলে এমন কথা;
একদিন আবার মাটিতেই বিলিন হয় মাটির দেহখানি ।

কেউ মাটির টানে মাটি করে জীবনের মূল্যবান অধ্যায়,
পড়ে থাকে মাটি কামড়ে মাটির মায়ায় আবদ্ধ হয়ে ।
কারো সুখ, স্বপ্ন, আশা মাটি হয় এই মাটির বুকে;
আবার কেউ রচনা করে দুর্দান্ত বহুমাত্রিক ইতিহাস,
সাফল্যের সোপানে ভেসে বেড়ায় আমৃত্যু ।

মাটি আর মানুষ, মা আর সন্তান তুল্য-
জন্ম-জন্মান্তর বন্ধনে আবদ্ধ ।
মাটিও নি:স্বার্থভাবে দিয়ে যায় দুহাত ভরে সর্বস্ব,
মানুষও বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-
মাটির মর্যাদা রক্ষায় ।

পোতাশ্রয় তরঙ্গ দানা বাঁধছে
তমিজ উদ্ দীন লোদী

পোতাশ্রয় তরঙ্গ দানা বাঁধছে
সমুদ্র তলদেশে যেন এক নীরব ঝড়
লোকচক্ষুর আড়ালে একত্রিত হচ্ছে ঢেউগুলো
কখন যে তা আছড়ে পড়বে উপকূলে!

আর আমরা বলব সুনামি
ঘর-দোর, ইমারত খোলামকুচির মতো ভেসে যাবে
ভেসে যাবে ছোট-বড় স্বপ্নগুলো

পোতাশ্রয় তরঙ্গ দানা বাঁধছে
আমরা হাঁটছি ভয় ও অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে ।

একটি গুপ্ত গল্প
সাজ্জাদুর রহমান

প্রিয় সব গল্পের ভেতরে তোমার গল্পটি
অনেকটাই আলাদা গোছের ছোঁয়াচে
যেনো নতুন দাঁত ওঠা বিহঙ্গ হাসির পরশ
নয়তো যৌবনের প্রথম শিহরণ তাড়িত স্পর্শ ।

বিশ্ব তোলপাড় করা বিবাগি সেতারের নীলকান্না
বেজেছিলো যেমন বেহুলার ভাঙা বুক একদা
মেঘপুঞ্জে ফোটা জ্যোৎস্নার ফুল থেকে ঝরেছিলো
যে শিশিরের স্পর্ধা মিশ্রণ মহাতট
তোমার গল্পটি সেই মহাতটের নেশাক্ত ক্ষরণ ।

তুমিতো নিবিড় ডাকো প্রিয়-অপ্রিয় জাদুঘরে
চোখের হাসিতে বোহেমিয়ান বর্ষাপ্লাবন
ওষ্ঠাগ্রে ঝুলবারান্দার অশ্লীল রোদ্দুর পোড়ায় তীব্র বাসনা
গোধূলির বিবস কুয়াশা নিঃসঙ্গ বেদনাকে উস্কে দেয়
গোপন পিপাসার উত্তাপ ছড়িয়ে বিমূর্ত হর্ণ বাজে
গল্পের প্রতিটি মুদ্রণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ।

বস্তুত চূড়ান্ত ভেতরের গোপন কক্ষে
উপমার গূঢ় রসায়নে এক টি গল্পের গুপ্ত চলা ।



কবি
দেওয়ান নাসের রাজা

শিশিরের ফোঁটার মত কবিতা আজকাল ঝরে-
তার উঠোনের দূর্বাঘাসের ওপর ।
ঘোড়দৌড় যেমন বা অ্যারোবিক রেস এর মত
লিখছেন তিনি প্রতিদিন ।
ফুলের মেলায় প্রজাপতির ডানায় উড়ো মন তার
চারদিকে ঘোরলাগা দৃষ্টি
লোকজন দেয় স্বতঃস্ফূর্ত করতালি
দরদি ভরাট কণ্ঠ শোনে ।

পরিচিত সম্পাদক তার লেখা
যত্ন সহকারে ছাপাখানায় পাঠান ।
আজ এই অনুষ্ঠানে আবার
অন্য আসরে যেতে হয় কাল ।

লোকের গুঞ্জন মুখে
এবারই হয়তো জুটবে সাহিত্য পুরস্কার
শক্তিমান এক কবি তিনি ।

অবিরাম লিখছেন তিনি- ক্লান্তিহীন
সুখী এক পৃথিবীর কথা ।
ডানা ভেঙে পড়ে গেলে পাখি
দৃষ্টি আচমকা এড়িয়ে যায়
দিন আনতে পান্তা ফুরায়-ঘুমহীন কাটে দীর্ঘ রাত
অথচ বসন্তে কোকিলের গান তার আঙ্গিনায় ।

সমস্যা সরিয়ে দূরে কবিতার জগতে
বসতি তার ।

জিন্দে অলির কবিতা
মাহমুদ নোমান

আসো প্রেম কায়েম করি
পথকে সহজ করে

আসো মিলিয়ে নিই
রোদের রোমাঞ্চ,
আঁধারের কৌমার্য
হেসে হেসে পথ ধরি
মাহমুদ নোমানের...

আসো জেগে উঠি
মাটির চরণ্ডে-

আসো প্রেম কায়েম করি
আসো প্রার্থিত চুম্বনে...

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



জয়ের স্কুলে বীরকেও ভর্তি করালেন শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার নায়ক শাকিব খান। তার দুটি সন্তান আছে। একজন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের গর্ভজাত, আব্রাহাম খান জয়। অন্যজন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলীর গর্ভের, নাম শেহজাদ খান বীর।

দুই স্ত্রীর সঙ্গেই সংসার জীবনের ইতি টেনেছেন শাকিব। তবে সন্তানদের জন্য দুই সাবেক স্ত্রীর সঙ্গেই রয়েছে যোগাযোগ। কিছুদিন আগে আমেরিকায় বড় ছেলে জয়কে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন সঙ্গে ছিলেন অপু বিশ্বাস। দেশে ফিরে শাকিব বলেছেন, বীরকেও আমেরিকায় নিয়ে যাবেন।

এদিকে জয় পড়াশোনা করছে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিকের আইএসডি স্কুলে। এবার ছোট ছেলে শেহ্জাদ খান বীরকেও একই স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন শাকিব খান। গতকালই ছিল স্কুলের প্রথম দিন। এদিন ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গেলেন শাকিব নিজেই। সঙ্গে ছিলেন বীরের মা বুবলী।

তিনজন মিলে তুলেছেন হাস্যোজ্জ্বল ছবি। আর সেসব ছবি বুবলী ফেসবুকে নিজের পেজে শেয়ারও করেছেন। এ প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, 'আজকের দিনটি (৭ সেপ্টেম্বর) আমার জন্য অনেক আবেগ, ভালোবাসা এবং মায়ার। কারণ আজ আমাদের শেহ্জাদ বাপজানের স্কুলের প্রথম দিন।'

'তৈলমর্দন' ছাড়া পুরস্কার পাওয়া যায় না -কুমার শানু

বিনোদন ডেস্ক: ভারতীয় সিনেমার সফল গায়ক কুমার শানু। তার শয়ে শয়ে কালজয়ী গান এখনও শ্রোতা-দর্শকদের মুখে মুখে। কিন্তু আজও তিনি জাতীয় সম্মাননা পাননি। এ নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে কুমার শানুর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে শানু বলেন, তেল দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে এ সম্মাননা পাওয়া যায় না।

অথচ 'কিং অব মেলোডি' বাঙালী এই কণ্ঠশিল্পী একসময় দাপিয়ে কাজ করেছেন বলিউডে। নব্বইয়ের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক তিনি। তার কালজয়ী, নন্দিত গানের তালিকা বেশ লম্বা। তিনি পেয়েছেন অনেক সম্মাননা। কিন্তু তার হাতে কখনো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উঠেনি। অবশ্য এ নিয়ে আক্ষেপ নেই কুমার শানুর, এসব নিয়ে ভাবেনও না।

আক্ষেপের প্রসঙ্গ উঠতেই ক্ষোভ ঝাড়লেন কুমার শানু। তিনি বলেন, হয়তো আমার জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। আমার পদ্মভূষণও পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি এখন আর এসব নিয়ে ভাবি না। খারাপ তো লাগেই, কষ্ট হয়। তবে আমি এটাও বুঝি যে তৈলমর্দনের ক্ষমতা না থাকলে এসব সম্মান পাওয়া যায় না।

কুমার শানু আরও বলেন, তেল না দিতে পারলে আপনি পুরস্কার পাবেন না। আপনার যদি তোষামোদ করার গুণ না থাকে, তাহলে আপনি এটা পাবেন না। আমি এখন বুঝি, এমনকি মানুষও বোঝে। কেউ তখনই পুরস্কার পায়, যখন তার নাগাল উচ্চমহল পর্যন্ত যায়। স্বাভাবিকভাবে এই পুরস্কার পাওয়া বেশ কঠিন।'

কিছুটা আক্ষেপের সুরেই কিংবদন্তি এই গায়ক বলেন, আমি কখনো এসবে মনোযোগ দিইনি। কে কী করছে, তাতে আমার যায় আসে না। সরকার যখন মনে করবে আমাকে পুরস্কার দেওয়া দরকার, তখন দেবে। তারা যদি না দেয়, আমার কী করার আছে?' কুমার শানু হিন্দি ছাড়াও গান গেয়েছেন বহু ভাষায়। টানা পাঁচবার ফিল্মফেয়ারে শ্রেষ্ঠ গায়কের পুরস্কার পাওয়ার রেকর্ড তার দখলে। ২০০৯ সালে তাকে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রীতে ভূষিত করে ভারত সরকার। তবে সেই পুরস্কারপ্রাপ্তির পর ১৪ বছর কেটে গেলেও আজও কুমার শানুর হাতে ওঠেনি জাতীয় পুরস্কার।



আগস্টের শেষে ঘোষণা করা হয়েছে চলতি বছরের ভারতীয় জাতীয় পুরস্কারজয়ীদের তালিকা। ৬৯ তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে সেরা প্লেব্যাক গায়কের সম্মান পেয়েছেন কাল ভৈরব। 'আরআরআর' সিনেমার 'নাটু নাটু' গানটি গেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, সেরা প্লেব্যাক গায়িকার সম্মান পেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল।

নতুন খবর দিলেন জায়েদ-সায়ন্তিকা



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জায়েদ খান ও কলকাতার অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি জুটি বেঁধে 'ছায়াবাজ' নামের ছবির শুটিং করছেন। ছবিটির শুটিং শেষ না হতেই আরও একটি নতুন সিনেমায় জুটি হওয়ার সুখবর দিয়েছেন জায়েদ-সায়ন্তিকা। নতুন ছবিটির নাম 'টাইগার'। এ সিনেমাটি পরিচালনা করবেন কামরুজ্জামান রুমান। বৃহস্পতিবার সিনেমাটিতে চুক্তিবদ্ধ হন জায়েদ-সায়ন্তিকা। জায়েদ খান নিজেই সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জায়েদ খান বলেন, 'ছায়াবাজ' সিনেমার প্রথম লটের শুটিং শেষ করে ঢাকায় ফিরলাম। বিমানবন্দরে বসেই নতুন সিনেমা 'টাইগার'-এ চুক্তিবদ্ধ হয়েছি।

'ছায়াবাজ' সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নিতে গত ৩০ আগস্ট সকালে সায়ন্তিকা ঢাকায় আসেন। তাজু কামরুল পরিচালিত 'ছায়াবাজ' সিনেমায় জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন জায়েদ-সায়ন্তিকা।

সায়ন্তিকাকে এর আগে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার সিনেমায় দেখা গেছে। ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'নাকাব' সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা ছিলেন টালিগঞ্জের এ অভিনেত্রী।

এর আগে ২৪ আগস্ট এক সপ্তাহের দুবাই সফর শেষে দেশে ফেরেন জায়েদ খান। এদিন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর বিমানবন্দরে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এ অভিনেতা। এ সময় এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, দিন দিন কীভাবে সুন্দর হচ্ছেন? জায়েদ খান জবাবে বলেন, আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে অভিনেতাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার তো সিনেমা নেই। এর পরও কীভাবে এত আলোচনায় থাকেন? এ প্রশ্নের জবাবে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির দুবারের সাবেক এই সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমার সিনেমা নেই, কে বলেছে আপনাকে? 'সোনার চর' কি আপনি করেছেন?

এর পর ওই সাংবাদিক সংশোধন করে ফের প্রশ্ন করে বলেন, অনেক দিন হয় আপনার সিনেমা নেই...। আর তখন জায়েদ খান বলেন, হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন। অনেক দিন হয় আমার সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না।

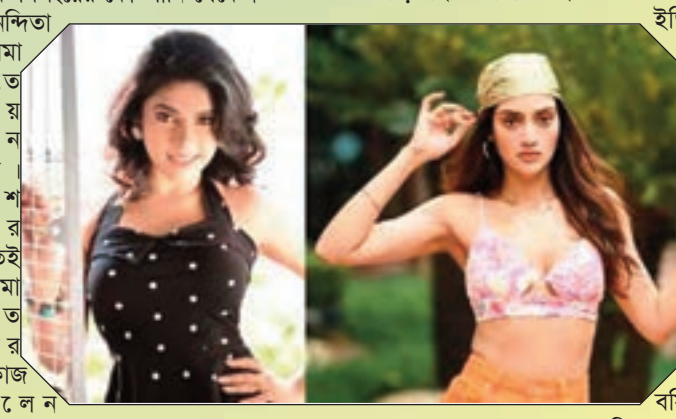
ফ্ল্যাট প্রতারণায় ইডির তলব কে এই রূপলেখা মিত্র?

বিনোদন ডেস্ক: ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণা মামলায় ইডি তলব করেছে অভিনেত্রী-সংসদ সদস্য নুসরাত জাহানকে। আগামী সপ্তাহে হাজিরা দিতে হবে নুসরাতকে। ইডি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এই মামলাতেই তদন্তকারী সংস্থা ডেকে পাঠাল আরও এক অভিনেত্রীকে। তার নাম রূপলেখা মিত্র।

নুসরাতের মতো প্রথমসারির নায়িকা না হলেও টালিউডের পরিচিত মুখ রূপলেখা। রাকেশ সিং যে কোম্পানির মাথা ছিলেন- সেই 'সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের' তিনজন ডিরেক্টর ছিলেন- রাকেশ সিং, নুসরাত জাহান এবং রূপলেখা মিত্র।

প্রথম দুজনের পর এবার তৃতীয় ডিরেক্টরকেও তলব করল ইডি। তদন্ত সূত্রে উঠে আসছে রাজারহাটে ফ্ল্যাট বিক্রির নামে ২০ কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে রাকেশ সিংয়ের কোম্পানি থেকে।

শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির সিনেমা 'ইচ্ছে'-তে অভিনয় করেছেন রূপলেখা। রাকেশ সিংয়ের প্রযোজনাতেই তৈরি সিনেমা 'কলি'তে নায়িকার চরিত্রে কাজ করেছিলেন রূপলেখা। ২০১৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই সিনেমা। যেখানে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ও অভিনয় করেছিলেন। ছিলেন তুলিকা বসু, রাজেশ শর্মা, খরাজ মুখোপাধ্যায়ের মতো টালিউডের নামি অভিনেতারা। ওড়িয়া সিনেমায়ও কাজ করেছেন রূপলেখা।



'সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের' বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন রূপলেখা মিত্র। নথিতে সই রয়েছে তার। বাজার থেকে যে ২০ কোটি টাকা তোলা হয়েছিল, তা কোথায় গেল? জানতে চায় ইডি। এই টাকা থেকে কারা লাভবান হয়েছেন? সংস্থার সঙ্গে নুসরাত জাহানেরই বা কী লেনদেন হয়েছে- এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে রূপলেখাকে।

গত ৪ সেপ্টেম্বও সোমবার ইডি অফিসে হাজির হয়ে নুসরাত তথা ওই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান একাধিক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পান্ডা।

অভিযোগকারীদের দাবি, সমবায়ের মাধ্যমে ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য টাকা জমা দিলেও আজ পর্যন্ত ফ্ল্যাট পাননি তারা। এ ঘটনায় অভিযোগ করা হয়েছে গড়িয়াহাট থানা এবং সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে। এর তদন্ত ক রে ছে ন কলকাতা পুলিশ ও ইডির গোয়েন্দারা। নুসরাতকে ইডি সমন পাঠিয়েছে এ খবর জানাজানি হওয়ার পর থেকেই আবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বসিরহাটের সংসদ সদস্য। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের তিনি জানান, এরকম যদি কোনো বিষয় থাকে আমি নিশ্চিতভাবে সহযোগিতা করব। যদি এমন কিছু সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যমতো তদন্তে সহযোগিতা করব।

মরক্কোয় ভূমিকম্পে প্রাণহানি ২ হাজার ছাড়াল



ঢাকা ডেস্ক, ১০ সেপ্টেম্বর : ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মরক্কোয় প্রাণহানি দুই হাজার ছাড়িয়েছে। গুরুতর আহত আরও প্রায় দেড় হাজার মানুষ। উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনী। বিগত একশ বছরেও এমন ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখেননি দেশটির বাসিন্দারা। মাত্র ২০ সেকেন্ডেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় কয়েকটি শহর। অনেকে ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারান। খবর রয়টার্সের।
এই ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে দেশটির আল হাউজ প্রদেশে। বাড়িঘর বিধ্বস্ত হওয়ায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছেন হাজার-হাজার মানুষ। এখনো বহু প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছাতে পারেনি জরুরি বিভাগের সদস্যরা। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোয়।
স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১১টা ১১ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার এ ভূমিকম্প আঘাত হানে। প্রথম ভূমিকম্পটির ১৯ মিনিট পর আরেকটি ভূকম্পন হয়। রিখটার স্কেলে দ্বিতীয় ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৯। রাতে প্রাণরক্ষায় অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। শনিবারও শত শত মানুষকে সড়কের পাশে বসে থাকতে দেখা গেছে।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্যমতে, মরক্কোর চতুর্থ বৃহত্তম শহর মারাকেচ থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলাস পর্বতমালায় ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়। উৎপত্তিস্থলের গভীরতা ছিল ১৮ দশমিক ৫ কিলোমিটার। মরক্কোর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভূমিকম্পে মারাকেচ, আল হাউজ, ওয়ারজাজেট, আজিলাল, চিচাউয়া, তারউদান্ত এলাকায় বেশি ক্ষতি হয়েছে। বেশিরভাগ প্রাণহানি ঘটেছে পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে দ্রুত পৌঁছানো কঠিন। তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ। আশ্রয়ের ব্যবস্থা, খাবারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার নির্দেশ দেন তিনি।

বিভক্ত সম্মেলনে কিভাবে ঐকমত্যে ফিরবে বিশ্ব?

ঢাকা ডেস্ক, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এবারের জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। বৃহৎ অর্থনীতি ও বিশ্বের শক্তিশালী নেতাদের মিলনমেলা এখন নয়াদিল্লি। যদিও প্রথমবারের মতো জি-২০'র বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।
অনুপস্থিত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। অর্থাৎ বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিগুলোর একটি বড় অংশ সম্মেলনে যোগ দেয়নি। শুরু থেকেই বিভক্ত এই সম্মেলনে বিশ্বনেতারা কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়নে আদৌ মতৈক্যে পৌঁছাতে পারবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে এরই মধ্যে আশার কথা হলো, অনেক বাগবিতণ্ডা ও বহু আলোচনার পর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের বর্ণনা দিতে জি-২০ সদস্য দেশগুলো 'একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে'। যৌথ ঘোষণার একটি পুনঃনির্ধারিত খসড়া প্রচার করেছে। সম্মেলন শুরুর দিকেই এই ঘোষণাটি আসে। ইন্ডিয়া টুডে, এএফপি, আলজাজিরা।
জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মতো বড় বড় ইস্যুগুলোতে গভীরভাবে বিভক্ত ছিল জি-২০ ব্লক। যুদ্ধে ইউক্রেনের সমর্থনে আছে



পশ্চিমা দেশ। অন্যদিকে রাশিয়ার পক্ষে চীন।
সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আশা করছেন শি ও পুতিনের অনুপস্থিতিতেও মার্কিন প্রভাব বিশ্বের কাছে তুলে ধরবেন। আর প্রমাণ করবেন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সমাধানের একটি মূল ফোরাম এই জোট। যদিও বৈঠকে একটি চূড়ান্ত বিবৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এখনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি সদস্য দেশগুলো।
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেন, 'আমরা মনে করি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বৈশ্বিক সহযোগিতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে এই সম্মেলন।' তবে একটি চূড়ান্ত বিবৃতিতে একমত হতে না পারাটাকে শীর্ষ সম্মেলনের একটি ব্যর্থতা হিসাবে দেখছেন তিনি।
‡হায়াইট হাউজের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, বেইজিংয়ের 'জবরদস্তিমূলক' বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি ভালো বিকল্প হিসাবে উদীয়মান দেশগুলোর জন্য বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বাড়ানোর পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হবে। কিন্তু সম্মেলনে শি আর পুতি‡নর অনুপস্থিতির পর জি-২০ জোট বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সহযোগিতার শীর্ষস্থানীয় ফোরাম হিসাবে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে।



রাজুব ভৌমিক : অনন্য এক বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ অফিসার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তিনজন পিএইচডি উপদেষ্টা পরপর ১১ বার প্রত্যাখ্যান করেন রাজুবকে। যা চরমভাবে নাড়া দেয় তাকে। এর পরই তিনি সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউ-নিভার্সিটিতে আরেকটি ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভর্তি হন এবং দুটি ডক্টরেট একসঙ্গে চালিয়ে যান। রাজুব তার দ্বিতীয় ডক্টরেট শেষ করে তৃতীয় ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভর্তির পরই তার প্রথম সেই ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। এভাবে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ডিগ্রি একসঙ্গে করে রাজুব ৩৪ বছর বয়সে মোট চারটি মাস্টার ডিগ্রি এবং চারটি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ অফিসার রাজুব ভৌমিক। নোয়াখালীর কবিরহাটে তার জন্ম। জ্ঞান অর্জনকে যিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ধারাবাহিকতায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন। এর মধ্যে রয়েছে মোট চারটি ডক্টরেট ডিগ্রি এবং চারটি মাস্টার ডিগ্রি। সেজন্য তাকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিক্ষিত পুলিশ স্বীকৃতি দিল ইউরোপের 'অফিশিয়াল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'। এতে তাকে পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষিত বলেও অভিহিত করা হয়। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে এসব ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এর পেছনের গল্প তুলে ধরা হলো আজ।

কুমিল্লা বোর্ডের আওতাধীন ওটারহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫ পেয়ে কৃতকার্য হলেও ২০০৪ সালে সরকারি মুজিব কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করেন রাজুব। পরে ২০০৫ সালে ফের পরীক্ষা দিয়ে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হন। ২০০৫ সালের শেষের দিকে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন। প্রথমে দেশটিতে ম্যাকডোনাল্ড রেস্তোরাঁয় চাকরি শুরু করেন। পড়াশোনার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা থেকেই ২০০৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শেফার্ড ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হন। কিন্তু কম সিজিপিএ'র কারণে ২০০৭ সালের শুরুর দিকে সেখান থেকে ছিটকে পড়েন। এতে দারুণভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। ২০০৭ সালের শেষ দিকে আবার নতুন করে স্নাতক ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা শুরু করেন। অবশেষে ২০১১ সালে তিনি আমেরিকান ইউ-নিভার্সিটি থেকে ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এতে বেশ আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় তার এবং দেরি না করেই মাস্টার্সে ভর্তি হন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি হওয়ায় ভর্তি প্রক্রিয়াতে বেশি সময় লাগেনি। মাস্টার্সের সব কোর্সে কোনোমতে পাস করলেও শেষ পরীক্ষায় পর পর দুবার ফেল করেন তিনি। তৃতীয় বার এই পরীক্ষায় ফেল করলে এই মাস্টার ডিগ্রি থেকে তিনি আজীবন বাদ হয়ে যেতেন। ভাগ্যক্রমে শেষ চেষ্টায় তিনি মাস্টার ডিগ্রি শেষ করেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন পিএইচডি করার।



শুরুতে তিনি পিএইচডি'র কোর্সগুলো খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করেন গবেষণামূলক অংশ বাদে। একজন ডক্টরেট শিক্ষার্থীর সাধারণত তিনজন গবেষণা উপদেষ্টা থাকে এবং এদের মধ্যে একজন প্রধান বা চেয়ারের ভূমিকা পালন করেন। একজন ডক্টরেট শিক্ষার্থী গবেষণা সম্পন্ন করার পর তাদের কাছে পাঠান এবং এই তিনজনের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং স্বীকৃতি নিয়েই ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন হয়। এখানেই হোঁচট খান তিনি। রাজুব কখনো চিন্তাও করতে পারেননি তিনজন পিএইচডি উপদেষ্টা পরপর ১১ বার প্রত্যাখ্যান করবেন তাকে। যা তাকে চরমভাবে নাড়া দেয়। এর পরই রাজুব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে আরেকটি ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভর্তি হন এবং দুটি ডক্টরেট একসঙ্গে চালিয়ে যান। রাজুব তার দ্বিতীয় ডক্টরেট শেষ করে তৃতীয় ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভর্তির পরই তার প্রথম সেই ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। এভাবে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ডিগ্রি একসঙ্গে করে রাজুব ৩৪ বছর বয়সে মোট চারটি মাস্টার ডিগ্রি এবং চারটি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি নিউইর্য়ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সার্জেন্ট পদে কর্মরত আছেন। সিটি ইউনিভার্সিটিতে আইন এবং অপরাধ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক এবং সেন্ট এলিজাবেথ ইউ-নিভার্সিটিতে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখিতেও সমান পারদর্শী। আয়না সনেট ও আয়না সংগীতের জনক ড. রাজুব ভৌমিকের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও অধিক।

আরো উল্লেখ্য, ড. রাজুব ভৌমিক শুধু শিক্ষানুরাগী-ই নন, তিনি অভিনয় করেন, গানও লিখেন। তার কৃতিত্বের খবর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যা প্রচার হলে মার্কিন কংগ্রেসে সোচ্চার হবেন কোলম্যান



ঢাকা ডেস্ক, ১০ সেপ্টেম্বর : মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসে যোগদানের আগ্রহ দেখিয়েছেন কংগ্রেসওমেন বনি ওয়াটসন কোলম্যান। এছাড়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা হলে কংগ্রেসে সোচ্চার হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

¯'ানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় বনি ওয়াটসন কোলম্যান একথা জানান।

‡প্লেইন্সবরো টাউনশিপের কাউন্সিলম্যান ড. নূরুন নবীর উদ্যোগে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশি চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, মূলধারার রাজনীতিকসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা অংশ নেন।

বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন একটি মহল বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছে বলে উল্লেখ করেন তারা।

এ সময় ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসওমেন কোলম্যান বাংলাদেশি কমিউনিটির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ বিষয়ে কংগ্রেসে সোচ্চার হবেন তিনি।

বনি ওয়াটসন কোলম্যান বলেন, আজকের সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জেনেছি। কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসেও যোগ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি আমি।

তিনি আরও বলেন,যদি আমি দেখি যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে কেউ মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি কংগ্রেসে কথা বলবো, সোচ্চার হবো।

কংগ্রেসওমেন আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কখনই সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেবে না। যুক্তরাষ্ট্র চায় বিশ্বব্যাপী শান্তি। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদারে ভূমিকার রাখার আশ্বাস দেন এ কংগ্রেসওমেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে, এটি যেকোনো রকমেরই হোক। আমরা এ বিষয়ে খুব সোচ্চার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া আমরা যেকোনো দেশের পাশে আছি।

মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্লেইন্সবরো টাউনশিপের মেয়র পিটার কেন্টু বক্তব্য দেন। তিনি সব সময় বাংলাদেশিদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিসাগা ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন

জসিম উদ্দিন সরকার সভাপতি ও মতিউর রহমান আকন্দ জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন এডভোকেট জসিম উদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে ও এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দের সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন বার থেকে আইনজীবীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নূরুল ইসলাম বুলবুল ও আবদুর রহমান মুসা। সম্মেলনে বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের ২০২৪-২০২৬ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন যথাক্রমে এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার ও এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ।

সম্মেলনে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন- তোমরা ইনসাফ কায়েম কর, মানুষের মধ্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা কর, যাতে তারা উপকৃত হয়। নিকট আত্মীয়দের সহযোগিতা কর এবং অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাক। এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরজ। এ দায়িত্ব বোধ থেকেই বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিল দেশে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, মানবাধিকার ও আইনাঙ্গণে সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যায়, জুলুম-নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই একজন আইনজীবীর নৈতিক দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, জনগণ ভোট দিতে পারবে। যাকে খুশি তাকে ভোট দিবে। কিন্তু বর্তমানে দেশে কোন ভোটাধিকার নেই। ঘোষণাপত্রের সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পর ক্ষমতা গ্রহণ করে গণতন্ত্রের পিঠে ছুরিকাঘাত করে বাকশাল কায়েম করেছিল। বিগত ১৫ বছর যাবত বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার দেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সকল সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে সবচেয়ে দুঃশাসনের ও জুলুমের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বিচারের নামে প্রহসন করে শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। নেতা-কর্মীদের দীর্ঘদিন যাবত কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কারান্তরীণ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া হয়নি। এমনকি তাঁর জানাযা আদায়ে বাধা প্রদান ও জানাযায় আগত মুসল্লিদের উপর হামলা করে আহত ও গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েক হাজার নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দেয়া হয়েছে।



এডভোকেট জসিম উদ্দিন - সভাপতি



এডভোকেট আকন্দ- সেক্রেটারি

তিনি বলেন, বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। আর এজন্য অবশ্যই কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার রূপকার ছিলেন মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ:)। এর মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তিনি আইনজীবীদেরকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের প্রতিনিধি সম্মেলনে আইনাঙ্গণে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিল দেশে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, মানবাধিকার ও আইনাঙ্গণের সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই লইয়ার্স কাউন্সিল সারাদেশের আইনজীবীদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। লইয়ার্স কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কক্সবাজার, নীলফামারী, দিনাজপুর, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে আইনজীবীদের প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। লইয়ার্স কাউন্সিলের উদ্যোগে তার স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে দুইজন সম্মানিত বিচারপতি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। সারাদেশের আইনজীবীগণ তাদের পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। লইয়ার্স কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সকল নিয়ম-কানুন ও প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সুপ্রিম কোর্ট বারের শফিউর রহমান মিলনায়তনটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকারের দলীয় লোকেরা সম্মেলন অনুষ্ঠানে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে যে, তারা সংবিধান, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করে না।

বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিল উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গণে বেশ কিছু দিন যাবৎ ঐ একই গোষ্ঠী অসহিষ্ণু পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। তারা পরিকল্পিতভাবে সঙ্ঘাতমুখর পরিবেশ তৈরি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। অতীতে কোনো দিনও এমনকি বৃটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সেনা শাসন আমলেও দেশের আদালত অঙ্গণের পরিবেশ কলুষিত হয়নি। বিচারকগণ আইনের ভিত্তিতে বিচারাঙ্গণে বিচার কার্য পরিচালনা করে আসছিলেন। কিন্তু আজ বাংলাদেশের বিচারাঙ্গণের সেই পরিবেশ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিল একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে বিচারাঙ্গণে বিচারের সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাই সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট তথা আইনাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ৯ সেপ্টেম্বরের প্রতিনিধি সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। যারা সম্মেলনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে তাদের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে এই প্রতিনিধি সম্মেলন। সেই সাথে বর্তমান জালেম সরকারের অন্যায়, অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিল সারাদেশের আইনজীবীগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।'

সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে নব-নির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট জসিম উদ্দীন সরকার বলেন, বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিল আইনজীবীদের একটি দায়িত্বশীল সংগঠন। আইনজীবীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি আইনাঙ্গণের সুষ্ঠু পরিবেশ ও আইনজীবীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। আগামী দিনেও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আইনজীবীদের অধিকার আদায়ের সকল আন্দোলন অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, ব্লুফিস ব্রাস, সীব্রাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফিলেট	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফিলেট	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফিলেট	$ 18.99
স্মোকড স্যালমন ফিলেট	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফিলেট	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেন এই ‘বিবৃতি-প্রীতি’

ড. নাদিম মাহমুদ

রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও সাম্প্রতিক দেশের আনাচ কানাচে বিভিন্ন পেশাজীবী-স্বেচ্ছাসেবীর নামে সংগঠন গড়ে উঠেছে। নিজ সম্প্রদায় রক্ষাকবচ হিসেবে জন্ম নেওয়া এসব সংগঠন নিজেদের অধিকার ও দাবি আদায়ে সোচ্চার থাকছে। ফলে দেশে যেখানে যখন কোনো ঘটনা ঘটে, সেই কমিউনিটির পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সংগঠনগুলো প্রতিবাদ-সমাবেশ, ধর্মঘট অবতারণার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির প্রমাণ দিচ্ছে। যে যেভাবে পারছে, সেভাবেই নিজেদের ক্ষমতার বলয় প্রদর্শন করতে পটু। কখনো কখনো আবার পত্রপত্রিকায় বিবৃতি পাঠিয়ে সংগঠনের অবস্থান জানাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ‘বিবৃতি’ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। ‘বিবৃতির’ আভিধানিক অর্থ সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির দ্বারা কোনো ঘটনা, ঘটনাক্রম বা অবস্থা সম্পর্কে সত্যতা বা প্রকাশ্য নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হতে হয়। সেখানে কেবল নিজ সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকান্ড কিংবা সদস্যদের স্বার্থে বিষয়টি জোরদার হওয়ার কথা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আমরা পত্রপত্রিকা খুললে যা দেখি, তাতে সেইগুলোকে কখনোই ‘বিবৃতি’ মনে হবে না। রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত স্বেচ্ছাসেবী কিংবা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক এসব সংগঠন বা কমিউনিটির বাইরে গিয়ে ‘অযাচিত’ বিবৃতি প্রকাশ নিয়ে কেউই বিব্রতবোধ করছে না। বরং সগর্বে এই কর্ম সম্প্রদান করে, নিজেদের কখনো ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুরাগ প্রকাশ করছে। বিষয়টি এমন দাঁড়িয়েছে, ‘বিবৃতি’ দিতে না পারলে তাঁরা বিব্রতবোধ করেন।

এই যে ধরেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কথা। অরাজনৈতিক এই সংগঠনটি যতটা না একজন শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, তার চেয়ে বেশি জাতীয় ও বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে বিবৃতি প্রদান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।

কখনো তাঁরা কোনো দেশের রাষ্ট্রদূতদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করছে (প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১০, ২০২২), কখনো কখনো পত্রিকায় ফটোকার্ডের সংশোধনী দেওয়ার পর সাংবাদিকের শাস্তি দাবি করে ওই পত্রিকার নামে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতার অভিযোগ তুলছে (কালের কণ্ঠ, মার্চ ৩১, ২০২৩) তাঁরা। আবার কখনো কখনো অতি আবেগে জাতীয় শোক দিবসের বিবৃতি দিতে গিয়ে বানান ভুল, সমাসবদ্ধ শব্দের ভুল ব্যবহার, সন্ধি, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ, অপব্যবহৃত রীতির প্রয়োগের অভিযোগ পত্রপত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে (সমকাল, আগস্ট ১৭, ২০২৩)।

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে নোবেল বিজয়ী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের সদস্যসহ বিশ্বের ১৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশের শ্রম আইনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান মামলা স্থগিত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর যে চিঠি দিয়েছেন, তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (ঢাকা পোস্ট, আগস্ট ৩১, ২০২৩)। বিবৃতি দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, প্রতিবাদুসমাবেশ ও মানববন্ধনও করেছে।

সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখলাম, শিক্ষক সমিতির মানববন্ধনে ইউনূসের নোবেল স্থগিতের দাবিও উঠেছে। বিষয়টি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এই শিক্ষকেরা দাবি জানালেই নরওয়ের নোবেল কমিটি কোনো ব্যক্তিকে নোবেল দেবেন আর দাবি তুললেই কেড়ে নেবেন। যেখানে নোবেল পাওয়ার জন্য সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বছরের পর বছর কঠোর গবেষণায় মগ্ন থাকেন, সেখানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কার নোবেল থাকবে না থাকবে সেটি নির্ধারণে রাস্তায় নেমে গেছেন। এমন হাস্যকর দাবি একজন শিক্ষক কী করে তুলতে পারেন, এটা রীতিমতো বিস্ময়কর।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশন কিংবা নেটওয়ার্ক নয়, আমাদের গণমাধ্যমের সাংবাদিক-সম্পাদক, অভিনয়শিল্পীসংস্কৃতিকর্মী, কবি-সাহিত্যিকদের সংগঠনগুলোর লাগাম ছাড়া বিবৃতি কখনোই সুখকর বার্তা দেয় না। নিজ কমিউনিটির স্বার্থে নিজেদের প্রস্ফুটন না ঘটিয়ে তাদের এই ‘অপরিণামদর্শী’ বিবৃতিবিবৃতির খেলায় সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও বিরক্ত। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঠাট্টাতামাশা বা ট্রলও দেখা যায়।

ïধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নয়, ড. ইউনূসের পক্ষে খোলাচিঠি দেওয়াতে আমাদের গণমাধ্যমের প্রায় দেশের ৫০ জন সম্পাদক সার্বভৌম দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থার ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে প্রতিবাদ জানানোর খবর জানিয়েছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বা বাসস (সেপ্টেম্বর ২, ২০২৩)।

ড. ইউনূসের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে নিয়ে দেশের মানুষের মতভেদ গত এক যুগের বেশি সময় ধরে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে নিয়ে আমরা যেমন কথা বলতে পারি না, তেমনি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভিনদেশিদের কথা বলা রোধ করা আমাদের সীমাবদ্ধতার বাইরে। যদিও এই বিবৃতিদাতাদের একটি বড় অংশ নোবেলজয়ী এবং তাঁরা তাঁদের কমিউনিটির সদস্যের পক্ষেই কথা বলেছেন। তবে তাঁরাও যে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন কিংবা সমীহ করতে পারেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিয়ানমারের অং সান সু চি কিংবা ভারতের নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের বাড়ি উচ্ছেদে এমন বিবৃতি লক্ষ করার মতো ছিল না। তবে প্রশ্ন এখানে নয়, প্রশ্ন হচ্ছে, কারা কোন প্রসঙ্গে বিবৃতি দেওয়ার উপযুক্ত আর কারা নয়, সেটি নিয়ে আলোকপাত করা জরুরি বলে আমি মনে করি।

‡দখুন, আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রের দিকে তাকান, তাহলে সেখানে সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বার্থোন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজজীবনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি-সমঝোতার বিধান রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামগ্রিক অধিকার ও শিক্ষাগত স্বাধীনতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও পবিত্রতা সংরক্ষণে কাজ করা।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সংবাদ বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর দিলে দেখবেন যে তারা যতটা না স্বীয় কমিউনিটির স্বার্থে বিবৃতি-মানববন্ধন-সমাবেশ করছে, তার চেয়ে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক বিষয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশন কিংবা নেটওয়ার্ক নয়, আমাদের গণমাধ্যমের সাংবাদিক-সম্পাদক, অভিনয়শিল্পীসংস্কৃতিকর্মী, কবি-সাহিত্যিকদের সংগঠনগুলোর লাগাম ছাড়া বিবৃতি কখনোই সুখকর বার্তা দেয় না। নিজ কমিউনিটির স্বার্থে নিজেদের প্রস্ফুটন না ঘটিয়ে তাদের এই ‘অপরিণামদর্শী’ বিবৃতিবিবৃতির খেলায় সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও বিরক্ত। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঠাট্টা তামাশা বা ট্রলও দেখা যায়।

নিজ নিজ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বাইরে গিয়ে এসব বিবৃতি প্রদান করে নিজেদের ‘জাতীয় ইস্যুতে’ সোচ্চার ভূমিকার চিত্রায়ণ করার চেষ্টা করলেও বিষয়টি যে আদৌও নিয়মতান্ত্রিক হচ্ছে না, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন মানুষ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন, তা তারা অনুধাবন করতে পারছে না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির উচিত ছিল, প্রতিবছর বাজেটের আগে সরকার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য বিবৃতি দেওয়া। এই শিক্ষক সমিতির কাজ ছিল, শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা নিরসনে রাস্তায় মানববন্ধন করা। এই শিক্ষকদের বিবৃতি দেওয়া যৌক্তিক হতো যদি তাঁরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন বিভাগ খুলতে সরকার ও উপাচার্যকে অবহিত করা।

এই শিক্ষক সমিতিগুলোর কাজ নিজেদের মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে ন্যূনতম পিএইচডি-গবেষণাপত্রের দায়বদ্ধতার লড়াই করা। ভালো একটি গবেষণাগারের জন্য কাজ করা। বিশ্বের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জ্ঞানভিত্তিক কিংবা প্রযুক্তিগত সহায়তার চুক্তির দাবি তোলা কিংবা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত যুগোপযোগী সিলেবাস কিংবা শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলের খাবারের মানোন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া।

এসব বিষয় বাদ দিয়ে, তাঁরা পড়ে আছেন সাংবাদিকের শাস্তি দাবি নিয়ে, ড. ইউনূসের নোবেল পুরস্কার স্থগিতের দাবি নিয়ে নিয়ে! প্রাসঙ্গিকতা ছেড়ে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সমিতির কর্মকান্ড কখনোই নিখাদ ‘বুদ্ধিবৃত্তিক নয়’ বরং সেকেলে রাজনৈতিক কিংবা পরাভবতায় আচ্ছন্ন ভাবনাকেন্দ্রিক।

একটা সময় ছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমাজ বা রাষ্ট্রের বিবেক মনে করা হতো। তাঁদের পরামর্শ কিংবা পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষকদের এই প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের কর্মকান্ডে দেশবাসী দিগ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জাতীয় রাজনীতির বাইরে গিয়ে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব না করে গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়ে নিজেদের যে সুনাম কুড়ানোর মনোবাসনা তৈরি হয়েছে, সেখানে ক্ষতি ছাড়া লাভ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ïধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশন কিংবা নেটওয়ার্ক নয়, আমাদের গণমাধ্যমের সাংবাদিক-সম্পাদক, অভিনয়শিল্পীসংস্কৃতিকর্মী, কবি-সাহিত্যিকদের সংগঠনগুলোর লাগাম ছাড়া বিবৃতি কখনোই সুখকর বার্তা দেয় না। নিজ কমিউনিটির স্বার্থে নিজেদের প্রস্ফুটন না ঘটিয়ে তাদের এই ‘অপরিণামদর্শী’ বিবৃতিবিবৃতির খেলায় সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও বিরক্ত। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঠাট্টাতামাশা বা ট্রলও দেখা যায়।

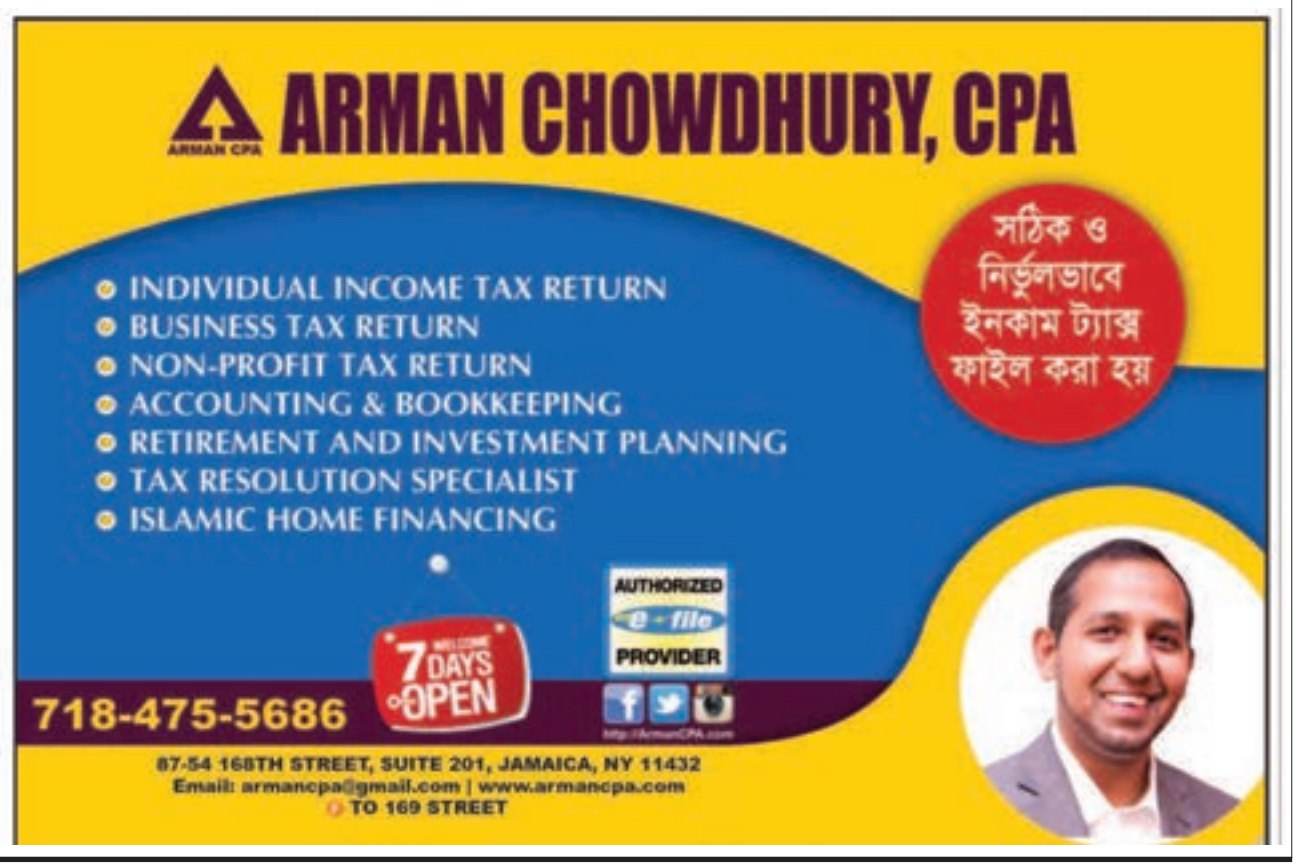
দীর্ঘদিন বেতন-ভাতা না দিয়ে অসময়ে সাংবাদিক ছাঁটাইয়ে সম্পাদকদের প্রতিবাদ দেখি না, মানসম্মত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করার দাবিতে বিবৃতি পায় না, পাঠকদের আকৃষ্ট করতে গণগ্রন্থাগার কিংবা সাহিত্যের মানোন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দাবি আদায়ে বিবৃতি চোখে ধরে না। মালিকপক্ষের ব্যক্তিস্বার্থে সংবাদপত্রের ব্যবহার রোধে সম্পাদকেরা একমত হোন না, বিবৃতিও দেন না কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ-রাজনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার মানসপটে বিবৃতি অনাবৃত হয়।

যাঁর যা ভূমিকা বা কর্মকান্ড, তাকে সেটি করতে দেওয়া অবশ্যই কাম্য। কিন্তু আমরা পক্ষ-বিপক্ষের বাইরের সাধারণ মানুষেরা পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতির ফ্যাসাদে আসল ফোকাস থেকে দিগ্‌ভ্রান্ত হই।

দৃষ্টিকটু শব্দ ও বাক্য চয়নে, ভুল বানানে পক্ষপাতমূলক এসব বিবৃতি যেমন গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তেমনি বিবৃতিদাতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাও কমতে থাকে। তাই আমাদের ঠিক করতে হবে, আমাদের সীমাবদ্ধতার সীমানাপ্রাচীর কোথায়। আমাদের কোথায় গিয়ে থামতে হবে, সেটি জানতে হবে। বাহন থাকলে যে কেবল চলতেই হয় না, থামতে জানা হলো ওই বাহনের নিয়ন্ত্রণ। তাই সভ্য সমাজ বিনির্মাণে আমাদের আরও বেশি নির্মোহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সবকিছুতেই রাজনীতির মোয়া বানানো ঠিক নয়। তাই আমাদের বিবৃতিদাতাদের লাগাম থাকা চাই।

লেখক: গবেষক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।





প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা নিয়ে মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট

(শেষের পাতার পর)

সংবর্ধনা ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি'র ভূমিকা ও অবস্থান নিয়ে দলের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

জানা গেছে, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেবার লক্ষ্যে ম্যানহাটনস্থ ম্যারিয়ট মারকিউস হোটেলের সম্মেলন কক্ষ ভাড়া করা হয়েছে। অপরদিকে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনার আয়োজন করবে বলে পোস্টারিং ও সভা-সমাবেশ করছে, বিভিন্ন বরোতে চলছে টাউন হল মিটিং। এ লক্ষ্যে তারা একটি কমিটিও গঠন করেছে। মহানগর আওয়ামী লীগ বলছে, তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি'র নির্দেশনা পেয়েই সংবর্ধনা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন। আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, মহ-ানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

এদিকে যুক্তরষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে মহনগর আওয়ামী লীগের কর্মকান্ডকে গর্হিত কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, পোষ্টারিং ও মিছিল করলেই প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা যায় না। এটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। অনেক খরচের ব্যাপার। ইতোমধ্যেই আমরা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নামে সংবর্ধনার জন্য হোটেল বুক দিয়েছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ও মতামতের ভিত্তিতেই সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে। আমাদের করণীয় জানার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি। গত শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, সহ সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দীন দেওয়ান, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজি এনাম), নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজমল হক শাহীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মেরাজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মকবুল হোসেন তালুকদার, কৃষিবীদ আশরাফুজ্জামান, সোলায়মান আলী, জি আই রাসেল, আশরাফুজ্জামান, জাকারিয়া চৌধুরী, এডভোকেট মোরশেদা জামান, ড. মাহবুবুর রহমান টুকু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেবার বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে ওদের কোন ধারনা নেই। তা থাকলে এই দু:সাহসিক কথা বলতো না। তারা অন্যায় কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই মহানগর ও ষ্টেট আওয়ামী লীগগুলো। মহানগর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা যত শ্লোগান দেন বা পোষ্টার লাগান না কেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেব না। বরং তাদের নিয়েই সংবর্ধনার আয়োজন করবো। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আকাশ থকে আসেনি। এটা শেখ হাসিনারই দেয়া। তাদের সাথে আমি কথা বলবো। তাদের সাথে আলোচনায় বসবো। মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই শেখ হাসিনার কর্মি। নেত্রী যা করবেন সাংগঠনিকভাবেই করবেন। তার বাইরে তিনি কিছু করেন না। এই মহানগর আওয়ামী লীগও আমারই অনুমোদিত।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কোনদিনই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে না। আমরা ইতোমধ্যেই হোটেল বুক দিয়েছি। তারা কি খোলা মাঠে জননেত্রীকে সংবর্ধনা দিতে চান? নিশ্চয়ই তা নয়। তিনি বলেন, নেত্রী জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে যোগদানের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আসবেন। আমরা বিমানবন্দরও তাকে স্বাগত জানাবে। জাতিসংঘে ভাষন দেবার দিন (২২ সেপ্টেম্বর দুপুর) শান্তি সমাবেশের আয়োজন করেছি। ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করবো ইনশাল্লাহ। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে আমাদের কতিপয় নেতার বিরোধীতার কারনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্বের কর্তৃত্ব চলে যায় তৃতীয় পক্ষের হাতে। এবার আশা করবো তা হবে না।

এদিকে জ্যাকসন হাইটসে ড. সিদ্দিকুর রহমানের সংবাদ সম্মেলনে আগে ডাইভারসিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভা চলছিল। সেখানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী বলেন, ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা দিয়েছেন। তার নির্দেশেই সংবর্ধনার আয়োজন চলছে। এসময় দলীয় নেতা-কর্মীরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে নানা শ্লোগান দেয়।

এর আগে গত ৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ এবং আয়োজক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসানের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের আয়োজনে এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, ষ্টেট আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনকে সাথে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং ভ ্যানগার্ড হয়ে কাজ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি।

বিবৃতিতে তারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন জেএফকে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে ওয়াশি-ংটন ডিসি থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, ষ্টেট আওয়ামী লীগ এবং সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সবাইকে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ভ্যানগার্ড হিসাবে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করছি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দেশ বিরোধীদের অপপ্রচার প্রতিহত করার জন্য ।

বিবৃতিতে বলা হয়, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সামনে রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য প্রবাসীদের সর্বাত্বক সহযোগিতা চাইবেন প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠান থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধুর কন্যা সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। আমরা সবাই জননেত্রী শেখ হাসি-নার অত্যান্ত বিশ্বস্ত ভ্যানগার্ড সে কথাটি মনে রাখতে হবে। আমাদের বিশেষভাবে বলা হয়েছে যাতে করে জেএফকে বিমানবন্দরে ও জাতিসংঘের সামনে অধিক সংখ্যক নেতাকর্মীদের সমাগম হয়। এটাই নেত্রীর প্রত্যাশা।'





এস্টোরিয়া পথমেলায় মানুষের ঢল

কমিউনিটিতে অবদানের জন্য বিশিষ্টজনদের মাঝে সাইটেশন



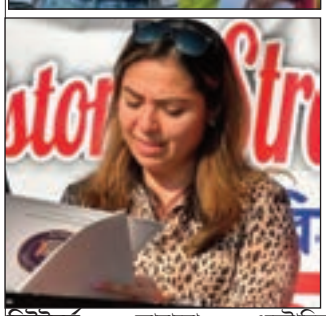












নিউইয়র্ক: আবারো এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'এস্টোরিয়া পথমেলা'। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির প্রবাসী বাংলাদেশীরা সহ আশপাশের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণভরে মেলাটি উপভোগ করেন। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইনক গত ৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার এই মেলার আয়োজন করে।

এদিন বেলা তিনটার দিকে রং বে রং-এর একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মেলায় নিউ-ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর ক্রিস্টিন গঞ্জালেজ, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্রিস্টিনা গঞ্জালেজ রোহা, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানি, সিটি কউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৬ এর কাউন্সিলওম্যান জুলি ঊন, সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২২ এর কাউন্সিলওম্যান টেফিনি কাবান, বিশিষ্ট সমাজসেবী, বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিস-এর প্রেসিডেন্ট ড. আবু জাফর মাহমুদ, অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমার এর পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী, মুলধারার রাজনীতিক এটর্নি এট লার্জ মঈন চৌধুরী, কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নি অফিসের কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর রোকেয়া আক্তার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান (মিতা), সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবা মজিদ ও জেড চৌধুরী জুয়েল, এ্যাপোলো ইন্সুরেন্সের স্বত্বাধিকারী শমসের আলী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সদস্য শেখ আক্তার ইসলাম, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি ফজলু মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ-আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, ওসমানীনগর এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক ফকরুল চৌধুরী মিসলু ও সাবেক সভাপতি বশির উদ্দিন, মৌলভী-বাজার ডিষ্ট্রিক সোসাইটির প্রচার সম্পাদক সৈয়দ ফাহমি, ১১৪ পুলিশ প্রিসেন্ট-এর সাব্বির আহমেদ, নিউইয়র্কের প্রেসব্রেটেরিয়ান হসপিটালের মো: মাহবুবুর রহমান, মোঃ খায়ের, লায়েকুল হাসান তরফদার, মোহাম্মদ বাতেন, শেখ ফকরুল ইসলাম, কাউসার চৌধুরী, শেখ সিপার আহমেদ, সাইফুর খান হারুন, নজরুল গনি, লিটন আহমেদ, আল আমিন, মৌ. জিন্না, সরোয়ার, কামাল আহমেদ, জায়েদ আহমেদ, টিটু, আজমান আলী, কায়সার ফয়সল রাজা মিয়া সহ মেলা কমিটি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় দিনব্যাপী বিনামূল্যে খাওয়া-দাওয়া এবং প্রায় ২০০ শিশুদের মধ্যে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ, খেলাধুলার আয়োজন, স্ন্যাক্স এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মেলায় কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইউএস ষ্টেট সিনেটর ক্রিস্টিন গঞ্জালেজ এর অফিস থেকে বিশিষ্ট নিউজ প্রেজেন্টার দিমানেফার তিতি, সোসাইটির উপদেষ্টা চৌধুরী সালেহ, সৈয়দ মামুন, সদস্য সাব্বির আহমেদ, সদস্য তানজুম লগ্ন, নওশীন খান, নজরুল গনি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান এবং তুষার ভুঁঞান ও অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমার এর পক্ষ থেকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা হাজী আব্দুর রহমান, আপেল ইন্সুরেন্সের স্বত্তাধিকারী শমসের আলী, সা-ংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বশির খান সহ আরো অনেককে সাইটেশন প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কালা মিয়া সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল, মেহজাবিন মেহা, মনিকা দাস, গাজী এস এ জুয়েল, শাহেদ আহমেদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও নৃত্য পরিবেশন করেন নেহার হেরা। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থানায় ছিলেন সবার সুতপা চৌধুরী।

মেলায় আয়োজক সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান ও সৈয়দ মামুন, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ ও এরশাদুল আমিন, সহ সাধারণ সম্পাদক এহসানুল ইসলাম শিমুল, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সমাজকর্মী ফাহিমুজ্জামান খান ,সদস্য ফয়সল আহমেদ, শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, শাহীন হাসনাত, আনওয়ার হোসাইন, হারুনুর রশিদ, আবু সুলেমান, মো নুরুল হক, কাজী মরিয়ম, সাদমান রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

মেলার সবশেষ আয়োজন ছিলো র‍্যাফল ড্র। এতে স্বর্ণের চেন, টিভি, ট্যাব সহ আকর্ষনীয় পুরস্কার ছিলো। যারা মেলা আয়োজন ও সফলতায় বিশেষ সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ডা. মাসুদুল হাসান ও তার স্ত্রী

(শেষের পাতার পর)

হন। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকার ১৯৭ ও ১৯০ স্টীট, হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় দুই দিক থেকে আসা দুটো গাড়ি তার গাড়িতে ধাক্কা দেয়। তাকে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ নর্থশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উলেখ্য, বাংলাদেশের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মাসুদুল হাসান নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনা আয়োজক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা এবং কামাল স্মৃতি সংসদ ইউএসএ'র সভাপতি। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক সফরকালীন সময়ে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক এসে পৌছবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে ডা. মাসুদ তার ফেইসবুক লাইভে দুর্ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে নিজের সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চান। এবং প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। দুই-এক দিনের মধ্যেই তিনি বাসায় ফিরতে পারবেন বলে চিকিৎসকদের বরাতে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ডা. মাসুদুল হাসানকে দেখতে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বুধবার বিকেলেই হাসপাতালে যান। এসময় তারা ডা. মাসুদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

ফেলনা কাঠে দেশের ইতিহাস

(শেষের পাতার পর)

কবিতাটি। পরবর্তী সময়ে এটি কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন আরেক বিখ্যাত গায়ক বব ডিলান। স্মরণীয় এই কবিতাটি শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) দেখা গেল ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে। পূর্ণ কবিতাটি দেয়ালে টাঙিয়ে তার ঠিক নিচে ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কবিতার প্রেক্ষাপট।

সমুদ্রসৈকতে ভেসে আসা কাঠের টুকরা দিয়ে পুরো দৃশ্যটি নির্মাণ করেছেন প্রবাসী ভাস্কর আখতার আহমেদ রাশা। এতে দেখা যাচ্ছে, একদল অসহায় নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষ প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে। মাথায় ও কাঁধে রয়েছে শেষ সম্বল লোটাকম্বলটুকু। শিল্পীর ব্যবহৃত এই কাঠকে ইংরেজিভাষী দেশে বলা হয় ড্রিফট উডভেসে আসা কাঠ। রাশার শিল্পভুবন এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেই নির্মিত। সমুদ্রসৈকত থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গাছের গুঁড়ি ও ডাল দিয়ে তৈরি অর্ধশতাধিক শিল্পকর্ম নিয়ে ঢাকাস্থ ধানমন্ডির সফিউদ্দীন শিল্পালয়ে চলছে আখতার আহমেদ রাশার একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর শিরোনাম 'শিকড়ে প্রোথিত ভালোবাসায় প্রসারিত'। শিল্পকর্মগুলোতে বাঙালীর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিককালের রোহিঙ্গা সংকট, করোনা মহামারির পাশাপাশি বাংলাদেশের চিরন্তন নৈসর্গিক সৌন্দর্য উঠে এসেছে।

একাত্তরে মুক্তিকামী বাঙালীর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে কনসার্ট আয়োজনের কারিগররাও তাঁর সৃষ্টির বিষয়। শিল্পী রফিকুন নবীর জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র টোকাইকেও রাশা নিজের শিল্পকর্মের বিষয় বানিয়েছেন। তবে তাঁর কাজে প্রধানত উঠে এসেছে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য।

আখতার আহমেদ রাশা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। সেখানেই তাঁর শিল্পচেতনা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটেছে। প্রদর্শনীর জন্য এখন তিনি জন্মভূমিতে। অনেক আগে ফেলনা জিনিস দিয়ে ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর তৈরি শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনী দেখে ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক রাশার এই মাধ্যমের প্রতি আগ্রহ জন্মে। এরপর একসময় সমুদ্রসৈকতে ভেসে আসা কাঠ দিয়েই নির্মাণ করতে থাকেন শিল্পকর্ম। শিল্পী আখতার আহমেদ জানান, সাগরভাসা কাঠ বেশ টেকসই ও সুন্দর হয়। তবে তা সংগ্রহ করা কঠিন। সংগ্রহ করার পর পরিষ্কার করে হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে শৈল্পিক রূপ দেওয়াও কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ।

প্রদর্শনীর অনেক শিল্পকর্মই অবয়বধর্মী। ফেলনা কাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিখ্যাত অনেক ব্যক্তিত্বের ভাস্কর্য তৈরি করেছেন শিল্পী। বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্য নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েকটি শিল্পকর্মে। শিল্পী জানিয়েছেন, ভাস্কর্যের চোখ, নাক ও ঠোঁট তৈরি করতে কাঠের গুঁড়া, সিমেন্ট ও আঠা ব্যবহার করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে আখতার আহমেদ রাশার শিল্পকর্মের একাধিক একক প্রদর্শনী হয়েছে। বাংলাদেশে এটিই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। গত ৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকছে তা।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

শ্রীলঙ্কার কাছে হারের যে ব্যাখ্যা দিলেন সাকিব

(শেষের পাতার পর)

থাকতে হলে জিততেই হতো সাকিব আল হাসানের দলকে। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচের টস জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। টস জেতাটা সেই সময় পক্ষেই এসেছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর।

টসে জিতে বাংলাদেশ দল ফিল্ডিং নেয়। টসের পর সাকিব মাঠে বলেছিলেন, 'একজন বাড়তি বোলার নিয়ে খেলছি। আশা করছি, আমাদের বোলিংয়ের যে শক্তি, তা দিয়ে শ্রীলঙ্কাকে অল্পে আটকে দিতে পারব এবং রান তাড়ায় ভালো করব।'

কিন্তু সাকিবের চাওয়া অনুযায়ী শুরুটা হয়নি।শ্রীলঙ্কা ৩৪ রানে প্রথম উইকেট হারায়। তবে ২৩.২ ওভারের মধ্যে আর কোনো উইকেট ফেলতে পারেনি বাংলাদেশের বোলাররা। এর মধ্যে ১০৮ রান তুলে ফেলে শ্রীলঙ্কা। শুরুর এই ধাক্কা কাটিয়ে বাংলাদেশের বোলাররা অবশ্য ফিরে আসে।

কিন্তু সাদিরা সামরাবিক্রমার দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে লড়াই করার মতো সংগ্রহ পায় শ্রীলঙ্কা

কিন্তু সাদিরা সামরাবিক্রমার দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে লড়াই করার মতো সংগ্রহ পায় শ্রীলঙ্কাছবি: এএফপি

৩৭.১ ওভারে ১৬৪ রানের মধ্যে শ্রীলঙ্কার আরও ৪টি উইকেট তুলে নেন তাসকিন আহমেদ-হাসান মাহমুদ-শরীফুল ইসলামরা। সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানদের চাপের মুখেই ফেলে দিতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা।

কিন্তু সাদিরা সামরাবিক্রমার দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে লড়াই করার মতো সংগ্রহ পায় শ্রীলঙ্কা। তাঁর ৭২ বলে ৬ চার ও ১ ছয়ে ৯৩ রানের ইনিংসটিতে ভর করে শ্রীলঙ্কা ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে তোলে ২৫৭ রান।

২১ রানে ম্যাচ হারার পর সাকিব বলছেন, 'আমি ভেবেছিলাম টস জেতাটা আমাদের পক্ষেই এসেছে। আমরা অবশ্য বোলিংয়ে আশা অনুযায়ী ভালো করতে পারিনি। উইকেটে বোলারদের জন্য সুবিধা ছিল। কিন্তু আমরা উইকেট নিতে পারিনি।শ্রীলঙ্কাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে।'

সাকিব এরপর যোগ করেন, 'আমরা এরপর অবশ্য ভালোভাবেই ফিরে আসি। কিন্তু সাদিরা খুব ভালো খেলেছে।' রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ ব্যাটিংটাও ভালো করতে পারেনি। সাকিব বলেছেন, 'আমাদের ৮০ থেকে ১০০ রানের জুটি গড়তে হতো। আমাদের শীর্ষ চার ব্যাটসম্যান পর্যাপ্ত রান পায়নি। এ ছাড়া শুরুতে আমরা ভালো বোলিং করিনি।'

যাদের ঝুলিতে উঠল 'ভেনিস' সেরার পুরস্কার

(শেষের পাতার পর)

উঠে 'ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর। ১১ দিন ব্যাপী আয়োজিত বছরের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই আয়োজনটি শেষ হয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর। সমাপনী দিনেই ঘোষণা করা হয় পুরস্কারবিজয়ীদের নাম। চলুন একনজরে দেখে নেওয়া যাক 'ভেনিস ২০২৩'-এর বিজয়ীদের নামের তালিকা।

ভেনিস মুল পুরস্কার

গোল্ডেন লায়ন: 'পুর থিংস'

সিলভার লায়ন গ্র্যান্ড জুরি পুরস্কার: 'এভিল ডাজ নট এক্সিস্ট'

সিলভার লায়ন সেরা পরিচালক: মাত্তেও গ্যারোন (আইও ক্যাপিটানো)

বিশেষ জুরি পুরস্কার: গ্রিন বর্ডার (অ্যাগনিসকা হল্যান্ড)

সেরা চিত্রনাট্য: পাবলো লারেন এবং গুইলারমো ক্যাল্ডেরন (এল কন্ডে)

সেরা অভিনেত্রী: কাইলি স্প্যানি (প্রিসিলা)

সেরা অভিনেতা: পিটার সার্সগার্ড (মেমরি)

সেরা নতুন তরুণ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর জন্য মার্সেলো মাস্ত্রোইয়ান্নি পুরস্কার : সেইডু সার (আইও ক্যাপিটানো)

বিদেশি বিভাগে সেরার পুরস্কার

সেরা চলচ্চিত্র: এক্সপ্লেনেশনস ফর এভরিথিং

সেরা পরিচালক: মিকা গুস্তাফসন (প্যারাডাইসেট ব্রিনার / প্যারাডাইস ইজ বার্নিং)

বিশেষ জুরি পুরস্কার: উনা স্টারমিনাটা ডোমেনিকা (অ্যালাইন পাররোনি)

সেরা অভিনেত্রী: মার্গারিটা রোসা ডি ফ্রান্সিসকো (এল প্যারাইসো)

সেরা অভিনেতা: টারগেল বোল্ড-এরডেন (সিটি অফ ওয়াইল্ড)

সেরা চিত্রনাট্য: এল প্যারাইসো (এনরিকো মারিয়া আর্তালে)

সেরা শর্ট ফিল্ম: এ শর্ট ট্রিপ (এরেনিক বেকিরি)

লায়ন অফ দ্য ফিউচার (ডেবিউ ফিল্মের জন্য ভেনিস অ্যাওয়ার্ড) : লাভ ইজ এ গান (লি হং-চ)

দর্শক পুরস্কার: ফেলিসিটা (মাইকেলা রামাজোত্তি)

ভেনিস ক্লাসিক পুরস্কার:

সেরা তথ্যচিত্র সিনেমা : থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ (এলেক্স ব্রেভারমেন)

সেরা রিস্টোরেড চলচ্চিত্র: ওহিকোশি (শিঞ্জি সোমাই)

ভেনিস ইমারসিভ পুরস্কার

গ্র্যান্ড প্রাইজ পুরস্কার: সংস ফর এ পাসারবাই (সেলিন ডেমেন)

বিশেষ জুরি পুরস্কার: ফ্লো (আদ্রিান লোকমান)

সেরা কৃতিত্ব: এম্পেরর (মেরিয়ন বার্গার, ইলান কোহেন)

সূত্র: দ্য হলিউড রিপোর্টার

রক্তে অক্সিজেন

(শেষের পাতার পর)

সবাই কমবেশি বিষয়টি নিয়ে সচেতন হয়েছেন। খাদ্য তালিকায় ৮০ শতাংশ অ্যালকালাইন-জাতীয় খাবার রাখলে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের খাবার শরীরকে সক্রিয় রাখার পক্ষেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া এসব খাবার দেহের পিএইচ মাত্রা স্বাভাবিক রাখে। সেই সাথে ভিটামিন ও মিনারেলসের শোষণে সহায়তা করে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকলে প্রথমেই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। হঠাৎ হৃৎস্পন্দনের ছন্দ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। রক্তের চাপ কমেও যেতে পারে।

সুস্থ মানুষের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা ৯০ থেকে ১০০ পর্যন্ত হলেই তা স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু তা ৯০ বা ৮০-র নিচে নেমে গেলেই জটিলতা বাড়তে থাকে। প্রথমেই রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকলে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। হঠাৎ হৃৎস্পন্দনের ছন্দ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। রক্তের চাপ কমেও যেতে পারে। পরিস্থিতি খারাপ হলে বাইরে থেকে অক্সিজেনের জোগান দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিদিনের ডায়েটে এমন কিছু খাবার রাখা যেতেই পারে, যা রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে।

বেদানা: নাইট্রেটস ও পলিফেনলসের মতো দু'টি উপাদান রয়েছে বেদানায়; যা নিয়মিত খেতে পারলে রক্তে অক্সিজেনের জোগান বাড়িয়ে তোলে। অনেকে বলেন, বেদানার বীজের মধ্যে এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তবাহিকার পথ প্রশস্ত করতেও সাহায্য করে।

পালংশাক: পালংশাকে নাইট্রেট ও আয়রনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। সারা দেহে রক্তসঞ্চালনের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার জন্যে ওষুধ নয়, নিয়ম করে পালংশাক খেলেই অনেকটা কাজ হয়ে যায়।

কমলালেবু: রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে শুধু আয়রনে সমৃদ্ধ খাবার খেলেই হবে না। কারণ ভিটামিন সি ছাড়া আয়রন একা একা কোনো কাজ করতে পারে না। তাই ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ কমলালেবুও খাওয়া জরুরি।

আখরোট: নিয়মিত আখরোট খেলে রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তে অক্সিজেনের জোগান ভালো রাখার পাশাপাশি ধমনীর মধ্যে যদি প্রদাহ হয়, তা-ও নিরাময় করতে পারে এই বিশেষ বাদামটি।

কিউই: বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজে ভরপুর কিউই রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, এই ফলে আয়রনের পরিমাণ বেশি; যা দ্রুত অক্সিজেনকে রক্তের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

তাপমাত্রার রক্তচক্ষু দেখিয়ে

(শেষের পাতার পর)

৪০ বছরের রেকর্ড ভাঙলো নিউইয়র্কের তাপমাত্রা। রীতিমতো রক্তচক্ষু দেখিয়ে ছাড়লো। সংবাদমাধ্যমগুলো লিখছে হিংস্র উত্তাপ। রীতিমতো সহিংস হয়ে উঠেছে নিউইয়র্কের তাপমাত্রা। যা গোটা সপ্তাহ জুড়ে বিরাজ করছে। রেকর্ড থেকে ৯০ ডিগ্রির ঘরে দেখা গেলেও তাপ অনুভূত হচ্ছে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে। অ্যাকুওয়েদার জানাচ্ছে, সপ্তাহ জুড়েই একই অবস্থা বিরাজ করবে। মঙ্গলবার শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপদাহ থাকবে। আর প্রতিদিনই তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে। ৯০ ডিগ্রি ছাড়ানো মানেই তাপ প্রবাহ, বলছে অ্যাকুওয়েদার।

নগরের পাঁচটি বোরোর সবগুলোতেই তাপমাত্রা নিয়ে নির্দেশনা রয়েছে। নিউইয়র্কের পাশে নিউজার্সিতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ৪০ বছর আগে ১৯৮৫ সালের রেকর্ড ভেঙ্গে সোমবার এই তাপমাত্রা ছিলো ৯৪ ডিগ্রি। নগরের সেন্ট্রাল পার্ক এলাকায় এই তাপ রেকর্ড হয়। তাপের পাশাপাশি বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়া, মাথার ওপর জ্বলজ্বলে সূর্য এমন আবহাওয়া বিরাজ করছে বুধবারেও। এই দিনও তাপমাত্রা ৯০ এর উপরে অবস্থান করছে যা অনুভুত হচ্ছে ১০০ ডিগ্রির মতো। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯৪ ডিগ্রি ছুঁবে বলেও পূর্বাভাস রয়েছে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ভয়াল ৯/১১ আজ সোমবার

(শেষের পাতার পর)

নিহতদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হবে। ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকার অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির একমাত্র প্রতীক বলে বিবেচিত ও বিশ্বের সবচে পরিচিত 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে' আঘাত হানা দুটি যাত্রীবাহি বিমানকে মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করে। একই সময়ে আমেরিকার সামরিক শক্তির প্রতীক পেন্টাগনেও একটি বিমানকে ব্যবহার করে ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও আরো একটি বিমান লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের পূর্বে পথেই ক্রাশ হয়ে যায়। ঘটনায় সবমিলে প্রাণহানি ঘটে প্রায় তিন হাজার লোকের।

নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের হিসেবে সেদিনের হামলায় নিহত হন ২হাজার ৭শ ৯৪জন। প্রতিবছর ভাগ্যহত মানুষদের স্মরণে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ম্যানহাটানস্থ গ্রাউন্ড জিরোতে শুরু হয় দিনটির মূল আনুষ্ঠানিকতা। সূত্র মতে, সেদিন অন্তত ১০/১৫জন বাংলাদেশী নিহত হন। সরকারি রেকর্ড অনুয়ায়ী নিহতদের তালিকায় রয়েছেন মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, আবুল কাসেম চৌধুরী, মোহাম্মদ সাদেক আলী, আশফাক আহমেদ, নাভিদ হোসেন, নুরুল হক মিয়া ও শাকিলা ইয়াসমীন দম্পতি, সাব্বির আহমেদ, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন চৌধুরী এবং ওসমান গনি। সঠিক কাগজপত্রের অভাবে বাংলাদেশীদেরর মধ্যে নিহতরে মধ্যে আরো অনেকেই তালিকার বাইরে থেকে যান বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নুরুল হক মিয়া ও শাকিলা ইয়াসমীন দম্পতি কাজ করতেন মার্শ এন্ড মেকলেনান কোম্পানীতে। নুরুল হকের বয়স ছিলো ৩৫ আর শাকিলার ২৬। শাকিলা ১৯৯৯ সালে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এমআইএস বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। এবং একই সালে এই কোম্পানীতে যোগ দেন তিনি। ঘটনার দিনও কাজ করেছেন স্বামী-স্ত্রী একসাথে।

৩৮ বছর বয়সী মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন চৌধুরী থাকতেন কুইন্সে। তিনি কাজ করতেন সন্ধ্যার শিফটে উইন্ডোজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেস্টুরেন্টে। স্ত্রী ছিলেন প্রেগনেন্ট। ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে ডাক্তারে কাছে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো। তাই শিফট পরিবর্তন করে ঐদিনের জন্যে সকালের শিফটে কাজে আসেন। নিয়তির নির্মম পরিহাস; সন্তানের মুখ আর দেখে যেতে পারলেন না হতভাগা সালাহউদ্দিন চৌধুরী। ঘটনার দু'দিন পর ১৩ সেপ্টেম্বর তার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।

একই প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার এ্যাডমিন হিসেবে কর্মরত ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া। এরকম আরো অনেকেই আছেন যাদের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে নিহত বাংলাদেশী পরিবারগুলোর খোঁজ এখন আর কেউ রাখছে না। এমন প্রশ্নও উঠে এসেছে সবার মুখে মুখে।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এক চরম নাটকীয় কায়দায় সন্ত্রাসীদের বিমান হামালায় আক্রান্ত হয় নিউইয়র্ক-প্যান্টাগন। ঘটনার পরপরই পুরো বিশ্বের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। মুলত: এই আক্রমনটি একই সাথে বিভিন্ন দিক থেকে সংঘটিত করা হয়েছিল। সমালোচকদের মতে, 'বিশ্বের ইতিহাসে ভয়াবহ এই ঘটনায়কে কেন্দ্র করেই আফগানিস্তান ও ইরাকের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকান প্রশাসন বিষয়টিকে তাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার শক্তি বৃদ্বির অজুহাত হিসাবে ও ব্যবহার করে। তারা এটিকে সেনা, নিরাপত্তা শিল্প, পু-লিশি কার্যক্রম, বাজেট বৃদ্বি ও প্রযুক্তিগত বিষয়কে বিপুলভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। পাশাপাশি পুরো বিশ্বকে গোয়েন্দা তথা ইনফরমেশন নজরদারির সুযোগকে কাজে লাগায়। এই আক্রমনটিকে ঘিরে আমেরিকা সীমান্ত এলাকায় সামরীকিকরণ ও অভিবাসী মানুষের উপর বাড়তি নজরদারির শুরু হয়।

এদিকে বরাবরের মতো এবারো সেই ভয়াল ৯/১১ কে স্বরণ করতে বিভিন্ন প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন। পুরো এলাকাটি ঘিরে নেয়া হচ্ছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দিনটি উপলক্ষে নিহতদের পরিবারের সদস্যরা আসবেন হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা জানাতে। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র, রাজ্য গভর্ণরও সন্ত্রাস দমনে কাজকরা সংস্থাগুলোকে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিবছরের মতো এবারের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ থাকবে বেশ লক্ষনীয়। সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে গ্রাউন্ড জিরোতে শুরু হবে স্মরণ অনুষ্ঠান। টিভি চ্যানেলগুলো ঐদিন সকাল ৬টা থেকে গ্রাউন্ড জিরো থেকে লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার করবে বলে জানা গেছে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ওজনপার্কের ১০৫ স্ট্রীট এবং ১০১ এভিনিউ এর কর্নারে ৩ বেডরুম, সাথে ছোট বেবি রুম, সেপারেট লিভিং, ডাই-নিং, কিচেন ও ফুল বড় বাথরুম, ভাড়া হবে। বাসার নিকটে কিউ-৮, কিউ-২৪ বাস, এ ট্রেন, মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোরী আছে।

যোগাযোগঃ

৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩

৩৪৭-৭২০-০২৩০

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ

৭১৮-৬০৭-৯৫৫১

৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।

ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭

অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।

ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ

৬৩১-২৩০-০২৩০

৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ

জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

গাড়ি ভাড়া

উবার লিফ্ট এর জন্য গাড়ীর জন্য কল করুন

718-865-6870.

718-501-1510

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০

Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ জলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-

দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্

যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ মোহাম্মদ তুহিন

☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

f-06/14

পাত্রী চাই

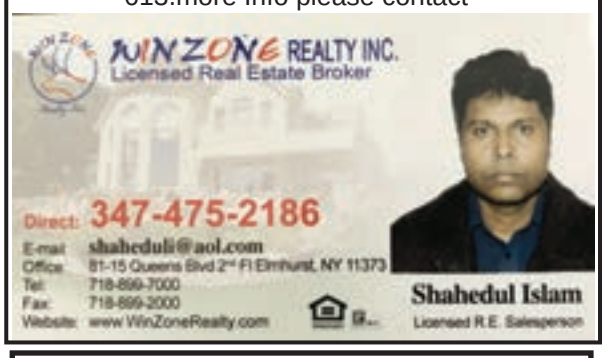
ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00

Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার

Bangladesh Center Inc

ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696

Res: 718-931-2509

e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



নিউইয়র্কে শুরু হলো নতুন স্কুল বছর

(শেষের পাতার পর)

জন্য নতুন স্কুল বছর কিছুটা ভিন্নতা নিয়েই শুরু হয়েছে। তার প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে এখানে এ বছর নব্য অভিবাসন প্রত্যাশি শিশুদের চাপ। আরও রয়েছে স্কুলবাস ধর্মঘটের হুমকি।

এসব পরিস্থিতির মাঝেও শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় নতুন স্কুল বছর করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি।

দীর্ঘ ছুটির পর স্কুলে ফিরতে পেরে শিক্ষার্থীরা ছিলো বেশ আনন্দিত ও উৎফুল। শিক্ষার্থীদের আগমন উপলক্ষে প্রায় প্রতিটি স্কুলেই উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

স্কুল চ্যান্সেলর এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং গভর্নর ক্যাথি হকুল বিভিন্ন স্কুল ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান।

তীব্র গরম উপেক্ষা করে এদিন অনের শিক্ষার্থীকেই অভিভাবকদের সাথে স্কুলে আসতে দেখা যায়।

অভিভাবকরা জানান ছেলে মেয়েদের স্কুল শুরু হওয়াতে তারও বেশ আনন্দিত।

নগরের বেশ কয়েকটি স্কুল ঘুরে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা একে ওপরের সাথে কুশল বিনিময় ও খেলাধুলায় বেশ আনন্দঘন সময় পার করছে।

তবে এই স্কুলে ফেরার আনন্দের মাঝেও রয়েছে কিছুটা উদ্বেগ। কারণ স্কুল বাসের চালকদের ধর্মঘট। স্কুল বাস চালকদের ধর্মঘটের ডাক রয়েছে যার প্রভাব পড়েবে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে।

সুখবর হচ্ছে, ইউনিয়ন বলছে, স্কুলের প্রথম দুই দিন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তারা ধর্মঘট স্থগিত রাখছে। তবে দুঃসংবাদ হচ্ছে, এরপরেও ধর্মঘট হতে পারে। আর তা হলে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলো বিপাকে পড়বে।

যাতে সরসরি সমস্যায় পড়বে নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুল সিস্টেমের ৮০ হাজার শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ২৫ হাজার শিক্ষার্থীই রয়েছে যারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন।

বাসচালক, বাসের সহকারী ও মেকানিকদের প্রতিনিধিত্ব করছে ইউনিয়ন। তারা বলছে, এখনো তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়গুলো সুরাহা হয় নি।

এদিকে, এবছর নিউ ইয়র্কে নতুন অভিবাসন প্রত্যাশিদের শিশুরাও স্কুলে যাচ্ছে। লক্ষাধিক অভিবাসনপ্রার্থী নিউ ইয়র্কে জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে ২০ হাজার শিশু-কিশোর রয়েছে যারা এখন স্কুলে যাবে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বাড়তি চাপ।

আলহামদুলি'আল্লাহ-এর মর্মকথা

(শেষের পাতার পর)

এটি দ্বিতীয় বাক্য। প্রথম বাক্যটি হলো, সুবহানা'আল্লাহ। যাকে ইসলামী পরিভাষায় তাসবীহ বলা হয় এবং আলহামদুলি'আল্লাহকে বলা হয় তাহমীদ বা কালিমাতুশ শোকর। আল্লাহর গুণাগুণ বর্ণনা করা প্রতিটি মানুষের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির রীতি-নীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে মানুষ কয়েকটি সুফল লাভ করতে পারে। এক: মানুষ অনেক খারাপ কাজ থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে এ কথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত অধিকার তার আছে কি না। দুই: বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সব সময় নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিন: এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফিরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফিরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন অসংখ্য নিয়ামতরাজি দান করেছেন যা গুণে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না। আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"(সুরা নাহল:১৮) এই অসংখ্য নিয়ামতের জন্য যদি আমরা সারাজীবন তাঁর প্রশংসা করতে থাকি, তথাপি তাঁর একটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা যাবে না। এ জন্য আমাদের জীবন ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, সারাক্ষণ কোন না কোনভাবে যেনো মুখ থেকে আল্লাহর যিকরের শব্দ বেরিয়ে আসে। যে কোন কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মেচেতনে-অবচেতনে আল্লাহর নাম চলে আসবে। তবে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। কোন লোকের মধ্যে এরূপ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ তার হৃদয়ে আল্লাহর চিন্তা-খেয়াল সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল হয়ে না যাবে। চেতনার স্তর হতে অবচেতন ও অনবচেতন পর্যন্ত আল্লাহর চিন্তা গভীর হয়ে গেলেই একজন লোকের এ অবস্থা হতে পারে যে সে যে কাজই করবে আর যে কথাই বলবে তাতে আল্লাহর নাম সে অবশ্যই উচ্চারণ করবে। যেমন খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ, খাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ, বিছানায় যেতে এবং শয্যা ত্যাগের সময় আল্লাহকে স্বরণ করবে। সাধারণ কথা বার্তায় মুখে বারে বারে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশায়াল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহান'আল্লাহ, যাযাকা'আল্লাহ ও অনুরূপ অর্থের অন্যান্য শব্দ বা বাক্যবের হতে থাকবে। নিজের সকল ব্যাপারে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের প্রার্থনা করবে। আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে। বিপদ-মুসিবত ও বিভিন্ন জটিলতার জন্যকেবলমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহরই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। রাসুল স: যে কোন বিপদে-মুসিবতে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। মোট কথা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ও দুনিয়ার সব কাজ করতে আল্লাহর স্বরণ-আল্লাহর নাম করাই হবে তার স্থায়ী নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে ইসলামী জীবনের প্রাণশক্তি।

আল্লাহর শোকর গোজার করবেন, নয়তো কুফরে লিপ্ত হবেন, এ দূয়ের মাঝে তৃতীয় কোন অবস্থান কারো জন্য তৈয়ার করা হয় নাই। শোকর গোজার অর্থ হলো, আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর মহানত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের স্বীকৃতি সর্বোপুরি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি। কেউ যদি শোকরগুজার না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে মূলত: আল্লাহকেই অস্বীকার করছে। সে তার মহান প্রভু সম্পর্কে মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। কখনো না, বরং তোমরা শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের দিবসকে (আখেরাতকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো।"(সুরা ইনফিতার:৬-৯) আসলে, আমাদের অস্তিত্ব নিজেই ঘোষনা করছে যে, আমরা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। আমাদের পিতামাতাও আমাদের সৃষ্টি করেননি। বা আমাদের মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে মানুষ হিসাবে তৈয়ার হয়ে যায়নি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। আমাদের সামনে অসংখ্য ধরনের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। সুতরাং বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নত হয়ে যাবে এবং মহান রবের মোকাবেলায় কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। আমরা এও তো জানি যে, আমাদের প্রভু কেবলসমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার-মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও বটে। এত কিছু জেনেও যখন কৃতজ্ঞতার মাথা নত হয়নি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।

তিনি দয়া করে আমাদের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক নামক অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, তারপর তিনি আমাদের সরল সঠিক পথে চলার জন্য পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।"(সুরা আদ দাহর:৩) আল্লাহ মানুষকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেননি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছেন যাতে তারা জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোনটি এবং কুফরীর পথ কোনটি। এরপর যে পথই অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই সুরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-"আমি তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর স্মরণ করো তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।"(সুরা ইবরাহিম:৭) অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহের অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাঁর বিধানের মোকাবেলায় অহংকারে মত্ত হতে ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না হয় এবং তাঁর অনুগ্রহের অবদান স্বীকার করে নিয়ে অনুগত থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিবেন। এই অনুগ্রহ শুধুমাত্র বৈষয়িক অনুগ্রহ নয় বরং তাঁর সৎবৃত্তিকে আরো উন্নত করে দিবেন। তাঁর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। আর যারা বিদ্রোহ করে আল্লাহ তাদেরকেও তাঁর নিয়ামত দিবেন বটে কিন্তু আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ সেই সংবাদই দিয়েছেন। "আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।" আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেন এর জবাবে সংশ্লিষ্ট জাতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ করে তখন এ ধরণের জাতির এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণামের ইতিহাস আমরা বনী ইসরাঈলদের হতে দেখেছি।

কেউ আল্লাহকে মানুক আর না-ই মানুক তবু মানুষের সমগ্র সত্তা ও সারাটা জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের সূতোয় বাঁধা। সে কেমন সব অকৃতজ্ঞ,অবিশ্বস্ততা,বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিজের উপকারী ও অনুগ্রহদাতা এমন ধরণের করুণাশীল ও সহিষ্ণু যে, এমন সব কার্যকলাপের পরও তিনি বছরের পর বছর একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এবং শত শত বছর একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান জাতিকে নিজের অনুগ্রহদানে আপ্লুত করে চলেছেন। এখানে দেখা যাবে এক ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং তারপরও তার প্রতি প্রবল ধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবার এক ব্যক্তি স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সব কিছুতেই অ-স্রষ্টাদেরকে শরীক করছে চলছে এবং দানের জন্য দানকারীর পরিবর্তে অ-দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এরপরও এখানে দেখা যাবে দাতা তাঁর দান বন্ধ করছে না।

আমাদেরকে আল্লাহ মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, আল হামদুলি'আল্লাহ। আমাদের আলোর পথ প্রদর্শনের জন্য রাসুল ও কুরআন পাঠিয়েছেন এ জন্য আলহামদুলি'আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যেমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমনসব শেখায়, যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না।"(সুরা বাকার:১৫১-১৫২) এমনিভাবে তিনি আমাদেরকে দীন হিসাবে ইসলাম দিয়েছেন আলহামদুলি'আল্লাহ। আমাদের অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে অবগাহন করার শক্তি দিয়েছেন আলহামদুলি'আল্লাহ।

'ড. ইউনুসের প্রতারণা ও অসদাচরণ সম্পর্কে আমরা সচেতন'

(শেষের পাতার পর)

লাখ শহীদ আর দুই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে আক্রমণ করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, কর ফাঁকি ও শ্রম অধিকারের অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। এইসব অভিযোগের মামলা এখনো বিচারাধীন এবং কোন রায় এখনো হয়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাক্ষরকারীরা, যাদের অনেকেই আইনের শাসন নিয়ে কথা বলেন তারা বাংলদেশে ড. ইউনূসের বিচারের অভিযোগগুলো নিয়ে কোন কিছু না জেনেই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশী-আমেরিকানরা আরও বলেন, আমরা অনেক বছর যাবৎ ড. ইউনূসের অসদাচরণ পর্যবেক্ষণ করে আসছি। জনসংযোগ এবং প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে ড. ইউনূসের প্রতারণার কৌশল সম্পর্কেও আমরা সচেতন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এসব নিয়ে আগে কখনও অভিযোগ করিনি। আমরা বিশ্বাস করি বিবৃতিতে ড. ইউনূসের পক্ষে স্বাক্ষরকারীরা মিথ্যাচার ও প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এতে বলা হয়, এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে ইউনূসের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা শুধু ড. ইউনূসের পক্ষে ন্যায় বিচার প্রক্রিয়ার আহ্বান জানিয়েই থামেনি, অধিকন্তু তারা বাংলাদেশের নির্বাচনি প্রক্রিয়া, আইনের শাসন ও অন্যান্য বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন যেগুলোর সঙ্গে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ধরনের বিবৃতি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিবৃতিতে বলা হয়, এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে স্বাক্ষরকারীরা একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে অকারণে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে তাদের দাবি পুরো বিচার ব্যস্থাকে অসম্মান করা ও একটি সার্বভৌম জাতির মাননীয় বিচারকদের অমর্যাদার করার সামিল। বাংলাদেশে উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার গত পনেরো বিশ বছরের তুলনায় অনেক এগিয়ে। লাখ লাখ প্রান্তিক নাগরিকের জীবন মান উন্নয়ন বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ বিশ্বে একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

ড. ইউনূসের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিদাতা এই বাংলাদেশী-আমেরিকানরা বলেন, দলগতভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া এই বিবৃতি প্রত্যাহার করে ১৭০ মিলিয়ন বাংলাদেশীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মধ্যে রয়েছেন, ড. নুরন নবী (কাউন্সিলম্যান, নিউজার্সী), এবিএম নাসির (অধ্যাপক, নর্থ ক্যারোলিনা), আবু আহমেদ মুসা (কাউন্সিলম্যান, মিশিগান), রানা হাসান মাহমুদ (প্রকৌশলী, ক্যালিফোর্নিয়া), ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ (অধ্যাপক, পেনসিলভেনিয়া), স্বীকৃতি বড়ুয়া (আইটি প্রকৌশলী, নিউইয়র্ক), আবুল খান (স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ, নিউ হ্যাম্পসায়ার), মাহবুবুল তয়ুব আলম (মেয়র, মিলবোর্ন, পেনসিলভেনিয়া), মো. নুরুল হাসান (কাউন্সিলম্যান, মিলবোর্ন, পেনসিলভেনিয়া), ড. সুফিয়ান এ খন্দকার (বিজ্ঞানী), ড. আশরাফ আহমেদ (বিজ্ঞানী ও লেখক), ড. জোতি প্রকাশ দত্ত (লেখক, ফ্লোরিডা), প্রফেসর আবু নাসের রাজিব (ক্যালিফোর্নিয়া) মোরশেদ আলম (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্ক), আহাদ আহমেদ (প্রকৌশলী, মিশিগান), ড. বামন দাস বসু (বিজ্ঞানী, মাসাচুসেটস), সাফেদা বসু (এক্টিভিস্ট, মাসাচুসেটস), ড. খন্দকার মনসুর (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক) ড. মহসিন পাটোয়ারী (অধ্যাপক, নিউইয়র্ক) জামাল উদ্দিন হোসেন (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, আলাবামা), ড. মহসিন আলী (লেখক, নিউইয়র্ক), দস্তগীর জাহাঙ্গীর (সাংবাদিক, ভার্জিনিয়া), ফাহিম রেজা নূর, (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইর্য়ক), ড. জিনাত নবী (বিজ্ঞানী, নিউজার্সী), হাসান ফেরদৌস (লেখক, নিউইয়র্ক), মেজর (অব.) মঞ্জুর আহমেদ (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), ড. প্রদীপ কর (বিজ্ঞানী, নিউইর্য়ক), ডা. প্রতাপ দাস (চিকিৎসক, নিউইর্য়ক), কৌশিক আহমেদ (সম্পাদক, নিউইয়র্ক), লাভলু আনসার (সাংবাদিক, নিউইয়র্ক), রাফায়েত চৌধুরী (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইর্য়ক), আবু তাহের (অ্যাক্টিভিস্ট, পেনসিলভেনিয়া), সউদ চৌধুরী (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্ক), ড. মিজান আর মিয়া, (অধ্যাপক, ইলিনয়), ড. জামিল তালুকদার, (অধ্যাপক, উইসকনসিন), ড. শাহাদাত হোসেন, (অধ্যাপক, নিউইয়র্ক), ড. হাসান মাহমুদ, (অধ্যাপক, নিউজার্সী), ড. খন্দকার মনসুর, (বিজ্ঞানী, মেরিল্যান্ড), ড. সৈয়দ আবু হাসনাত, (শিক্ষক, মাসাচুসেটস), মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া, (ব্যবসায়ী, জর্জিয়া), তাজুল ইমাম, (শিল্পী, নিউইর্য়ক), আব্দুর রহিম বাদশা, (ব্যবসায়ী, নিউইর্য়ক), ড. মিজানুর রহমান, (বিজ্ঞানী), আব্দুল কাদের মিয়া (কমিউনিটি লিডার, নিউইর্য়ক), জাকারিয়া চৌধুরী, (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), বেদারুল ইসলাম বাবলা (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), মিন্টু রহমান (কমিউনিটি লিডার, জর্জিয়া), নাদিরা রহমান (কমিউনিটি লিডার, জর্জিয়া), আরেফিন বাবুল (কমিউনিটি লিডার, জর্জিয়া), ড. শাহাব সিদ্দিক (বিজ্ঞানী, জর্জিয়া), মোহাম্মদ আলী বাবুল (আইনজ্ঞ, নিউইয়র্ক), মোহাম্মদ মাওলা (কমিউনিটি লিডার, জর্জিয়া), ঝর্ণা চৌধুরী, (থিয়েটার শিল্পী, নিউইর্য়ক), লুতফুন নাহার লতা (শিল্পী, নিউইয়র্ক), ডা. ফারুক আজম (চিকিৎসক, নিউজার্সী), মিয়ান হেলাল (ব্যবসায়ী, নিউজার্সী), শামসুন নাহার হেলেন (প্রযুক্তিবিদ, নিউজার্সী), ইকবাল ইউসুফ (কমিউনিটি লিডার, মাসাচুসেটস), আতিকুর রহমান (কমিউনিটি লিডার), রুমি কবির (লেখক, জর্জিয়া), আলী আহমদ ফারিস (ব্যবসায়ী, মিশিগান), রাশেদ আহমেদ (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), শীতাংশু গুহ, (সাংবাদিক, নিউইর্য়ক), ড. দিলীপ নাথ (শিক্ষক, নিউইয়র্ক), এমএ সালাম, (কমিউনিটি লিডার, নিউজার্সী), ফকির ইলিয়াস, (কবি, নিউইর্য়ক), মিশুক সেলিম, (কবি, নিউইর্য়ক), খালেদ শরীফউদ্দিন (কবি, নিউইয়র্ক), আবু সাঈদ রতন (কবি), হাসান আল আবদুল্লাহ (কবি, নিউইয়র্ক), মিথুন আহমেদ (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নিউইয়র্ক), মিনহাজ আহমেদ (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নিউইয়র্ক), শাখাওয়াত আলী (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), ড. আব্দুল বাতেন, (বিজ্ঞানী, নিউইর্য়ক), ড. হাসান মাসুদ (শিক্ষক, নিউইয়র্ক), শহীদ হাসান (কণ্ঠশিল্পী, নিউইর্য়ক), রথীন্দ্র নাথ রায় (কণ্ঠশিল্পী, নিউইয়র্ক), ইশিতিয়াক রূপু (কবি, নিউইর্য়ক), গোপাল স্যান্নাল (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), ড. মাহবুবুর রহমান টুকু (ব্যবসায়ী, নিউইর্য়ক), ড. নাহিদ বানু (বিজ্ঞানী, নিউজার্সী), মাহবুব রেজা রহিম (কমিউনিটি লিডার, আরিজোনা), ড. মনোয়ার হোসেন (বিজ্ঞানী, নিউজার্সী), গোলাম ফারুক ভূঁইয়া (ব্যবসায়ী, নিউজার্সী), রেহান রেজা (কমিউনিটি লিডার, ক্যানসাস), ড. হাসান মামুন (শিক্ষক, নিউজার্সী), জাহেদুল মাহমুদ জামি (কমিউনিটি লিডার, ক্যালিফোর্নিয়া), তৌফিক সোলাইমান খান (কমিউনিটি লিডার, ক্যালিফোর্নিয়া), নজরুল আলম (কমিউনিটি লিডার, ক্যালিফোর্নিয়া), সাইফুর রহমান ওসমানী (সাংবাদিক, ক্যালিফোর্নিয়া), ড. গোলাম মোস্তফা (অধ্যাপক, পেনসিলভেনিয়া), রবিউল করিম বেলাল (ব্যবসায়ী, পেনসিলভেনিয়া), ড. আহসান চৌধুরী (প্রকৌশলী, টেক্সাস), হাশমত মোবিন (কমিউনিটি লিডার, টেক্সাস), শাহ হালিম (কমিউনিটি লিডার, টেক্সাস), ম্যাগি হালিম (কমিউনিটি লিডার, টেক্সাস), ডা. আনিসুল আসলাম, (চিকিৎসক, ক্যালিফোর্নিয়া), মোহাম্মদ বিল্লাহ রানা (ব্যবসায়ী, ক্যালিফোর্নিয়া), হাদি বিল্লাহ রোবা, (ব্যবসায়ী, নেভাডা), কাজী শাহরিয়ার রহমান (প্রকৌশলী, ক্যালিফোর্নিয়া), করিমুল হক চৌধুরী, (ব্যবসায়ী, ক্যালিফোর্নিয়া), বশীর আথার (বিজ্ঞানী, ক্যালিফোর্নিয়া), তপন মন্ডল (অ্যাক্টিভিস্ট, ক্যালিফোর্নিয়া), শাহ আলম (কমিউনিটি লিডার, ক্যালিফোর্নিয়া), মমিনুল হক বাচ্চু (কমিউনিটি লিডার, ক্যালিফোর্নিয়া), তাসনিম সালাম আসলাম (প্রকৌশলী, ক্যালিফোর্নিয়া), আবেদ মনসুর (কমিউনিটি লিডার, ক্যালিফোর্নি) প্রমুখ।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 11 // 2023

ছাগলের জন্যও টিকিট

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতে লোকাল ট্রেনের টিকিটের ভাড়া সামান্যই । আমজনতার কথা ভেবে দীর্ঘ দিন তা বাড়ায়নি ভারতীয় রেলওয়ে । এর পরেও কিছু মানুষ টিকিট কাটেন না, ফাঁকি দেন রেলকে । সেখানে এক নারী নিজের জন্য তো বটেই, পোষ্য ছাগলের জন্যও টিকিট কেটে নেটিজেনদের মন জয় করলেন । অজ্ঞাত ওই নারীর সাথে টিকিট চেকারের কথোপকথনের এক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে । আমলা অবনীশ শরণ ভিডিওটি টুইটারে পোস্ট করেছেন । সাথে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'পোষ্য ছাগলের জন্যও টিকিট কেটেছেন নারী । গর্বের সাথে তা টিকিট পরীক্ষক জানাচ্ছেন । ওর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন । অপূর্ব!'ভিডিওতে দেখা গেছে, টিটি প্রশ্ন করছেন, 'টিকিট কেটেছেন কি?' নারীর জবাব 'হ্যাঁ' । এরপর টিটি প্রশ্ন করেন, 'ছাগলের জন্যও টিকিট কেটেছেন?' তাতেই একগাল হেসে প্রৌঢ়ার জবাব 'হ্যাঁ' । স্বভাবতই খুশি হন টিকিট পরীক্ষক । এরপর দু'জনেই হাসতে থাকেন । গরিব গ্রামবাসী নারীর এমন সততায় মুগ্ধ নেটিজেন । কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে অবনীশ শরণের পোস্টের কমেন্টে । একজন লিখেছেন, 'ওর হাসিই সব কথা বলে দিচ্ছে ।' এক নেটিজেনের বক্তব্য, 'প্রকৃতই সৎ । দেশের এমন মানুষই প্রয়োজন ।'



ইউক্রেনের অধিকৃত অঞ্চলে ৪ লক্ষাধিক রুশ সেনা মোতায়েন

ঢাকা ডেস্ক, ১০ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণে অধিকৃত অঞ্চলে রাশিয়া ৪ লক্ষাধিক সেনা মোতায়েন করেছে বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের ডেপুটি ইন্টেলিজেন্স চিফ ভাদিম স্কিবিটস্কি ।

স্থানীয় সময় শনিবার কিয়েভের একটি সম্মেলন তিনি এমন দাবি করেছেন । খবর এনডিটিভির ।

তিনি বলেন, রাশিয়ান ফেডারেশন ক্রিমিয়াসহ অস্থায়ীভাবে দখলকৃত আমাদের অঞ্চলগুলোতে ৪ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি সেনা মোতায়েন করেছে ।

স্কিবিটস্কি বলেন, ২০১৪ সালের মতো রাশিয়া এক মাস ধরে ক্রিমিয়া থেকে সক্রিয়ভাবে আক্রমণ শুরু করেছে । ক্রিমিয়াতে মোতায়েন করা ড্রোনগুলো আমাদের ইজমেল এবং রেনি বন্দরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে ।

এদিকে বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার কিয়েভ এবং আশপাশের অঞ্চলজুড়ে ব্যাপক ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া । কিয়েভের বেশ কিছু এলাকায় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষও পড়েছে ।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোববার ভোরে রাশিয়া ইউক্রেনের রাজধানী ও এর অঞ্চলজুড়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং শহরের কেন্দ্রীয় এলাকাগুলোর কয়েকটিতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে ।

কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেছেন, ড্রোন হামলায় কিয়েভের ঐতিহাসিক পোডিল এলাকায় একজন আহত হয়েছেন এবং শহরের একটি পার্কের কাছে আগুন লেগে যায় । এছাড়া বিধ্বস্ত ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ ডার্নিটস্কি, সোলোমিয়ানস্কি, শেভচেনকিভস্কি, সোভিয়াটোশিনস্কি এবং পোডিল এলাকায় পড়ে বলে ক্লিটসকো এবং শহরের সামরিক প্রশাসন জানিয়েছে ।

অন্যদিকে শেভচেনকিভস্কি জেলায় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ একটি অ্যাপার্টমেন্টের ওপরে পড়লে সেখানে আগুনের সূত্রপাত হয় । পরে অবশ্য তা দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হয় । কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সেরহি পপকো টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে কারও আহত হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি ।

এছাড়া হামলার বিষয়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স । গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন শুরু করে রাশিয়া । এরপর থেকে সাড়ে পাঁচশো দিনেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলছে উভয় দেশের মধ্যে । এছাড়া সংঘাতের এই পর্যায়ে এসে মস্কো প্রায়ই রাতের বেলা ইউক্রেনের ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে ।

বাইডেনের সঙ্গে 'সেলফি' প্রসঙ্গে যা বললেন ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

নিঃস্ব হয়ে গেছেন আপনারা যে বাইডেনের সঙ্গে একটা সেলফি তুলে এখন ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন- আহা আমরা জিতে গেছি । জেতাবে তো বাংলাদেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমে । সেই ভোটটা ঠিকমতো হওয়ার ব্যবস্থা করেন । তা না হলে কোনো বাইডেনেই আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না, সেলফিও রক্ষা করতে পারবে না । খুব পরিষ্কার কথা ।' তিনি আরো বলেন, 'ভারতে গিয়ে যে সমস্ত কথা-বার্তা বলেছেন, যেখানেই যান, বাইডেনের যত ছবি দেখাতে চান ।

যদি জনগণ ভোট দিতে না পারে তাহলে তারা কখনো আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না, আপনারা ক্ষমতায় টিকেও থাকতে পারবেন না ।



আমাদের এই জাতির দুর্ভাগ্য কী জানেন? আমরা বেসিক জায়গায় কেউ যাই না, সেলফির মতো ইস্যুতে যাই । ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন নাকি, ফখরুল এখন কী বলবেন? আমি বলি, এখন আমার পরামর্শটা আপনি নেবেন । সেলফির এই ছবিটা বাঁধিয়ে ওইটা গলার মধ্যে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ান । এটা আপনাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবে, বোঝানোর চেষ্টা করুন, আমেরিকার বাইডেন আমাদের সাথে আছেন ।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে উদ্দেশ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আপনার প্রধানমন্ত্রী কয়েক দিন আগে কী বলেছেন? তিনি বললেন যে আমেরিকা এখন বলছে যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নাকি তাদেরকে নিয়ে দেওয়ার জন্য । যেহেতু এই দ্বীপ দিচ্ছেন না সে জন্য নাকি আমেরিকা তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায় ।প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন । এখন এই সেলফি দেখে কী বুঝব আমরা, আপনারা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দিয়ে দিয়েছেন?'

মির্জা বলেন, 'এটা যুক্তরাষ্ট্র । র‍্যাবের ওপর স্যাংশন উঠে যায়নি সেলফির জন্য, ভিসানীতির পরিবর্তন হয়নি, তার জন্য আবার নতুন ডেমোক্রেসি কনভেনশন ডেকে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । সুতরাং ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন । কথাগুলো আপনারা বলেন, ভেবে-চিন্তে বলেন না ।'

বাইডেন বা আমেরিকা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'খুব পরিষ্কার করে বলেছেন, তারা বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় । তারা বলেছেন, আমরা এখানে একটা সকল দলের অংশগ্রহণে ভালো নির্বাচন দেখতে চাই, যেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে । এটা শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলছে । আমরা এটাকে গুরুত্ব দিই । তার অর্থ এই নয় যে আমরা শুধু ওটাকেই গুরুত্ব দিই ।'

আমরা আমাদের জনগণের মতামতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'জনগণ পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে- যথেষ্ট হয়েছে, অনেক লুট করেছ, অনেক নির্যাতন করেছ, অনেক নিপীড়ন করেছ, অনেক ধ্বংস করেছ, মানুষ হত্যা করেছ, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিনাদোষে আটক করে আজকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছ, তারেক রহমানকে সাজানো মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে নির্বাসিত করে রেখেছ- দয়া করে এখন বিদায় হও । তা না হলে দেশের সকল রাজনৈতিক দল এক হয়েছে- তারা পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, পদত্যাগ করুন, সংসদ বিলুপ্ত করুন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন ।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ এই আলোচনাসভার আয়োজন করে । ২০০৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম সাইফুর রহমান মারা যান ।

দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতির সফল বাস্তবায়নে এম সাইফুর রহমানের নানা সৃজনশীল পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন বিএনপি মহাসচিব । সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদের সভাপতি প্রয়াত সাইফুর রহমানের ছেলে এম নাসের রহমানের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব সিলেট মহানগরের সভাপতি এম কাইয়ুম চৌধুরীর সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার, সাখাওয়াত হোসেন জীবন বক্তব্য দেন ।

অভিবাসীদের চাপ সামলাতে খরচ কমানোর

(প্রথম পাতার পর)

নগর যখন নব্য অভিবাসন প্রত্যাশীদের চাপ সামলাতে ব্যস্ত তখনই এমন নির্দেশনা দিলেন মেয়র ।

অ্যাডামস অবশ্য জানিয়েছেন, লে-অফের ক্ষেত্রে তহবিল কমানে হবে না ।

তবে, সাধারণ সত্য হচ্ছে তহবিলের এই কমতি নিউইয়র্কার তথা নতুন অভিবাসন প্রার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে । এক ভিডিও বার্তায় অ্যাডামস বলেন, অভিবাসীদের বাড়তি চাপের কারণেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে । অভিবাসীদের চাপ সামলাতে তিন অর্থবছরে ১২ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলেও জানান মেয়র ।

আগামী নভেম্বরের বাজেটে সিটি এজেন্সিগুলোর জন্য বরাদ্দ ৫% কমানো হবে । আর এ জন্য সবগুলো এজেন্সিকে কোন কোন খাতে খরচ কমানো যাবে তা উলেখ করে পরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়েছে ।





যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সভায় কেন্দ্রীয় নেতা ফয়সল চিশতী

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জাতীয় পার্টি আর কারো সিড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হবে না

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য এ এস এম ফয়সল চিশতীর যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়েজন করে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা। বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র অন্যতম উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সহ সভাপতি যথাক্রমে সবির লস্কর ও এস এম ইকবাল, সহ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মাহবুবুর রহমান অনিক, সহ সাধারণ সম্পাদক এডঃ এম এ কাইয়ুম, প্রচার সম্পাদক শাহ-জাহান সাজু, যুব বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হাবিবা বেগম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক উত্তম কুমার ডাকুয়া, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এন এস এন রুবেল প্রমুখ। সভায় এ এস এম ফয়সল চিশতী বলেন, বাংলাদেশে জাতীয় পার্টি একটি সুসংগঠিত দল এবং দলকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নতুন কমিটি গঠিত হচ্ছে। ফলে দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে দলকে সুসংগঠিত করার মাধ্যেমে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের এম পি হাতকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। ফয়সল চিশতী যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, জাতীয় পার্টি আর কারো ক্ষমতায় যাওয়ার সিড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হবে না।



সভায় যুব সংহতির সভাপতি আসীফ শাহরিয়ারের রোগ-মুক্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী। প্রবাস জীবনের কর্মব্যস্ত দিনে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

(শেষের





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



ভয়াল ৯/১১ আজ সোমবার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ভয়াল ৯/১১ আজ সোমবার। সভ্যতার ইতিহাসে ভয়াবহ ক্ষত সৃষ্টিকারী ২০০১ সালের ৯/১১ এর ২০ বছর পূর্ণ হতে চললো। প্রতিবছর এদিন নিউ-ইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে দিনটি পালনের পাশাপাশি ঐদিন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



নিউইয়র্কে শুরু হলো নতুন স্কুল বছর

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ প্রায় দুই মাস সামার ভ্যাকশনের পর বৃহস্পতিবার থেকে আবারো নতুন একটি স্কুল বছর শুরু গোটা যুক্তরাষ্ট্রে। তবে নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা নিয়ে মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্র ও মহানগর আওয়ামী লীগ

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময়ে বিগত বছরগুলোর মতো এবারো তাঁকে দলের উদ্যোগে সংবর্ধনা দেয়া হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ না নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ এই সংবর্ধনার আয়োজন করবে তা নিয়ে দলের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি সহ নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। এই সংবর্ধনা দেয়াকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে পড়েছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এদিকে উল্লেখিত (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ড. সিদ্দিকুর রহমান

টুইন টাওয়ার ভয়াল স্মৃতি

মোঃ নুরুল ইসলাম



জলযান আর তরঙ্গে কাঁপে হাডসন ও ইস্টরীভারের বুক, টুইন টাওয়ারের চুড়ায় বসে দেখি গারা নগরীর মুখ।

১৯৮৮ সালের শেষভাগে যেদিন প্রথম টুইন টাওয়ারে উঠেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল উপরোক্ত (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

জালালাবাদে এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ড থেকে মঈন চৌধুরীর পদত্যাগ



বিশেষ প্রতিনিধি: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ট্রাস্টি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছেন কুইন্স কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতে ক্ষোভ ২০০ প্রবাসী বাংলাদেশি'র

'ড. ইউনুসের প্রতারণা ও অসদাচরণ সম্পর্কে আমরা সচেতন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল পুরস্কার জয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চলমান বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্ব নেতাদের বিবৃতির নিন্দা জানিয়ে এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নেতৃস্থানীয় ২০০ বাংলাদেশী। সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এই বিবৃতিটি কোনো সঠিক তথ্য না জেনেই দেয়া হয়েছে। তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দেয়া চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রাশার একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী

ফেলনা কাঠে দেশের ইতিহাস



ঢাকা: শিল্পী আখতার আহমেদ রাশার ভাস্কর্য প্রদর্শিত হচ্ছে ধানম-ন্ডির সফিউদ্দীন শিল্পালয়ের গ্যালারিতে। শনিবার তোলা।

সালেহ ফুয়াদ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমেরিকান কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ লিখেছিলেন বিখ্যাত 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

তাপমাত্রার রক্তচক্ষু দেখিয়ে বিদায় নিলো সামার

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রীষ্মকাল (সামার) শেষ হলো ৫ আগস্ট। আর সেদিনই (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



আলহামদুলি'আল্লাহ -এর মর্মকথা

জাফর আহমাদ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্ব-জাহানের রব। যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক।"(সুরা ফাতিহা:১-৩) আল্লাহর স্মরণের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

শ্রীলঙ্কার কাছে হারের যে ব্যাখ্যা দিলেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক: ম্যাচটি ছিল বাংলাদেশের জন্য অনেকটা বাঁচামরার লড়াই। টুর্নামেন্টে ভালোভাবে টিকে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়

হেলথ টিপস

রক্তে অক্সিজেন বাড়াতে যা খাবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রক্তে অক্সিজেনের মাত্রার পরিমাণ নিয়ে হয়তো অনেকেই তেমন সচেতন নন। তবে করোনা মহ-মারীতে মোটামুটি (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বিনোদন

'ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩'

যাদের ঝুলিতে উঠল 'ভেনিস' সেরার পুরস্কার

বিনোদন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো চলচ্চিত্র উৎসব 'ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। ইতালির লিদো শহরে ৩০ আগস্ট পর্দা (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ডা. মাসুদুল হাসান ও তার স্ত্রী



নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। এসময় তার স্ত্রীও গাড়ীতে ছিলেন এবং তিনিও আহত (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com